Composition Part এর বঙ্গানুবাদ

Report Writing (প্রতিবেদন লিখন)

০১। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক। এখন যুব সমাজের উপর ফেসবুকের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

ফেসবুক ব্যবহার পরীক্ষার ফলাফলকে করতে পারে নিম্নমুখী

নিজস্ব প্রতিবেদক : মনোবিদদের মতে, যে সকল শিক্ষার্থীরা পড়ার সময় ফেসবুক ব্যবহার করে তারা যারা পড়ার সময় ফেসবুক ব্যবহার করেনা তাদের তুলনায় উলে-খযোগ্যভাবে কম নম্বর বা গ্রেড পাচ্ছে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পড়ার সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যারা ব্যবহার করেনা তাদের তুলনায় যারা সেগুলো ব্যবহার করে তাদের পরীক্ষার ফলাফল শতকরা ২০ ভাগ খারাপ।

গবেষকরা বলেন যে এই সমীক্ষা ডিজিটাল যন্ে¿ এক সাথে একের অধিক কাজ করায় তরুণদের মস্ি◌্ষ্ক যে অধিকতর ভালো সে তত্ত্বের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

সমীক্ষক পল ক্রিশ্চনার বলেন, "আমাদের সমীক্ষা এবং অন্যান্য প–র্ববর্তী কাজগুলো বলে যে, মানুষ ভেবে থাকতে পারে যে অবিরাম কাজ তাদেরকে কম সময়ে বেশি কাজ এনে দেয়, আসলে তা ঐ কাজ করতে যে সময়ের প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে বেশি সময় লাগায় এবং অধিক ভুল-ভ্রান্ি◌্ নিয়ে আসে।

তার দল আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ থেকে ৫৪ বছর বয়সী ২১৯ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমীক্ষা চালায়। তাদের মধ্যে ফেসবুক ব্যবহারকরীদের গ্রেড পয়েন্ট গড়ে সাধারণ- চারের মধ্যে শ–ন্য থেকে ৩.০৬। অব্যবহারকারীদের গড় জিপিএ ছিল ৩.৮২।

০২। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক। এখন, চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম, ৩ জানুয়ারি, ২০১৭ : ৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কলেজের অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব।

কলেজের বিশাল চত্বরটি পতাকা এবং ফেস্টুন দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। অধ্যক্ষ তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ফলাফলের জন্য ধন্যবাদ দেন। তিনি কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদন পড়ে শোনান। তারপর একটি চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কলেজের শিক্ষার্থীরা গান গায়, নাচে এবং ছোট নাটক মঞ্চস্থ করে। শ্রোতারা অনুষ্ঠান দেখে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ হয়। তারপর প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়ার জন্য এবং রাজনীতি ও বদ অভ্যাস থেকে দ–রে থাকার জন্য উপদেশ দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সততা এবং স্বচ্ছতার সাথে দেশের সেবা করার জন্য শপথ নিতে আহ্বান জানান। সম্প–র্ণ অনুষ্ঠানটি ছিল শিক্ষার্থীদের এবং আয়োজকদের শৃগুখলার একটি চমৎকার প্রদর্শনী। আমন্ি◌্ত অতিথি এবং সাংবাদিকগণ এ রকম উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আগামীতে এ ধরনের আরো অনুষ্ঠান আয়োজন করার আশা ব্যক্ত করেন।

০৩। তুমি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। একটি কারখানায় বিশাল অগ্নিকাণ্ডের খবর তুমি সংবাদপত্রে পরিবেশন করেছ। এখন এর উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

আগুনে গাজীপুরের তৈরি পোষাক কারখানার ২০ জন আহত

গাজীপুর সংবাদদাতা

গাজীপুর, ১০ জানুয়ারি, ২০১৭ : গতকাল সকালে গাজীপুরের জিরানীতে "Zaman Knit and Sweater factory"র নিচ তলায় একটি বিশাল আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কমপক্ষে ২০জন লোক আহত হয়।

পোশাক শ্রমিকেরা বলে যে সকাল ৭.৩০ টার দিকে নিচ তলায় আগুন লাগে এবং ১ম ও ২য় তলা গ্রাস করে ফেলে। তারা আরো বলে, রং বিভাগও রাসায়নিক দ্রব্যাদি দালানের নিচতলায় অবস্থিত।

খবর পেয়ে গাজীপুর সদর, টঙ্গী, সাভার ইপিজেড এবং মিরপুর থেকে ১০টি অগ্নি নির্বাপক ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং প্রায় ৪.৩০ ঘণ্টা পর আগুন আয়ত্তে আনে। আহতরা হচ্ছে দমকল বাহিনীর আখতারুজ্জামান, রতন কুমার সরকার, নুরুল ইসলাম ও পায়েল হোসেন এবং পোশাক শ্রমিক বাদশা মিয়া, আতিকুল ইসলাম, সোহেল মিয়া, মো: মোস্◌্ফা, কামাল হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও আসলাম। তাদেরকে স্থানীয় হাতপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগের ফায়ার সার্ভিস ডিফেন্সের উপ-পরিচালক আবদুর রশিদ বলেন, পোশাক ফ্যাক্টরীর গুদাম ঘরের পাশের একটি কক্ষ হতে আগুনের স–ত্রপাত হতে পারে।

০৪। তুমি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক। তুমি কুমিল-ায় খাদ্যে বিষক্রিয়ার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছ। এখন এই বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

কুমিল-ায় খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ৩০ জন অসুস্থ

কুমিল-া প্রতিবেদক

কুমিল-া, ২০ এপ্রিল, ২০১৭ : কুমিল-া জেলার বরুরা থানার দীঘিপাড়া গ্রামের বরের বাড়িতে বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খেতে এসে কমপক্ষে ৩০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের মদ্যে ২১ জনকে কুমিল-া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যাদের মধ্যে পাঁচ জন সংকটময় অবস্থায় আছে। স–ত্রমতে, ঘটনাটি বৃহস্পতিবার জব্বার মোল্যার বাড়িতে ঘটে। তার ছেলে ওয়ালিউর মোল্যার সাথে একই ইউনিয়নের নন্দাপাড়া গ্রামের শেখ আব্দুর রহিমের মেয়ের বিয়ে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় যে বেলা ১টার সময় আমন্ি◌্ত অতিথিদেরকে খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ি◌্ণ জানানো হয়। কিছুক্ষন পরেই কয়েকজন অতিথি বমি করতে শুরু করে এবং অচেতন হয়ে পড়ে। তাদেরকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদেরকে দ্রুত কুমিল-া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে আরো অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং রান্না করা খাবার নষ্ট করে ফেলে এবং বাবুর্চি ও তার কর্মীদেরকে আটক করা হয়।

বরুরা পুলিশ স্টেশনে এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

holycrossrajshahi.com

০৫। মনে কর তুমি ফারুক, আর কে কলেজের একজন ছাত্র। তোমাদের কলেজে তোমরা সকলে মিলে জমকালোভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছ। এখন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লেখ।

আর কে কলেজে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা, ২৬ মার্চ, ২০১৭ : গতকাল রাজধানীর আর কে কলেজের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ জমকালো এবং যথাযথভাবে ৪৬তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিনব্যাপি অনুষ্ঠান স–র্যোদয়ের সময় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এরপরে সকাল ৮টার সময় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ কলেজ মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবসের উপর একটি আলোচনা সভায় অংশ নেয়। কলেজের অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন দিক এবং একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনা সভার পরে শিক্ষার্থীরা একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিবেশন করে। দর্শক দেশাত্ববোধক গান এবং নৃত্যের সঙ্গে লোকগীতি অনেক উপভোগ করে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে ছিল খেলা এবং সিনেমা প্রদর্শন। একাদশ শ্রেণির ক শাখা এবং খ শাখার ছাত্ররা একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলে। খেলাটি ড্রয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় যাতে প্রত্যেক দল দুটি করে গোল করে।

বিকেলে মিলনায়তনে 'ওরা এগারোজন' সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়। এটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর একটি সিনেমা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ সিনেমাটি উপভোগ করেন।

ঢাকার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

০৬। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

আমাদের দেশের দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক: আমাদের দেশে আজ দুর্নীতি সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এটি অন্যতম একটি গুরুত্বপ–র্ণ বিষয় যা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে এটি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্ত্মার করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সরকারের প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিতে জর্জরিত। এটা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কেউ নেই। রাজনৈতিক দুর্নীতি বর্ণনাতীত। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদরা এই বাস্ত্মবতাটি বোঝার চেষ্টা করে না যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তারা শুধু সমাজেরই ক্ষতি করে না বরং তাদের পরিবারেরও ক্ষতি করে।

দুর্নীতিগ্রস্ত্ম কর্মকর্তাগণ দেশের অর্থনীতির রক্ত চুষে খাচ্ছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বিলম্বিত করছে। ঘুষ নেয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের কেউই কোনো কিছু করে না। দুর্নীতিগ্রস্ত্ম রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তাদেরকে শাস্ত্মির আওতায় আনা এবং তাদের দৃষ্টান্ত্মমূলক শাস্ত্মি দেয়ার এখনই সময়।

০৭। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। তোমার একটি বইমেলা পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। এখন এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

একটি বইমেলা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

এ বছর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বইমেলা প্রফুল-তা ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি দেশের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে জাঁকজমকপ–র্ণ বই মেলা। সেখানে অনেক বইয়ের সারি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত ছিল। বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। পিপীলিকার সারির মত মানুষের সারি এক সারি থেকে অন্য সারিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল। শত শত ও হাজার হাজার বই ছিল। লোকজন তাদের প্রিয় ও পছন্দের বই খুঁজেছিল। কিছু পরিদর্শকগণ নতুন প্রকাশনীর বই খুঁজছিল।

এই বিবেচনায় এই মেলার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই প্রতিবেদক অনেকগুলি স্টল পরিদর্শন করেছিল। সেসব বইয়ের মধ্যে ছিল গল্পের বই, কল্পবিজ্ঞান কাহিনী এবং আত্মজীবনী। যখন আমি আমার পরিদর্শন প্রায় শেষ করছি তখন বিখ্যাত লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবালকে একটি বইয়ের স্টলের সামনে একটি চেয়ারে বসা দেখলাম। আমি বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকে তার পাশে বসা দেখলাম। দুজন সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ একে অপরের সাথে কথা বলছিলেন এবং কৌতূহলী লোকজন তাদের অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য তাদের পাশে জড়ো হয়েছিল। আমি এই দুজন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে, মেলাটি ব্যাপক উৎসবমুখর রূপ ধারণ করেছে।

০৮। মনে কর, তুমি একটি নামকরা দৈনিকের প্রতিবেদক। "রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ" এর উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ অনুষ্ঠিত

রাজশাহী প্রতিবেদক

রাজশাহী, ১২ জানুয়ারি, ২০১৭ : গত সপ্তাহে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের মাঝে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবদুর রহমান রবিবার সকাল ১০:৩০ টায় কলেজ মিলনায়তনে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সবগুলো কার্যক্রমই ৫ দিন ব্যাপী নির্দিষ্ট ছিল এবং তা প্রত্যেকদিন সকাল ৯:৩০ টায় শুরু হয়। কার্যক্রমগুলো গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক, বিতর্ক, বক্তৃতা, রচনা লেখা, কুইজ এবং শিল্পকলা ও বিনোদনের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। শিক্ষক ছাড়াও নগরীর বিখ্যাত রিসোর্চ ব্যক্তিবর্গকে প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রত্যেক দিন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হত। বিজ্ঞান শাখার একাদশ শ্রেণির বিলকিস মাহমুদা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের চ্যাম্পিয়ন হয়। ব্যবসায় শিক্ষার দ্বাদশ শ্রেণির কেয়া এবং কলাও মানবিক শাখার দ্বাদশ শ্রেণির শাকিলা ইসলাম পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে। বৃহস্পতিবার ছিল সপ্তাহের শেষ দিন। সেদিন কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রত্যেক ইভেন্টের সবচেয়ে ভালো শিল্পী শ্রেণিমন্ডলীর সামনে শিল্প প্রদর্শন করে। রাজশাহী মহানগর কর্পোরেশনের মেয়র প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

০৯। মনে কর, তুমি বরিশালের একটি স্থানীয় দৈনিকের সংবাদদাতা। তোমার অঞ্চলের যুবকেরা মাদকে আসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্তির ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখ।

মাদক বরিশালের যুব সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে

বরিশাল প্রতিনিধি

বরিশাল, ২০ এপ্রিল, ২০১৭ : বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক বিশেষকরে যুবকরা মাদকাসক্ত। বাংলাদেশের 'CARE' এর এক গবেষণায় গতকাল তা প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় পাওয়া গেছে যে ১৮ এবং ৩০ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতাই হচ্ছে মাদকাসক্তির প্রধান কারণ। বিষণ্নতা নিরসনের উপায় হিসেবে মাদক ব্যবহার করছে। আর এভাবেই তারা আসক্ত হয়ে পড়ছে। সম্পর্ক ও প্রেমে ব্যর্থতাও মাদকের অপব্যবহারের কারণ। তাছাড়া প্রতি বছর মাদকের পিছনে কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। মাদক শুধু এর ব্যবহারকারীকেই ধ্বংস করে না, পারিবারিক সুসংহতি নষ্ট করে। মাদকের কারণে সমাজে অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি দেশ ব্যাপকভাবে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত্ম হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রসেফর আমিনা ইসলাম বলেন, 'মাদকাসক্তির ব্যাপারে সরকারের উচিত বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করা এবং আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর উচিত মাদকাসক্তি কমাতে সক্রিয় হওয়া।'

holycrossrajshahi.com

১০। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। চালের দাম ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে। এখন এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ লোকজনের সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া যায় যে, চাল ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তা সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

বাবুবাজারে এক ক্রেতা বলেন যে, চালের দাম প্রতি কেজিতে ১ টাকা ও ২ টাকা হ্রাস পেয়েছে কারণ বাজারে নতুন বোরোর ফসল এসেছে। বিভিন্ন ধরনের গুড়ো দুধের দামও ২.১৯% থেকে ১১.১১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত এক মাসে বাংলাদেশ বাণিজ্যিক কর্পোরেশন (টিসিবি) অনুযায়ী রসুনের দাম ১৫% থেকে ২৫.৯৩% এর মধ্যে, গরুর মাংস ২.১৩%, খাসির মাংস ৪.১১%, ব্রয়লার মুরগী ৩.৭০% ও ইলিশ মাছ ১১.৭৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা হোক, শাকসবজির দামে আগের সপ্তাহের মতই রয়েছে। সয়াবিন তেল, পামতেল ও মুগ ডালের দাম ঊর্ধ্বগতিতে রয়েছে। সাধারণ লোকজন দ্রব্যম–ল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ভীষণ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে। তারা চায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নাগালের মধ্যে রাখতে সরকার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

১১। মনে কর, তুমি একটি স্বনামধন্য পত্রিকার একজন প্রতিবেদক। তুমি বিভিন্ন বস্তিবাসীর জীবন সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছ। এখন তাদের উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

শহরের বস্তিবাসীদের ভীতিকর অবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক : রাজধানীর হাজার হাজার বস্তিবাসী তাদের মৌলিক চাহিদার ঘাটতির মধ্য দিয়ে শোচনীয়ভাবে জীবন যাপন করছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিলাসিতার কারণে নগরের মানুষ বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে। এই সমস্ত বস্তিবাসীর অধিকাংশই শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা, পরিচ্ছন্নতা এবং রাজধানীর অন্যান্য সুবিধা হতে বঞ্চিত। পাশপাশি, আইনশৃগুখলা প্রয়োগকারী সংস্থার সতর্কতার অভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিরপুর বস্তির একজন বাসিন্দা মো: হাশেম বলে যে তারা বস্তিতে অমানবিক জীবন যাপন করছে। সেখানে পানির সরবরাহ নেই এবং মহিলারা পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে। সে আরো বলেন যেহেতু পানি দ–ষিত থাকে, তারা সবসময়ই বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে ভোগে। লালবাগ বস্তির সখিনা বেগম বলে যদি কেউ অসুস্থ হয় এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তবুও কোনো ডাক্তার তাদের বস্তিতে আসতে চায় না। বস্তিবাসীরা অভিযোগ করে প্রতি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতারা আসে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু নির্বাচনের পরে তারা কোনোকিছুই করে না। তারা বলে যে তারা সবসময় সরকার অথবা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে থাকে।

১২। মনে কর, তুমি 'The Daily Sun' পত্রিকার একজন প্রতিবেদক। কর্তৃপক্ষ সিলেটের জৈন্তা-জাফলং পর্যটন কেন্দ্রের ওপর একটি প্রতিবেদন লিখতে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যটনস্থলটিতে ভ্রমণ শেষে এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রায় ১২০ শব্দে একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখ। তোমার প্রতিবেদনটির একটি শিরোনাম দাও।

বঙ্গানুবাদ :

ভীতিকর পরিস্থিতিতে জৈন্তা-জাফলং পর্যটন কেন্দ্র

সিলেট প্রতিবেদক

সিলেট, ৫ মে, ২০১৭ : জাফলং ও জৈন্তাপুর পর্যটন কেন্দ্রের ভিত্তিতে সিলেটের রয়েছে পর্যটন খাতের উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের অভাবে পর্যটনস্থল দুটির অবস্থা নাজুক হতে চলেছে।

চা বাগান আর পাহাড়ি পাথরের অনাবিল সৌন্দর্যে ঘেরা জাফলং একটি দর্শনীয় স্থান। এটি খাসিয়া পাহাড়ের ক্রোড়ে মারি নদীর পাশে অবস্থিত। জৈন্তা রাজবাড়ি ছিল জৈন্তার রাজাদের প্রাসাদ। যদিও ইতোমধ্যেই এই রাজপ্রাসাদ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবু জৈন্তা-রাজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসেন।

প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য এদেশকে আধুনিক হোটেল, মোটেল, রেস্ট হাউজ, যুব ক্লাব ও রেস্তোরাঁ এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রায় সকল পর্যটনস্থলেই সহজলভ্য।

দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তার ইস্যুটিও সিলেটে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপ–র্ণ।

একটি স্থানে সকল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণকালে হয়রানি, ধাক্কাধাক্কি ও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কিছু পয়েন্টে পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধি নাও হতে পারে। তাই সরকারের উচিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, যেসব এজেন্সি ভ্রমণ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত।

১৩। প্রথম শ্রেণি থেকে অনার্স স্তর পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষায় ইংরেজি বাধ্যতাম–লক হওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ফেল করে। তাদের ব্যর্থতার কারণসম–হ উলে-খ করে একটি দৈনিকের জন্য প্রতিবেদন তৈরি কর।

শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে ফেল করার কারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক : প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে যদিও প্রথম শ্রেণি থেকে এটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়নো হয়। বৃটিশ কাউন্সিল পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় এ অবস্থার জন্য বিভিন্ন বিষয় দায়ী।

প্রথমত, শিক্ষার্থীদেরকে এই বিদেশী ভাষা শেখানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় না, বরং তাদেরকে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সংক্ষিপ্ত কৌশল শেখানো হয়। দ্বিতীয়ত, পাঠ্যবইগুলো অনুপযোগী এবং শিক্ষাপদ্ধতি কঠিন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হয় না। চাকরি সন্ধানকারীদের অধিকাংশই অপরের নিকট ইংরেজিতে কথা বলতে ভয় পায়। সর্বোপরি, তারা বলে যে তাদের শব্দভাণ্ডার খুব দুর্বল। দেশের খ্যাতনামা একজন বুদ্ধিজীবী এই প্রতিবেদকের নিকট বলেন, 'এই সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করার চেয়ে ইংরেজি শেখার প্রতি বেশি জোর দিতে হবে।' তিনি নিয়মিত রেডিও এবং টেলিভিশনে ইংরেজি অনুষ্ঠান শোনার জন্য এবং দেখার জন্য জোর দেন।

১৪। মনে কর, তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টার/প্রতিবেদক। সারাদিন ব্যাপী হরতালের উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

দিনব্যাপী হরতাল পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গতকাল সারাদেশে দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। দৈনিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ম–ল্য কমানোর দাবিতে বিরোধী দল জোট এ হরতাল আহ্বান করেছিল।

বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে চারটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। চারদল জোটের সমর্থকরা তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে একটি শোভাযাত্রা করে এবং বের হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তারা পুলিশ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রায় ১১টায় সময় রমনায় এক বিরাট সংঘর্ষ হয়। হরতাল সমর্থকদের একটি শোভাযাত্রা শাহবাগ অঞ্চলে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে সময় তারা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পিকেটাররা অনেক বাসের কাচ ভাংচুর করে। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা সামান্য ছিল এবং সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, পোশাক কারখানা খোলা ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসম–হের সব ধরনের ক্লাশ ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পুলিশ ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ২০ জন আহত হয় বলে সংবাদ পাওয়া যায়। অপ্রীতিকর অবস্থা ঠেকানোর জন্য

holycrossrajshahi.com

বিভিন্ন গুরুত্বপ–র্ণ স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

১৫। মনে কর, তুমি একটা নামকরা সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। তোমার সংবাদপত্রে বননিধন এবং এর ক্ষতিকর ফলাফল/নির্বিচারে বৃক্ষকর্তনের খারাপ প্রভাব সম্বন্ধে একটা প্রতিবেদন লেখ।

বাংলাদেশে দুর্যোগের জন্য বিশেষজ্ঞদের বননিধনকে দোষারোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক : বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাপক মাত্রায় বন্যা সহসাই একটা মানদন্ড হতে পারে এবং বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন নাটকীয়ভাবে থেমে যেতে পারে।

গতকাল ডেইলী স্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ এটা পর্যবেক্ষণ করেন।

ঢাকার Institute for Advanced Studies এর পরিচালক জনাব এ. আতিক রহমান বলেন, "বন্যাকে আমরা হিমালয়ের বাস্তুসংস্থানের উলে-খযোগ্য ধসের কারণ হিসেবে দেখছি। সেমিনারে বক্তরা বলেন, জলবায়ুর উপর বননিধনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বাতাসের আর্দ্রতা মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে যা দেশে বৃষ্টিপাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদি পুনঃবনায়ন কর্মস–চি গ্রহণ করা না হয় তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা আরও বলেন, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসম– হগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পুনঃবনায়নের একটি চিরন্তন ফর্ম–লা হচ্ছে যদি তুমি একটি গাছ কাট, ক্ষতিপ–রণ করার জন্য তুমি দু'টি অতিরিক্ত গাছ লাগাও।

১৬। মনে কর, তুমি ডেইলী স্টারের একজন প্রতিবেদক। অতি সম্প্রতি তুমি একটি 'মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা' দেখেছ যার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ, ১৫ মার্চ, ২০১৭ : গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে এক সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৫ জন লোক নিহত এবং অন্যান্য ১০ জন আহত হয়।

ঢাকামুখী একটি বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এটা মানিকগঞ্জ হতে কুমিল-া যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে দুজন যাত্রী এবং ট্রাকের চালক নিহত হয়। বাসের হেলপারসহ আহতদের দু'জন হাসপাতালে মারা যায়। তিনজন যাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যান্য আহত লোকদেরকে বিভিন্ন স্থানীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। পুলিশ বাস ও ট্রাক উভয়কেই জব্দ করে। বাসের চালককে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

স্থানীয় সাক্ষীদের মতে, একই স্থানে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগকে অনেকবার সেখানে একটি গতি প্রতিরোধক (speed breaker) বানাতে বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সোনারগাঁ থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা করা হয়েছে।

১৭। মনে কর, তুমি একটি নামকরা সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। এখন 'যানজট' সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লেখ।

চট্টগ্রামের যানজট তীব্রতর হচ্ছে

চট্টগ্রাম প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম, ৫ মে, ২০১৭ : দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

যানজটের কারণে প্রত্যেক দিন দীর্ঘ কার্যকাল অপচয় হচ্ছে। অধিকন্তু, জটের কারণে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর উন্নয়ন বিভাগের প্রফেসর আনু মোহাম্মদ বলেন, "নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, পরিবহন বিভাগের অবহেলা এবং অবৈধ পার্কিং যানজটের প্রধান কারণ।" যাত্রীগণ অভিযোগ করেন, "কর্তব্য সম্পাদনের পরিবর্তে পরিবহন পুলিশেরা আইন অমান্যকারী চালকদের নিকট হতে ঘুষ আদায়ে ব্যস্ত থাকে।"

রাস্তাঘাট আরও প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং ট্রাফিক আইন শক্তভাবে প্রয়োগ করা উচিত – বিশেষজ্ঞরা মত দেন। তারা আরও বলেন, সমস্ত রাস্তাঘাট হকারমুক্ত রাখা এবং সমস্যা সমাধানে অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা উচিত।

১৮। মনে কর, তুমি একটি দৈনিকের প্রতিবেদক। বিজয় দিবসের উপর একটি প্রতিবেদন লেখ।

ময়মনসিংহে বিজয় দিবস উদযাপিত

ময়মনসিংহের প্রতিবেদক

ময়মনসিংহ, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ : আমার নিজ শহর ময়মনসিংহে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর দুদিন ব্যাপী বিজয় দিবসের আয়োজন করে।

কলেজের অধ্যক্ষ ১৬ই ডিসেম্বর এ ঘটনার উদ্বোধন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে কর্মস–চি আরম্ভ হয়। ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্মস–চিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। আলোচনায় বক্তারা স্বাধীনতায় দেশের পথের বর্ণনা দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর প্রতি গুরুত্ব দেন। তারা শিক্ষার্থীদেরকে দেশের সত্যিকারের নাগরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনার পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে যা শ্রোতাদেরকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। পরের দিন ছিল সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য কলেজ খোলা ছিল।

১৯। মনে কর, তুমি একটি নামকরা সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। বেশ কিছু সংখ্যক আসবাবপত্রের দোকানে একটি মারাত্মক আগুন লাগার ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ। এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

সিলেটে আগুনে আসবাবপত্রের দোকান ভস্মীভূত

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট, ৩ মে, ২০১৭ : গতকাল ভোরের প্রথম দিকে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে আগুন লেগে অনেক আসবাবপত্রের দোকান ভস্মীভূত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ৫ তলা দালানের তৃতীয় তলায় প্রায় ৪টার দিকে আগুন লাগে। সহসা আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত দালান গ্রাস করে। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং তিন ঘণ্টা পর আগুন আয়ত্তে আনে। দমকলকর্মীরা সন্দেহ করে যে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের উৎপত্তি হয় কিন্তু তারা এটা নিশ্চিত করতে পারেনি।

দোকানদারদের মতে তারা যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকার উপর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তাদের অভিযোগ কিছু সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী এ ঘটনার পেছনে আছে।

এ ব্যাপারে সংশি-ষ্ট থানায় একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সকালে অকুস্থল পরিদর্শনে আসেন।

২০। মনে কর, তুমি দৈনিক ইত্তেফাকের একজন প্রতিবেদক। এখন, আমাদের বর্তমান সমাজের স্যাটেলাইট চ্যানেলের ভূমিকা নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ।

স্যাটেলাইট চ্যানেলসম–হ : আমাদের সমাজে এর প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদক :

বর্তমান গবেষণায় পাওয়া গেছে যে , স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো যুব সমাজের নৈতিক অবনমনের জন্য বহুমাত্রায় দায়ী। এসব চ্যানেলের নেতিবাচক প্রভাব তাদের ভালো কাজগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল যখন পরিচিতি পেয়েছিল, বিশ্বব্যাপী লোকজন আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা ঐসব চ্যানেলের অপব্যবহার নিয়ে আতঙ্কিত। এইসব চ্যানেলগুলি শিক্ষাম–লক ও তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বিনোদনের উলে-খযোগ্য উৎসেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এরা অনৈতিক অনুষ্ঠানমালা

holycrossrajshahi.com

সম্প্রচার করে যুব সমাজের নৈতিক মর্যাদা ও চরিত্রের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা এমন কিছু ন্যাক্কারজনক ও অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শন করে যে, যুবকরা নৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত না হয়ে পারে না। ফলে তারা অপরাধ, নারী উত্যক্তকরণ, এসিড নিক্ষেপের মত কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে সামাজিক শান্তি ও সুসংহতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, যদি এ অবস্থা পরবর্তীতে চলতে থাকে আমাদের যুব সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সামাজিক দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়বে।

২১। মনে কর, তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিবেদক। তুমি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে সংগঠিত একটি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছ। এখন, সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন লেখ।

নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক : গতকাল নিরাপদ সড়কের দাবিতে প্রচারণার অংশ হিসেবে শত শত লোক প্ল্যাকার্ড এবং দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ছবি নিয়ে শহরের রাস্তায় রোড মার্চ করে। এটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটেছে যখন সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন বেড়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংসদ সদস্য কর্তৃক আয়োজিত এই মিছিলে কিছু আহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য এবং বন্ধু অংশগ্রহণ করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে অনুষ্ঠিত এই সংক্ষিপ্ত র‍্যালিতে তারা বলে যে, "প্রচলিত আইনের সংশোধন করে ঘাতক চালকের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।"

প্রতি বছর দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০০০ লোক মারা যায়। এটা বাংলাদেশকে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে স্থান করে দিয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বরিশাল সড়কপথে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৫০ জন লোক মারা যায় এবং অনেক লোক আহত হয়। যেসব কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে তার সবই বাংলাদেশে রয়েছে। রাস্তাগুলো যথেষ্ট চওড়া নয়, চালকেরা দক্ষ নয়, যানবাহনগুলো সর্বদা চলাচলের উপযোগী থাকে না, আর লোকজন ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। সরকারকে কঠিন ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এছাড়া সড়ক বিশৃঙ্খলা হ্রাস করার জন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে।

২২। মনে কর, তুমি আমিন। কিছুদিন আগে গ্রামে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন, এর উপর প্রতিবেদন লেখ।

একটি আনন্দমুখর গ্রাম্য মেলা

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ : গতকাল রসুলপুরে বছরের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা এর আনন্দমুখর বৈশিষ্ট্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রাচীন বটগাছের নিচে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ীরা এবং কারিগররা তাদের বিক্রির জন্য সমস্ত পণ্য নিয়ে জড়ো হয়েছিল। জাদুকর, সাপুড়ে এবং মিষ্টি প্রস্তুতকারকেরাও এসেছিল। শিল্পিরা তাদের বাঁশি, ঘুড়ি, মৃৎপাত্রাদি এবং খেলনা নিয়ে এসেছিল।

পুরুষ, মহিলা এবং ছেলেমেয়েরা এসেছিল এবং আনন্দে হৈ চৈ করেছিল। এমনকি বৃদ্ধরাও এসেছিল। বাঁশি বাজানো হয়েছিল, আকাশে ঘুড়ি উড়ানো হয়েছিল। লোকজন মিষ্টি এবং পিঠা উপভোগ করেছিল। তারা সংসারের অনেক আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র যেমন মাটির তৈরি পাত্র, থালা, বাতির ঝাড়, বোল এবং অন্যান্য জিনিস ক্রয় করেছিল। জাদুকর বিস্ময়কর জাদু প্রদর্শন করেছিল এবং সাপুড়েরা তাদের অকুতোভয় দক্ষতা দিয়ে সাপের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

২৩। মনে কর, তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদক। সম্প্রতি তুমি মেঘনা নদীভাঙ্গনের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছ। এখন, ঐ অঞ্চলের বসবাসকারী লোকদের দুর্দশার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ।

মেঘনার নদীভাঙ্গনের কারণে লোকদের দুর্দশা

নিজস্ব প্রতিবেদক/ সংবাদদাতা : মেঘনার ভাঙ্গন এর উভয় তীরের ২০ একর জমি নষ্ট করেছে। এর তীরে বসবাসকারী দু'হাজার লোক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা তাদের বাসগৃহ ও চাষযোগ্য জমি হারিয়েছে। এ অঞ্চলের লোকজন খোলা আকাশের নিচে দিন রাত কাটাচ্ছে। তাদের তীব্র খাদ্য ও পয়:নিষ্কাশন সমস্যা আছে। তাদের অনেকেই দিনের পর দিন না খেয়ে আছে। দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের একজন জানিয়েছে যে এখন পর্যন্ত সরকার হতে কোনো সাহায্য আসেনি। অল্পসংখ্যক বেসরকারি সংস্থা অপর্যাপ্ত সাহায্য নিয়ে এসেছে। খাদ্য সমস্যার কারণে তারা অপুষ্টি ও ডায়রিয়ায় ভুগছে।

তীব্র ঠান্ডা তাদের দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়েছে কারণ রাতে তাদের কোনো আশ্রয় নেই। স্থানীয় সরকার বিভাগের কিছু কর্মচারী উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা তাদের সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দাবি করে।

২৪। মনে কর তুমি একজন প্রতিবেদক। রাইফেলস কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এখন এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

রাইফেলস কলেজে বার্ষিক মেধা পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক :

গতকাল পীলখানার দরবার হলে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজের বার্ষিক মেধা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠতা ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রাইফেলসের উপ-মহাপরিচালক ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম রব্বানী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি দুটি ভিন্ন ভাগে হয়েছিল। প্রথম ভাগে, প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠতা ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর পুরস্কার বিশেষ অতিথি নাসিমা রব্বানী কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে যা শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল।

২৫। মনে কর, তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদক। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাশের হার পূর্বের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। এখন এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

এইচএসসি ফলাফল প্রকাশ, রেকর্ড সংখ্যক জিপিএ-৫

নিজস্ব প্রতিবেদক : গতকাল ৮ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাশের হার এবং জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। মোট ৭,৮০,০০০ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যাদের মধ্যে পাশ করেছে ৬,৫১,৫১২ জন শিক্ষার্থী। পাশের হার ৮৩.৫% যা গত বছরের তুলনায় ২০% বেশি। সকল বোর্ডে মোট ৮০,০০০ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। ঢাকা বোর্ডে পাশের হার ৯০%, যেখানে রাজশাহীতে ৭৫%, যশোর বোর্ডে ৮০%, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮৫%, সিলেট বোর্ডে ৭০%, কুমিল-া বোর্ডে ৭৬% এবং বরিশাল বোর্ডে ৮২%। ঢাকা বোর্ডের কলেজগুলোর মধ্যে রাজউক উত্তরা কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ সেরা সাফল্য প্রদর্শন করেছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে জিপিএ-৫ অর্জনকারীর সংখ্যা বেশি। যদিও অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট তবুও তারা তাদের সন্তানদের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন।

২৬। মনে কর, তুমি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। তুমি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীর উপর একটি সংবাদ সংগ্রহ করেছ। এখন এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর/লেখ।

বিদ্রোহী কবির জন্মবার্ষিকী পালিত

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশত ষোলতম জন্মবার্ষিকী এক উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল ঢাকায় পালন করা হয়। দিনটি উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের অন্ত©র্ভুক্ত ছিল সেমিনার, আলোচনা, নজরুল সংগীত এবং নজরুল মেলা। ম–ল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০টায় নজরুল ইন্সটিটিউট মিলিনায়তনে। অনুষ্ঠানে বক্তারা নজরুলের জীবনের বিভিন্ন দিক, বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং তাঁর কবিতা, গান এবং প্রবন্ধ থেকে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের উৎসাহ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নজরুল গবেষকরা বলেন যে, নজরুলের লেখা আমাদেরকে আমাদের পরিচিতি এবং স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করেছিল। তাঁরা দাবি করেন যে নজরুলের শিক্ষা আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং দুর্নীতি, অন্যায় এবং সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।

২৭। মনে কর তুমি হাসান, একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক। তুমি একটি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছ। তোমার পরিদর্শন নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ।

যশোর পৌরসভা ভোট শান্ত©প–র্ণভাবে অনুষ্ঠিত

যশোর প্রতিনিধি

যশোর, ১০ এপ্রিল, ২০১৭ : যশোর পৌরসভার জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হাজার হাজার ভোটার তাদের ভোট প্রদান করে।

সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং তা বিকাল ৪টা পর্যন্ত© বিরতিহীনভাবে চলতে থাকে। ৩৬টি ভোট কেন্দ্রের কোথাও কোনো সংঘর্ষ অথবা অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

যশোর জিলা স্কুল কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে উৎসাহী ভোটাররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে শুরু করে। কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু করেন। কেন্দ্রে ৮টি বুথ ছিল যার পাঁচটি পুরুষদের এবং তিনটি মহিলাদের জন্য। কেন্দ্রে প্রায় ১৫,০০০ ভোটার ছিল যার শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার তাদের ভোট প্রদান করে। মেয়র পদের জন্য নয় জন এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ৫৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন এবং বিজিবি কেন্দ্রের আশেপাশে কড়া নজর রেখেছিল। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল পোলিং অফিসাররা প্রার্থীদের নিজ নিজ পোলিং এজেন্টের সামনে ভোট গণনা শুরু করে। সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত© ভোট গণনা চলতে থাকে।

Paragraph Writing (অনুচ্ছেদ লিখন)

০১. ইংরেজি শেখার গুরুত্ব

ইংরেজি শেখার গুরুত্ব বর্ণনাতীত। বর্তমানে এটি সর্বাধিক প্রভাবশালী আন্ত©র্জাতিক ভাষা। এটি বর্তমানে আমাদের দেশের দ্বিতীয় ভাষা। বহু কারণেই আমাদের এই ভাষা জানা প্রয়োজন। আমরা আমাদের মাতৃভাষায় অন্য দেশের লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি না। আমাদের এমন একটি ভাষা প্রয়োজন যেটি সকল দেশের মানুষের সাধারণ ভাষা। যখন আমরা দেশের বাইরে যাই, তখন বিদেশিদের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্য ইংরেজি ব্যবহার করি। বিদেশিদের সাথে ব্যবসায় সংক্রান্ত© বিষয়ে আমাদের ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য আন্ত©র্জাতিক হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের আন্ত©র্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। তাই তারা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। এরপর, উচ্চশিক্ষার তাগিদে আমাদের ইংরেজি ভাষা জানা প্রয়োজন কারণ উচ্চতর শ্রেণির বইগুলো ইংরেজিতে লেখা। পাশাপাশি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ বই হয়তো ইংরেজিতে রচিত নয়তো ইংরেজিতে অন–দিত। ইংরেজির জ্ঞান ছাড়া কম্পিউটার চালনা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, ফরেন সার্ভিসে ইংরেজি আবশ্যক। ইংরেজি জ্ঞানকে বর্তমানে একটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ইংরেজি ভাষা আমাদের জন্য একটি খুব প্রয়োজনীয় ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

০২. বিজয় দিবস

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন এবং বিভিন্ন কারণে দিবসটি গুরুত্বপ–র্ণ। প্রথমত, এই দিনে নয়মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় পেয়েছিলাম। বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান দখল করে। দ্বিতীয়ত, দুই লাখের অধিক মহিলাসহ প্রায় ত্রিশ লাখ লোক আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। তৃতীয়ত, দিনটি আমাদের বীর জনগণের আত্মোৎসর্গের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। চতুর্থত, শহিদদের স্মৃতি জাতির উন্নয়নে কিছু করার জন্য আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে। সর্বশেষ, দিনটি বিরাট আনন্দ, আশা ও অনুপ্রেরণার দিন এবং অন্যায়, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজয়। যদি কেউ মাতৃভূমির ম–ল্য সম্পর্কে জানতে চায় এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হতে চায়, বিজয় দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে শিখতে হবে।

০৩. একজন আদর্শ শিক্ষক

কিছু অসাধারণ গুণাবলি একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হতে সাহায্য করে। যেমন তাঁর শেখানোর পদ্ধতি অসাধারণ এবং বাচনভঙ্গি হৃদয়গ্রাহী। তিনি তাঁর পাঠকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। তিনি তাঁর পাঠদানের সময় অভিনয় করে দেখান। তিনি কখনোই তাঁর ক্লাসে স্থির বসে থাকেন না। যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তিনি একজন ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন। তাঁর আচরণ খুবই ভালো। তিনি কোনো ছাত্রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নন, বরং তিনি সবার সাথে সমান আচরণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সময়নিষ্ঠ ও মিতব্যয়ী। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করেন। তিনি অধ্যয়নশীল। তিনি তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। অধিকন্তু তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি এমনভাবে যত্ন নেন যাতে সবাই তাঁকে অন্ত©রঙ্গ বন্ধু হিসেবে শ্রদ্ধা করে। এ কারণে তিনি সব শিক্ষার্থীর অত্যন্ত© প্রিয় এবং শিক্ষার্থীদের আদর্শে পরিণত হন। উপরোক্ত গুণাবলীই একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষকে রূপান্ত©রিত করে।

০৪. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন কারণে শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে গরুত্বপ–র্ণ। প্রথমত, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারেনা। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়। তাই শিক্ষা ছাড়া একটা জাতি অসার হয়ে পড়ে। আজকাল আমরা দেখি, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। কোনো জাতির জনগণ শিক্ষিত হলে তারা জনগণ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উন্নয়নে শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। এটা একজন লোকের ব্যক্তিত্ব গঠন করে এবং আধুনিক বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলায় তাকে উপযোগী করে তোলে। এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায় এবং আমাদেরকে ধৈর্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। তৃতীয়ত, আমাদের পারিবারিক জীবনেও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। একজন শিক্ষিত লোক একজন অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা অধিকতর ভালোভাবে তার পরিবার পরিচালনা ও সহায়তা করতে পারে। উপসংহারে, আমরা বলতে পারি যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির জন্য শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ বিষয়।

০৫. যেভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে, একজন মানুষকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃগুখলা অনুসরণ করতে হয়। প্রথমত, সুস্বাস্থ্যের জন্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠা অত্যাবশ্যক। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দিনের কঠোর পরিশ্রমের একটি ভালো শুরু। প্রকৃতি থাকে শান্ত© এবং বাতাস থাকে সতেজ। এসব জিনিস আমাদের মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে সুষম খাবার জরুরি। সুষম খাবার হচ্ছে এমন খাবার যাতে সব ধরনের খাদ্যম–ল্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে আর তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার তারা পায় না। তৃতীয়ত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আরেকটি গুরুত্বপ–র্ণ জিনিস হলো শারীরিক ব্যায়াম। চতুর্থত, পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন অনুসরণ করা

holycrossrajshahi.com

দরকার। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার প–র্বশর্ত হলো পরিচ্ছন্নতা। পরিশেষে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে যথাযথ বিশ্রাম নিতে ও ঘুমাতে হবে। যেহেতু স্বাস্থ্যই হলো সকল সুখের ম–ল, আমাদের নিজেদের লাভের জন্যই এসব নিয়মকানুন মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত।

০৬. চা প্রস্ত্তুত প্রণালি

কিছু উপায় অনুসরণ করে এক কাপ চা প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রথমে কয়েক মিনিট ধরে কিছু পানি ফুটাতে হয়। তারপর ফুটানো পানিতে কিছু চা পাতা যোগ করতে হবে। তার ফুটানো পানির রং এর দিকে নজর রাখতে হবে। যদি সে মনে করে রং ঠিক নেই তবে তাকে আর কিছু চা পাতা যোগ করতে হবে। কিছুক্ষণ পর তাকে ছাঁকনির সাহায্যে চায়ের কাপে পানি ঢালতে হবে। এরপর চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে যথাযথভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। পরিশেষে সে যদি মনে করে যে চা সুস্বাদু হয়নি তবে আরেকটু চিনি মেশাতে পারে। এভাবে চা প্রস্তুত করা হয় এবং এটি লাল চা নামে পরিচিত। যদি সে দুধ চা বা লেবুর চা পেতে চায় তবে সে দুধ বা লেবুর রস মেশাতে পারে আর তখন নির্দিষ্ট রকমের চা প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং এই উপায়গুলো অনুসরণ করে কেউ এক কাপ চা প্রস্তুত করতে পারে।

০৭. ভালো ছাত্র হওয়ার পন্থা

ভালো ছাত্র হওয়া সহজ নয়। একজন ছাত্র কখনোই রাতারাতি ভালো ছাত্র হতে পারে না। কেউ ভালো ছাত্র হতে চাইলে তাকে কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। প্রথমত, পড়াশুনার জন্য তার দৈনন্দিন কাজের সময়স–চি থাকা উচিত। তার নিয়মিত ও সময়নিষ্ঠভাবে পড়াশুনা করা উচিত। তাকে অবশ্যই ক্লাসে নিয়মিত হতে হবে। তাকে তার শিক্ষকের পড়া ও নির্দেশনা শুনতে হবে। আর তার ক্লাস থেকে নোট নেওয়া এবং নিজের দক্ষতায় ক্লাস নোট ও পাঠ্যবই অনুসারে নিজের নোট প্রস্তুত করা উচিত। তারপর তাকে নোটগুলো অনুশীলন করতে হবে এবং পাঠ্যবই পড়তে হবে। এরপর যেকোনো কঠিন বিষয় নিয়ে অন্যান্য ভালো শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। পরীক্ষা গৃহে, তাকে কৌশলে সবগুলো প্রশ্নোত্তর দিতে হয়। পরিশেষে, তাকে তার বাবা-মা ও শিক্ষকদের মান্যও করতে হয়। তার বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণও করা উচিত। সুতরাং সকল ভালো গুণাবলী অর্জন করে সে ভালো ছাত্র হতে পারে।

০৮. কীভাবে ইংরেজি ভালোভাবে শেখা যায়

কেউ ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে চাইলে তাকে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। প্রথমত, এটি শেখার প্রতি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তারপর তাকে পড়া, লেখা, শোনা ও বলা-এই চারটি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে শোনার দক্ষতা বাড়াতে তাকে অবশ্যই ইংরেজি সংবাদ শুনতে হবে। অন্যদের সাথে কথোপকথন তার বলার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তারপর, সে যা পড়ে ও লেখে তা তাকে বুঝতে হয়। এজন্য বিশাল শব্দ ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। তাকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ইংরেজি বই পড়তে হয় ও ইংরেজিতে বিভিন্ন জিনিস লিখতে হয়। সে হয়ত ইংরেজি সিনেমা দেখতে পারে এবং ইংরেজি খবর শুনতে পারে কারণ বিভিন্ন ইংরেজি সিনেমা, অনুষ্ঠান, খবর ইত্যাদি দেখে সে তার ইংরেজি শব্দভাণ্ডার বাড়াতে পারে। এরপর, সে যা পড়ছে ও লিখছে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকাও দরকার। পরিশেষে, তাকে বাস্ত্মবিক অর্থে সব দক্ষতার সংস্পর্শে থাকতে হয়। বস্তুত, ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে হলে তাকে ঐকান্ত্মিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসহ অন্ত্মর্ভুক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

০৯. একটি হরতাল দিবস

হরতাল আহ্বান এবং পালন করা যদিও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করণের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, একটি হরতাল দিবসের প্রচুর নেতিবাচক ফল আছে। হরতাল দিবস এমন একটি দিন যেদিন রাস্ত্মায় যানবাহন কম থাকে। দেশের অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিপনীবিতান এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন হরতাল ডাকা/ আহ্বান করা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির কারণ। দিনমজুরেরা ব্যাপক ভোগান্ত্মির সম্মুখীন হয়। কোনো প্রকার যানবাহনের অনুমতি না থাকায় জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেতে বা যোগান দিতে পারেনা। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু প্রায়ই যখন হরতাল হয়, তখন বিরোধীদল মিছিল বের করে। মিছিলের সময় পুলিশ ও বিরোধী দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং সাধারণ লোকের প্রভূত ক্ষতি হয়। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যেককেই হরতালের দিনের নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। ইতিবাচক উদ্দেশ্যে হরতাল ডাকা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা উদযাপন করা উচিত।

১০. স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল : সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি উৎস

কিছু নেতিবাচক ফলাফল থাকা সত্ত্বেও স্যাটেলাইট টিভি বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করে আমাদের প্রাচ্য জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্যাটেলাইট টিভি বিনোদন এবং জ্ঞানের এক বিরাট উৎস। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন চ্যানেল বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাম–লক নাটক, ছায়াছবি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংবাদ এবং তথ্য উপাত্ত প্রচার করে। স্যাটেলাইট এবং ডিশ এ্যানটেনার সাহায্যে স্যাটেলাইট টিভি বিশ্বের যেকোনো দ–রবর্তী অঞ্চল থেকে যেকোনো অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করতে পারে। পৃথিবীটা বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে। এটা বিশ্বের প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃ বিজ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান এবং শিল্প সংস্কৃতির খবর আমাদের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু অনেক লোক বিশেষত যুবক সম্প্রদায় আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে এবং তা তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব সংস্কৃতি লালন ও উন্নত করতে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত।

১১. ভূমিকম্প

বর্তমানে কিছু বিশেষ কারণে ভূমিকম্প আমাদের দেশে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। কারণ বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। সম্প্রতি বাংলাদেশে এটি ঘন ঘন অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের জনগণ এই মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের গুরুত্ব/ অভিকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন নয়। বাংলাদেশে যদি উচ্চতর মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে অধিকাংশ নগরীর অধিকাংশ দালান ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ সেগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধক নীতিমালা মেনে তৈরি করা হয়নি। অধিকন্তু, একদল বিশেষজ্ঞের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঘন ঘন ভূমিকম্প উচ্চতর মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য সতর্ক বার্তা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্ত্মা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কারণ বাংলাদেশে অনেক ভৌগোলিক ত্রুটিপুর্ণ রেখা থাকলেও কোনোটিই বড় ধরনের হুমকির জন্য ততটা সক্রিয় নয়। যাহোক, আসন্ন বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষাকল্পে আমাদের সকলেরই ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

১২. আত্মকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থান সবচেয়ে উত্তম কর্মসংস্থান বলা হয়। এটাকে উত্তম কর্মসংস্থান বলার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এটা একজন মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল করে। এটা নিয়োগদাতার জন্য কাজ না বুঝিয়ে বরং নিজের জন্য কাজ খোঁজ করা বা নিজস্ব ব্যবসাকে বুঝায়। এটা একটা জাতির ললাটে পরিবর্তন আনতে পারে। এটা একজন মানুষকে পৃথিবীতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয়। আত্মকর্মসংস্থান বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে। স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বেকার লোকেরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা নিজেরাই ব্যাংক থেকে সহজশর্তে

ঋণ নিয়ে মাছ চাষ, হাঁসমুরগী পালন, ধান ভানা, তাঁতবোনা, গোমহিষাদি লালন এবং অন্যান্য হস্ত©শিল্পের দোকান খুলতে পারে। এভাবে তারা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। তাই আত্মকর্মসংস্থান সমস্ত© কর্মসংস্থান অপেক্ষা ভালো এবং দেশের উন্নয়নে ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে এটাকে উৎসাহিত করা উচিত।

১৩. মহিলাদের পরিবর্তিত ভূমিকা

মহিলারা পরিবার এবং সমাজে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে এবং তাদের এ ভূমিকা আস্তে© আস্তে© পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন তারা কেবলমাত্র মা এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা আর চার দেয়ালে বন্দী নেই। বরং তারা তাদের বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসছে এবং শিক্ষিত হচ্ছে। তারা তাদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। পুরুষের সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতা করে তারা এখন জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা নিজেদের যথার্থতা প্রমাণ করছে। তারা উপার্জন শুরু করেছে এবং পারিবারিক আয়ে অবদান রাখছে। একই সাথে তারা পারিবারিক বিষয়াদিতে প্রভাব বিস্ত©ার করছে। মহিলারা শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, ম্যাজিস্ট্রেট, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, সেবিকা, পোশাক কর্মী, বিমান চালক ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে জাতিকে সেবা দান করছে। নিঃসন্দেহে এটি জাতির জন্য একটি ভালো লক্ষণ। মহিলাদের এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি দেশের উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখবে।

১৪. মুঠোফোন/মুঠোফোনের ব্যবহার ও অপব্যবহার

মুঠোফোন আধুনিক বিজ্ঞানের চমৎকার আবিষ্কার। এটিকে এরকম বলার কারণ হচ্ছে একজন ব্যবহারকারী যখন বাহিরে যায় তা বহন করতে পারে। এটি ব্যক্তিগত যোগাযোগকে খুব সহজ ও দ্রুত করেছে। একজন তার প্রত্যাশিত ব্যক্তির সাথে অল্প সময়ের মধ্যে মুঠোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। এই যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক যোগাযোগও সহজতর হয়ে উঠেছে এবং জীবনের সকল ধাপ এর মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত। এটি শিক্ষার্থীদের জন্যও উপকারী। তারা তাদের পড়াশোনার সাজেশন তাদের বন্ধু ও শিক্ষকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। তাই মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি পৃথিবীকে ছোট করছে এবং সবাইকে কাছে নিয়ে আসছে। কিন্তু এটি দুর্ভাগ্যজনক যে এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অপরাধীরা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য এটি ব্যবহার করে থাকে। এটি স্বাস্থ্যের কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এর অদৃশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয়তা মানব মস্ত©িষ্কে টিউমার সৃষ্টি করে। বিশেষত গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের এটি আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। এত কিছু সত্ত্বেও মুঠোফোন আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

১৫. আদর্শ শিক্ষার্থী

একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হচ্ছে একজন সব্যসাচী যার, অনেক গুণ, দক্ষতা ও সামর্থ্য আছে। সে তার বিদ্যালয় ও দেশের একটি সম্পদ। সময়ানুবর্তিতা সবার জন্য একটি ভালো গুণ। একজন আদর্শ শিক্ষার্থী শ্রেণিতে উপস্থিত হওয়া ও প্রদত্ত কাজ জমা দেওয়ার ব্যাপারে সর্বদা নিয়মিত ও সময়ানুবর্তী। একজন ভালো শিক্ষার্থী খুব খেলাপড়া করে। সে শেখে ও অর্জন করে এবং তার শিক্ষা একটি সম্পদ। সে কিছুই আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে না যা আজ করা যায়। একজন আদর্শ শিক্ষার্থী সর্বদা সত্য কথা বলে। তাই দেখা যায় যে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী সর্বদা সামনে থাকে এবং সাফল্য সর্বদা তাকে আলিঙ্গন করে। এসব গুণ তাকে অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের সরলতা ও আন্ত©রিকতা প্রয়োজন। একজন আদর্শ শিক্ষার্থী আচার-আচরণে সহজ-সরল, কাজের প্রতি আন্ত©রিক এবং দেশের প্রতি নিবেদিত। সবার ভালোবাসা ও গুরুত্ব লাভের উদ্দেশ্যে তার আচরণের দিক থেকে ভদ্র হওয়া উচিত। সে সর্বদা তার মা-বাবা ও শিক্ষকদের অনুগত থাকে। সর্বোপরি, প্রত্যেকেই একজন আদর্শ শিক্ষার্থীকে ভালোবাসে।

১৬. আমার প্রিয় শিক্ষক

আমাদের ইংরেজি শিক্ষক মি: মনিরুল আহসান হিরো আমার প্রিয় শিক্ষক। তাঁর কিছু অসাধারণ প্রতিভার কারণে আমি তাঁকে খুব পছন্দ করি। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি অসাধারণ। তাঁর কথাবলার ভঙ্গিও খুব চিত্তাকর্ষক। তাঁর কথা শুনে আমি সম্মোহিত হয়ে যাই। তাঁর উচ্চারণ এতই পরিস্কার যে শিক্ষার্থীরা সহজেই তাঁর পড়া বুঝতে পারে। তাছাড়া, তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এমন যত্ন নেন যে প্রত্যেকেই তাঁকে ঘনিষ্ঠ/অন্ত©রঙ্গ হিসেবে গণ্য করে। অধিকন্তু তিনি কারো উপর রূঢ় আচরণ করেন না। বরং প্রত্যেকের সাথে নম্র ও সমভাবে আচরণ করেন। তিনি অত্যন্ত© সহযোগী। যদি একজন শিক্ষার্থী কোন শব্দ বুঝতে না পারে, তিনি পুনঃপুনঃ তাকে তা বুঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি অত্যন্ত© সময়নিষ্ঠাবান। এসব কারণে তিনি সকল শিক্ষার্থীর নিকট খুবই জনপ্রিয়। তিনি অত্যন্ত© সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। অন্যান্য শিক্ষকদের মাঝে এ সমস্ত© গুণাবলী আমি কদাচিৎ দেখতে পাই। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও তাঁর মত শিক্ষক হতে চাই। আমি আমার প্রিয় শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত© গর্বিত।

১৭. আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার জীবনের একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমারও নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। সে পরিকল্পনার দিকে আমি আমার জীবন পরিচালিত করছি। পরিকল্পনাটা হচ্ছে ডাক্তার হওয়া। আমার মাতাপিতা আমার পছন্দে সম্মতি দিয়েছেন। ডাক্তারী পেশা বাছাইয়ের কতকগুলো কারণ আছে। আমাদের দেশের গ্রামবাসীরা খুবই গরীব এবং অশিক্ষিত। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সম্বন্ধে তাদের আদৌ কোনো জ্ঞান নাই। তারা প্রায়ই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত© হয়। কিন্তু তাদের সেবা করার মত কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাই। কিছু সংখ্যক হাতুরে ডাক্তার আছে কিন্তু তারা তাদের যথাযথ সেবা দিতে পারে না। তারা আমাদের গরীব ও সরল গ্রামবাসীদের নিকট হতে কেবলমাত্র টাকা হাতিয়ে নেয়। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে অনেক লোক অকালে মৃত্যুবরণ করে। তাই এ পেশার মাধ্যমে আমি তাদের সেবা করার সিদ্ধান্ত© নিয়েছি। আমাদের গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং গরীবকে বিনা খরচায় ঔষধ বিতরণের আমার একটা সংকল্প আছে।

১৮. আমার দেখা একটি বইমেলা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমি একুশে বই মেলায় গিয়েছিলাম। মেলাটি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি দেশের সবচেয়ে বড় এবং জাঁকজমকপ–র্ণ মেলা। আমি আমার বন্ধুদের সাথে মেলায় গিয়েছিলাম। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর পরিবেশের রূপ নিয়েছিল। সেখানে অনেক বইয়ের স্টল সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দর্শনার্থীরা পিপঁড়ার সারির মত এক সারি থেকে অন্য সারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লোকজন তাদের প্রিয় ও পছন্দের বই খুঁজছিল। আমরা অনেক স্টলে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং কিছু বই কিনেছিলাম। যখন আমরা আমাদের দেখা প্রায় শেষ করলাম, তখন আমি একটি স্টলের সামনে চেয়ারে বসা অবস্থায় বিখ্যাত লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দেখতে পেলাম। তার পাশে বসা বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকেও লক্ষ করলাম। দুই বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন এবং আগ্রহী লোকজন তাদের অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য তাদের চারদিকে জমা হচ্ছিল। অবশেষে আমরা মেলায় ঘোরাঘুরি শেষ করলাম এবং অনেক অভিজ্ঞতা ও আমার মনের উপর মেলার একটি স্থায়ী অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

১৯. আমি যে পরিবারে বাস করি

আমি একটি একক পরিবারে বাস করি যা আমাকে সুখী করে এবং উপভোগ করার মত অনেক সুযোগ সুবিধার যোগান দেয়। আমিসহ আমাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচজন। আমার এক ভাই ও এক বোন আছে। আমার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেন না। তিনি বহু কষ্টে আমাদের সংসার চালান। কিন্তু আমার বাবা একজন সৎ লোক। আমার মা একজন নিবেদিত প্রাণ গৃহিণী। তাঁর বয়স প্রায় চলি-শ। তিনি যত্ন সহকারে আমাদের পরিবার পরিচালনা করেন। আমার বাবা মা আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন। তাঁরা ধার্মিক। আমি ঢাকা কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র। আমার বড় বোন ঢাকা মেডিক্যাল

holycrossrajshahi.com

কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রী। আমার ছোট ভাই নবম শ্রেণির ছাত্র। সে একজন মেধাবী ছাত্র। আমরা আমাদের পরিবারে সবাই এক সাথে শান্তিতে বাস করি। আমরা একসাথে বাস করি, স্বপ্ন দেখি এবং আশা পোষণ করি। আমরা আমাদের মাঝে এক অতি সুন্দর/মনোরম সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আমরা বন্ধুভাবাপন্ন এবং কথা বলে, খেলাধুলা করে ও হাসিঠাট্টায় আমাদের সময় কাটাই। এ ধরনের সুখী পরিবারে বাস করে আমি গর্বিত।

২০. আমি যে শহরে/নগরে বাস করি

আমি ঢাকায় বাস করি। অসংখ্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটি রাজধানীর মর্যাদা অর্জন করেছে। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। লালবাগ কেল-া, তারা মসজিদ, রেসকোর্স ময়দান, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, নবাববাড়ি এ শহরের/নগরের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। ঢাকার বাসিন্দা হিসেবে আমি প্রচুর সুযোগ সুবিধা উপভোগ করি। খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসম–হ, হাসপাতাল, বিপনীবিতানসম–হ, বিমানবন্দর প্রভৃতি নগরবাসীদেরকে খুব সেবাদান করে। এসকল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করার জন্য সারাদেশ থেকে লোকজন ঢাকা অভিমুখে ধাবিত হয়। বর্তমানে ঢাকা নানা সমস্যায় জর্জরিত। শহরটি অতি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ভাড়াটেরা ভালো বাসা পেতে সমস্যায় পড়ছে। যানজট নগরীর লোকদেরকে ভীত করে তোলে। মাঝে মাঝে মানুষের মনের শান্তি ভাসিয়ে নেয়ার জন্য সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পায়। শহর/নগর টি দিনের পর দিন বেশি দ–ষিত হচ্ছে। আমার শহরে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য মোটেই কোন খোলা মাঠ নেই। আমার জানা মতে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো শহর/নগর।

২১. একটি ঝড়ের রাত

গত বছর আমার একটি ঝড়ের রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এটা বাংলা বৈশাখ মাস ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমি আমার চাচার সাথে মাছ এবং অন্যান্য জিনিস কিনতে স্থানীয় একটি বাজারে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল খুব উষ্ণ। হঠাৎ বাতাসের গতি কমে গেল এবং আবহাওয়া ভূতুড়ে মনে হল। উত্তরের আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠতে শুরু করল এবং একটি বড় ধরনের মেঘ দক্ষিণ দিকে খুব দ্রুত যেতে শুরু করল। আমার চাচা দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। কিছু সময়ের মধ্যে ভারী বিজলী চমক এবং বজ্রপাত শুরু হল। সেই সময় সমস্ত এলাকা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হয়ে উঠল এবং কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘন ঘন বিজলীর আলোতে সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। আমার চোখের সামনে দেখলাম একটি বড় কাঠাল গাছ উপড়ে পড়েছে। এটি খুব তীক্ষ্ম আওয়াজ করেছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা বাড়ি পৌঁছলাম এবং আমাদের বসার ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঝড় দুঘণ্টা যাবৎ চলেছিল। কিছু সময়ের প্রকাণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের পর ঝড় থেমেছিল। অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু সে রাতের ঝড়ের স্মৃতি কখনো ভুলতে পারি না।

২২. একটি বনভোজন যা আমি উপভোগ করেছিলাম

গত শীতে আমি আমার কিছু সহপাঠীর সাথে গাজীপুরে ন্যাশনাল পার্কে একটি বনভোজনে গিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় পনেরো জন ছিলাম। আমরা আগেই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম। আমরা সবাই মাইক্রোবাসের মধ্যে গান গাচ্ছিলাম। অবশেষে আমরা সকাল ১০ টায় স্পটে পৌঁছালাম। পৌঁছে আমরা সকালের নাস্তা শেষ করলাম। আমরা সাথে কোনো বাবুর্চি নেইনি। আমাদের দুইজন সহপাঠী রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। একটি অস্থায়ী চুলা তৈরি করতে আমি একটি ছোট গর্ত খুঁড়েছিলাম। আমরা সবাই তাদেরকে সাহায্য করা শুরু করেছিলাম। প্রায় ১-৩০ মিনিটে খাবার প্রস্তুত হয়েছিল। প্রত্যেকে খুব ক্ষুধার্ত ছিল। তাই আমি প্রস্তুতকৃত খাবার পরিবেশন করা শুরু করলাম। পোলাও, রোস্ট, গরুর মাংশ, সালাত প্রভৃতি ছিল। আমরা ভোজ শেষ করলাম এবং প্রায় আধা ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিলাম। আমাদের একজন বন্ধু জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল। রিপন একজন পেটুকের ওপর একটি কৌতুক উপস্থাপন করেছিল। সুমন যে কিনা একজন ভালো গায়ক সে নজরুলের দুটি গান গেয়েছিল। চা খেয়ে আমরা পাঁচটায় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা বনভোজন খুব উপভোগ করেছিলাম এবং এটি সত্যিই আমার জন্য একটি স্মরণীয় দিন ছিল।

২৩. আমার শখ

শখ একটা মনোরম অবকাশ যাপন। বাগান করা আমার প্রিয় শখ যা আমাকে অবসর সময়ে অনেক আনন্দ দেয়। আমাদের বাড়ির সামনে আমার একটি ছোট বাগান আছে। আমি সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করি। আমি আমার বাগানে অনেক প্রকারের ফুলের চারা লাগিয়েছি। আমি সেখানে শাকসবজিও উৎপাদন করি। সকালে আমি চারাগুলোতে পানি দেই, মাটি আলগা করি এবং আমার বাগানের ঘাস তুলে ফেলি। প্রত্যেক অপরাহ্ন বা সন্ধ্যায় আমি আধা ঘণ্টা বাগানে কাটাই। আমি চারাগুলোর যত্ন নেই, বারবার তাদের পানি দেই এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বেড়া মেরামত করি। আমার বাগানে গোলাপ, বেলী, শিউলী, ডালিয়া প্রভৃতি ফুল ফোটে/জন্মে। ফুল ফুটলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। ছুটির দিনে আমি বাগানে অধিকতর সময় কাজ করি। মাঝে মাঝে আমার বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা আমার বাগান দেখতে আসে। তারা আমার বাগান দেখে খুব খুশি হয় এবং আমার কাজের খুব প্রশংসা করে। বাগান করা আমাকে বিনোদন ও আনন্দ দেয়। এটা আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। এটা আমার ছক বাঁধা কাজ থেকে আমাকে প্রশান্তি দেয়। এভাবে আমি আমার শখ হতে আনন্দ পাই যা সবচেয়ে ম–ল্যবান জিনিস।

২৪. আমার উপভোগ করা একটি ট্রেন ভ্রমণ

যে কোনো ধরনের ভ্রমণ আমার নিকট আনন্দের বিষয়। ট্রেন ভ্রমণ আরো বেশি। গত শারদীয় ছুটিতে চট্টগ্রামে কর্মরত আমার ভাই/দাদা আমাকে তাঁর সাথে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য বলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হই এবং এক সুন্দর সকালে আমি সকাল ৮ টায় মহানগর প্রভাতীযোগে ঢাকা হতে চট্টগ্রাম রওনা হই। আমার দুই বন্ধু আমাকে সঙ্গ দেয়। যাহোক, আমরা প্রথম শ্রেণির তিনটা টিকেট ক্রয় করে ট্রেনে আরোহণ করি। সে সময় স্টেশনটি অতি জনাকীর্ণ ছিল। ট্রেন ছাড়ার আগে আমরা পত্রিকা, সাময়িকী, সামান্য জলখাবার ও পানীয় জল কিনলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়লো এবং আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ট্রেন নগর পেছনে ফেলে সবুজ গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল। ধান ও পাট ক্ষেতগুলো, ছোট ছোট গ্রাম এবং নদীগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হতে লাগল। আমরা সর্বানন্তকরণে রেল লাইনের উভয় পাশের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করলাম। যাহোক, দীর্ঘ আট ঘণ্টা পর আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছলাম এবং আমার দাদাকে স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম। এভাবে এ ট্রেন ভ্রমণ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করলাম।

২৫. কলেজে আমার প্রথম দিন

কলেজে আমার প্রথম দিন আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। স্কুলের দিনগুলো হতেই আমি কলেজ জীবন সম্বন্ধে অনেক শুনেছি এবং এটা উপভোগ করার বাসনা লালন করেছি। অবশেষে ২০১৬ সালে সে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দিনটি এলো যখন আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। প্রথম দিন আমি আনন্দ ও উত্তেজনার অনুভূতি নিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কলেজ গেইটে পৌঁছামাত্র সুন্দর ক্যাম্পাস ও জড়ো হওয়া হাজার হাজার অচেনা ছাত্রের ঠাট্টা ও হাসি মুখরিত বিস্তীর্ণ এলাকা দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। অবশেষে আমি আমার এক স্কুল বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলাম ও স্বস্তি অনুভব করলাম। সে আমাকে নোটিশ বোর্ডে নিয়ে গেল এবং আমি আমার ক্লাস রুটিন ও কক্ষ নম্বর লিখে নিলাম। তারপর আমি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম এবং আগ্রহ সহকারে প্রথম ক্লাস শুরুর জন্য অপেক্ষা করলাম। আমি রুটিনের সবগুলো ক্লাসেই যোগদান করলাম। বিরতির সময় আমি মিলনায়তন ও কলেজ গ্রন্থাগারে গেলাম এবং তথ্যানুসন্ধানের অনুভূতি অনুভব করলাম। ক্লাস শেষে আমি তৃপ্ত অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল নতুন নতুন জিনিস দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের দিন।

২৬. আমার প্রিয় খেলা

সমস্ত ক্রীড়া ও খেলাধুলার মধ্যে ফুটবলই আমার সবচেয়ে প্রিয়। এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা কারণ এটা রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনায় ভরপুর। আন্তর্জাতিক খেলার কারণে এটা সারা বিশ্বে খেলা হয়। ফলে এটা বিশ্বের সবচেয়ে চমৎকার/ মজার এবং বিনোদনমূলক খেলার অন্যতম। আমি এ খেলাটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করার কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, এটা আমাকে নির্মল আনন্দ ও উত্তেজনা দেয়। দ্বিতীয়ত, এটা আমাকে সুস্থ শরীর ও সতেজ মন উপভোগে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, এটা জীবনে কৃতকার্যতা অর্জনে শৃগুখলা ও সহযোগিতার গুরত্ব সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ এবং চর্চা করার এক বিরাট সুযোগ দেয়। তারপর, এটা কীভাবে খেলার নিয়ম কানুন মানতে হয় তা আমাকে শিক্ষা দেয়। যেহেতু এটা ব্যায়ামের একটা ভালো ধরন তাই এটা আমার শরীরকে শক্তিশালী ও পরিশ্রমী করে তোলে। অধিকন্তু, এটা আমাকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও দলীয় স্পৃহার শিক্ষা দেয়। যেহেতু এটা বিনোদনমূলক তাই এটা খেলে আমি নির্মল বিনোদন পাই। আমি টিভিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ দেখি এবং যে খেলা খেলোয়াড় ও দর্শকদেরকে সমানভাবে শিহরিত করে তা উপভোগ করি। উপরোক্ত সব কারণে আমি ফুটবল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি।

২৭. আমাদের কলেজ পাঠাগার

আমাদের কলেজে একটি খুবই সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকায় আমরা খুবই গর্বিত। আমাদের কলেজ পাঠাগার আমাদের জন্য এক বিরাট আকর্ষণ। পাঠাগারকে জ্ঞানভান্ডার বলা হয়ে থাকে যা একজন লোককে তার অজানাকে জানার ইচ্ছা/আগ্রহ মেটানোয় সাহায্য করে। আমাদের কলেজ পাঠাগারেও বিভিন্ন বিষয়ের যেমন উপন্যাস, কল্পকাহিনী, গল্পের বই, কবিতার বই, নাটক, জীবনকাহিনী এবং ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বইয়ের এক বিশাল সম্ভার আছে। আমাদের সুসজ্জিত পাঠাগারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজ্জিত সাময়িক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও পেরিওডিক্যালসও আছে। এখানে ধর্মীয় ও খেলাধুলার বইও পাওয়া যায়। আমাদের একাডেমিক দালানের ২য় তলায় আমাদের কলেজ পাঠাগারটি অবস্থিত। ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য পাঠাগারের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সুসজ্জিত পড়ার ঘর আছে। পড়ার ঘরটিতে পিনপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। একজন দক্ষ ও সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক/ লাইব্রেরীয়ান পাঠাগারের কার্যাবলী পরিচালনা করেন। তাকে সাহায্য করার জন্য তিনজন অত্যন্ত দক্ষ পিয়ন আছে। যারা পাঠকদের বই খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আমাদের পাঠাগারে শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ বিরাজমান। লাইব্রেরী কার্ডের মাধ্যমে বই ইস্যু করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কলেজ পাঠাগার আমাদের কলেজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২৮. আমার চিড়িয়াখানা ভ্রমণ

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত মিরপুর চিড়িয়াখানার দর্শকদের জন্য অনেক আকর্ষণ রয়েছে। কয়েকদিন আগে আমি আমার বন্ধুদের সাথে চিড়িয়াখানাটি দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা সকালে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলাম এবং সেখানে পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটালাম। চিড়িয়াখানাটির আয়তন প্রায় ৩১৩ একর এবং এখানে প্রায় ২৫০০ প্রজাতির পশুপাখি আছে। ভ্রমণের সময় আমরা অনেক পাখি ও জন্তু দেখেছি। পাখিগুলো বিভিন্ন আকার ও ধরনের ছিল এবং তারা খাঁচার মধ্যে সুমধুর স্বরে কিচিরমিচির করছিল। ময়ূর, বুলবুল, ময়না, দোয়েল দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। তারপর আমরা জীবজন্তু দেখতে শুরু করলাম। বাঘ, সিংহ, জিরাফ, হাতি, বানর প্রভৃতি ছিল উলে-খযোগ্য। সকালে তারা সকলেই সতেজ ছিল। আমরা তাদের নিকট গেলে তারা সামনে এগিয়ে এল এবং আমরা কাছ থেকে তাদেরকে দেখলাম। আমি আমার ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি, যদিও অনেক সময় মনে হয়েছিল যে এ সমস্ত পাখি ও জন্তু খাঁচার মধ্যে সুখী নয়। সেখানে পাঁচ ঘণ্টা কাটানোর পর আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরলাম। এটা ছিল একটা স্মরণীয় ভ্রমণ।

২৯. নারীশিক্ষার গুরুত্ব

নারী শিক্ষা একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (অর্ধেক) হচ্ছে নারী। এ বিরাট/বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোনো দেশের উন্নতি আশা করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ নারী শিক্ষা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। নারী শিক্ষার হার প্রায় ২০ শতাংশ। নারী শিক্ষার এ হার ভীতিকর। বিভিন্ন কারণে নারীদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের একজন সচেতন নাগরিক, পরিবার ও সমাজের সক্রীয় সদস্য, একজন ভাল মা বা স্ত্রী হতে হলে এবং আত্মনির্ভরশীল অধিকতর ভাল জীবন যাপন করতে চাইলে একজন নারীকে সঠিকভাবে শিক্ষিত হতে হবে। তাছাড়া অশিক্ষিত নরীদের তুলনায় শিক্ষিত নারীদের উচ্চতর আয়ের ক্ষমতা থাকে। একজন শিক্ষিত নারী তার কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। অধিকন্তু প্রত্যেক নারী একজন প্রতিশ্রুতিশীল মা। একজন শিশুর শিক্ষা তার মার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করে। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে সঠিকভাবে লালনপালন করতে পারে। উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে আমাদের দেশের উন্নয়নে নারী শিক্ষা অতীব প্রয়োজন এবং আমাদের দেশের উন্নয়নে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

৩০. ফেসবুক

'ফেসবুক' একটি অতি পরিচিত সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইট যার সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই আছে। দূরে বসবাসরত তোমার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সংযোগ রাখার এটা এক বিরাট উপায়। তাৎক্ষনিক ক্ষুদে বার্তা আদান প্রদান এবং এমনকি ভিডিও আলাপচারিতার মাধ্যমে ফেসবুক যোগাযোগ রক্ষার এক নিখুঁত পরিবেশ। নতুন নতুন স্ট্যাটাস, ছবি এবং ব্যক্তিগত তথ্যের মাধ্যমে এটা আমাদের সকল নিকট জনের ঘটনাদি সম্পর্কে অবহিত রাখে। ফেসবুক ব্যবহার করে একজন সহজে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে। ফেসবুকের কিছু অসুবিধাও আছে। সাইবার বুলীদের বেঁচে/ টিকে থাকা খুব সহজ। তারা একজন লোককে নাকাল করতে এবং তার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। জনগণ একে অন্যকে কী বলে তা মনিটর/ পরীক্ষা করার মত সমন্বয়কারী তারা নয়। তাছাড়া, যে সমস্ত কিশোর ফেসবুকে প্রচুর সময় ব্যয় করে তারা পরিণামে কষ্ট ভোগ করে যেহেতু তারা তাদের মূল্যবান সময় লেখাপড়ায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা যে কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফেসবুকের অনেক সুবিধা আছে।

৩১. আমার দেশ/বাংলাদেশ

আমার দেশ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এটি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটি একটি নাতিশীতোষ্ণ দেশ- অধিক গরম বা অধিক ঠান্ডা নয়। এর ছয়টি ঋতু আছে যেসব ঋতুর প্রতিটি দুই বাংলা মাস ব্যাপী। দেশটির মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন বা ১৬ কোটির অধিক। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮০০ জন লোক বাস করে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গণবসতিপূর্ণ দেশ। অসংখ্য নদী ও শাখানদী সমন্বয়ে এটি একটি সমতল ও উর্বর দেশ। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নদী। এর অধিকাংশ লোক কৃষক। ধান, পাট, চা, গম, আঁখ প্রভৃতি আমাদের প্রধান শস্য। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এ দেশের প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশে ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত তিনটি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' রয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, রাঙামাটি, জাফলং, সুন্দরবন বাংলাদেশের কিছু বিখ্যাত পর্যটন স্থান। এটি দেশ বিদেশের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

৩২. ইন্টারনেট/ইন্টারনেটের ব্যবহার ও অপব্যবহার

যোগাযোগের সর্বশেষ ও বিচিত্রতম মাধ্যম ইন্টারনেট হচ্ছে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যা বিশ্বজুড়ে বিরাট বিপ-ব সৃষ্টি করেছে। এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগের সবচেয়ে সস্তা

holycrossrajshahi.com

ও দ্রুততম মাধ্যম। ইন্টারনেটের জাদুকরী স্পর্শে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বায়িত হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মত দশ, শত শত এমনকি হাজার হাজার কম্পিউটারে ইন্টারনেটের বিস্তৃতি ঘটেছে। ইন্টারনেট সরকারি কাজকর্ম, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকরা প্রতিটি শিক্ষা উপকরণ ও কোর্স প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠান। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছবি, উপাত্ত ও অন্য অনেক কিছুও পাঠানো যায়। যা হোক, ইন্টারনেটের কিছু খারাপ দিক রয়েছে। শিক্ষার্থীরা গেম, ফেসবুক ও ইউটিউবের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয় যা তাদের লেখাপড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হ্যাকাররা অন্যদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে ঢুকে পড়ে এবং অনৈতিক কাজ করে। যদি কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চায়, তাকে জানতে হবে কীভাবে তা চালনা করতে হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ব্যাংকিং পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার নেই।

৩৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা শহিদ দিবস নামে সুপরিচিত, আমাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের বীর সন্তানেরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইউনেস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা জাতীয়ভাবে উদযাপিত একটি দিনকে আন্তর্জাতিক উৎসবে রূপান্তরিত করেছে। এখন সারা বিশ্ব ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করে। প্রতি বছর এই দিনে সর্বস্তরের জনগণ শহিদ মিনারে আসে এবং সম্মান প্রদর্শন করে। তারা তাদের কাপড়ের উপর কালো ব্যাজ পরিধান করে। হাজার হাজার লোক খালি পায়ে হাঁটে এবং শহিদ মিনারের সামনে ফুল এবং মালা নিয়ে একত্রিত হয়। দিনটি উদযাপনের জন্য সরকার, বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই দিনে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সাময়িকী প্রকাশ করে। এটি আমাদের রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন। স্কুল, কলেজ এবং অফিস এই দিন বন্ধ থাকে। আমাদের জাতীয় পতাকা এই দিন অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে, দিনটি সমগ্র জাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য বিরাট তাৎপর্য বহন করে।

৩৪. আমার শৈশব স্মৃতি

আমার শৈশব স্মৃতিগুলো ঘটনাবহুল এবং চমৎকার। কাজলিয়া নদীর তীরে হুলারহাট নামক গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামটি অতীব মনোরম সৌন্দর্যের জায়গা। গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে আমি আমার শৈশবকাল কাটিয়েছিলাম। খেলাধুলা করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, গাছ থেকে ফল পেড়ে এবং আরো অনেক কিছু করে আমরা আমাদের সময় কাটাতাম। স্কুলে আমার প্রথম দিন আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাগুলোর অন্যতম। একদিন আমার বাবা আমার জন্য একটা নতুন পোষাক কিনে আনলেন এবং আমাকে স্কুলে নিয়ে গেলেন। আমি সহজেই আমার স্নেহপরায়ন শিক্ষক ও প্রিয় বন্ধুদের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলাম। শৈশবকালের একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এখনও আমার মনে পড়ে। যারা বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় তাদের অনুসরণ করে একবার আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি সেই দলকে গ্রামের পর গ্রাম অনুসরণ করেছিলাম। যখন সন্ধ্যা হল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসেছি। জায়গাটি আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। ভাগ্যক্রমে আমার এক চাচা আমাকে কাঁদতে দেখে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। এখন আমি শহরে বাস করি এবং একটি কলেজে পড়ি। যখনই আমি আমার শৈশব স্মৃতিগুলো স্মরণ করি, ঐ দিনগুলো কত সুন্দর ও মনোরম ছিল আমি তা অনুভব করি।

৩৫. আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি

ইংরেজি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা। ইংরেজি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার জনগণের ভাষা। তারা ইংরেজির আদি ভাষাভাষি লোক। এটাই একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা যা সারা বিশ্বব্যাপী বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন লোক প্রথম ভাষা হিসেবে ইংরেজিতে কথা বলে এবং আরো ৩০০ মিলিয়ন লোক এটাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। এটি ৬০ টিরও অধিক দেশ এবং অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার দাপ্তরিক বা আধা দাপ্তরিক ভাষা। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দপ্তরে/ অফিসে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য ইংরেজি ছাড়া চলতে পারে না। অধিকন্তু, তথ্য প্রযুক্তি (IT) বিপ-বের এ পর্যায়ে কম্পিউটারে সব তথ্য জানার জন্য ইংরেজি অত্যাবশ্যক। তাই, যদি আমরা ইংরেজিকে হাতের নাগালে পেতে ব্যর্থ হই তাহলে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাম–লক জগতে আমাদেরকে অবশ্যই অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে। ভালো চাকরি পাওয়া, বিদেশে যাওয়া, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও চিকিৎসার উপর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য আমাদের ইংরেজি প্রয়োজন। তাই ইংরেজির প্রভাব সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইংরেজি না শিখলে আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না।

৩৬. অবসর/অবসর সময়

জনগণ/ লোকজন সচরাচর তাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন কাজ করে সময় কাটায়। এটা একজন মানুষের প্রধান পেশা নয় কিন্তু এটাকে আলস্যে সময় নষ্ট করা বুঝায় না। শহর বা গ্রামের বাসিন্দারা বিভিন্নভাবে তাদের সময় অতিবাহিত করে/ কাটায়। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষেরা চায়ের দোকানে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সময় কাটায়। মহিলারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে। কিন্তু নগর/শহরে জনগণ সচরাচর টিভি দেখে। তারা চিড়িয়াখানা, উদ্যান এবং অন্যান্য উলে-খযোগ্য স্থানগুলো পরিদর্শন করে। মাঝে মাঝে জনগণ খেলাধুলা করে তাদের অবসর সময় কাটায়। নৌকা বাইচ, সাঁতার কাটা এবং বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা যেমন ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি উপভোগ করা খুবই পরিচিত। আবার, কম্পিউটার ব্যবহার, গান শোনা, কনসার্টে ও আলোচনা সভায় যোগদান, বাগান করা অতিপরিচিত অবসর যাপন। মোটের উপর শহরও গ্রাম উভয় অঞ্চলের লোকজনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। তারা মনকে সতেজ রাখার জন্য প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। এভাবে জনগণ তাদের পছন্দ মাফিক বিভিন্ন কাজের দ্বারা অবসর সময় কাটায়।

৩৭. বাংলাদেশি সংস্কৃতি

বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন, সমৃদ্ধশালী ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আমাদের নিজস্ব ভাষা, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, কথা বলার ধরন, আচরণের রীতি, খেলাধুলা, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা, ধর্ম, পেশা, সংগীত, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি আছে। আমাদের গ্রামীণ এবং সরল ও মনোহর জীবনের ছবি ভিত্তিক সংগীত আছে। আমাদের পল্লীগান/ গীতি এবং স্থানীয় যাত্রাপালা আছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক নিয়ম ভিত্তিক আমাদের বৈবাহিক ব্যবস্থা আছে। পহেলা বৈশাখ আমরা বাংলা নববর্ষ হিসেবে পালন/ উদযাপন করি। আমরা আমাদের প্রধান খাবার হিসেবে ভাত ও মাছ খাই। পুরুষেরা লুঙ্গি এবং শার্ট এবং মহিলারা শাড়ি ও ব-াউজ জাতীয় পোষাক পরিধান করে। আমরা আমাদের নিজস্ব খেলা যেমন হাডুডু, গোল-াছুট, দারিয়াবান্ধা, বউচি, কানামাছি ইত্যাদি খেলা খেলি। যাহোক, যদিও আমাদের একটি উন্নত নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, এটা এখন অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর সংস্কৃতির সংগে মিশে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্যাভ্যাস এবং পোষাকের ব্যাপারে জনগণ অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশি সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

৩৮. খেলাধুলা

খেলাধুলা আমাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলা সর্বোৎকৃষ্ট শরীরচর্চা। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বাস্কেটবল, সাঁতার, শুটিং প্রভৃতি কিছু সাধারণ খেলাধুলা। এ খেলাগুলো দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও

holycrossrajshahi.com

মাংশপেশিকে শক্ত ও মজবুত করে। এটা মানুষকে চিন্ত্রামুক্ত থাকতেও সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। এটি মানুষের নমনীয় বা কঠোর ব্যক্তিত্বের প–র্বানুমান করে। এটি অধ্যবসায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, শৃগুখলা, নৈতিক দৃঢ়তা ও আনুগত্যের মত গুণাবলী অর্জনে নেতৃত্ব দেয়। এটি আন্ত্রর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় এবং একটি দেশকে অন্য দেশগুলোর সাথে পরিচিত করে তোলে। একজন খেলোয়াড় প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। এটি সুনাম ও খ্যাতি বয়ে আনে। যখন একজন পুরুষ বা মহিলা ক্রিড়াবিদ খেলাধুলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিদেশে যায়, সেখানে সে তার নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আমরা বলতে পারি যে, খেলাধুলা আমাদের শরীর, ব্যক্তিগত গুণাবলী গঠন এবং অর্থ উপার্জন ও খ্যাতি অর্জনে এক গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩৯. বৈশাখী মেলা

বৈশাখী মেলা সম্ভবত বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সর্ববৃহৎ এবং ব্যাপক বিস্তৃত অনুষ্ঠান। এটা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয়। রমনা বটম–লকে কেন্দ্র করেই নববর্ষ উদযাপন নগরীতে এবং আস্তে আস্তে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈশাখী মেলা সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে বা নদী বা খালের পাড়ে বা কোনো বড় ও পুরাতন বটগাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো মেলা এক দিন এবং কোনো মেলা কয়েকদিন কিংবা এক মাস ব্যাপী চলে। বিভিন্ন ধর্মের অনেক লোক বৈশাখী মেলায় জড় হয়। মেলায় শৌখিন জিনিসপত্র, খেলনা, বেলুন, বাঁশি, মিস্টিদ্রব্য এবং কাঠের জিনিস পাওয়া যায়। সার্কাস দল এবং পুতুল নাচ মেলার সাধারণ বিষয়। অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের বিষয় এই যে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে সত্যিকারভাবে আমরা আমাদের পরিচিতি উদযাপন করি।

৪০. পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান

আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্কের উপর বাস্তুসংস্থান/বাস্তব্যবিদ্যা নির্ভর করে। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, বায়ু, পানি এবং মাটি পরিবেশ তৈরি করে। আবার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ঝড়, ঘ–র্ণিঝড় এবং ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক শক্তি পরস্পর জড়িত। যে পদ্ধতিতে মানবজাতি, জীবজন্তু ও গাছপালা একে অপরের সাথে এবং চারপাশের বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে বাস্তুসংস্থান/বাস্তব্য বিদ্যা বলে। এটি একটি জটিল জাল যা জীবজন্তু, গাছপালা এবং অন্যান্য জীবকে জীবমন্ডলে সম্পর্কযুক্ত করছে। যদি কোনোভাবে এ সম্পর্কের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে সমগ্র পরিবেশে এক ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ, বনাঞ্চল ধ্বংস খরা/অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটাতে পারে। আবার, কার্বন ডাই অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই পরিবেশকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে অধিক সংখ্যক গাছপালা লাগাতে হবে কারণ বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষার্থে গাছপালা অত্যন্ত গুরুত্বপ–র্ণ। আমাদেরকে অবশ্যই বন্য জীবজন্তু রক্ষা করতে হবে কারণ তারা আমাদের পরিবেশের সরাসরি প্রতিনিধি। পরিশেষে, এটি বলা যেতে পারে যে, যেহেতু আমাদের পরিবেশের উপাদানগুলো পরস্পর সম্পর্কিত, সেহেতু বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বজায় রাখতে আমাদেরকে অবশ্যই পরিবেশকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

৪১. গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক এক ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক যা দারিদ্র্য বিমোচনে গরীব ও নিপীড়িত জনগণকে ঋণ দিয়ে থাকে। ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসই সেই লোক যিনি এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। ব্যাংকটি সহজশর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ দিয়ে থাকে যা গরীব ভূমিহীন লোকদেরকে তাদের অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করে। তারা কৃষি, হাঁস মুরগীর খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের আগ্রহী দরিদ্র জনগনকে ঋন গ্রহনের প–র্বে পাঁচ সদস্য বিশিস্ট ৫-৬টি কর্মী দল গঠন করতে হবে। প্রতিটি দলে একজন নেতা থাকতে হবে। সেখানে তাদের একটা কেন্দ্র থাকতে হবে যেখানে ব্যাংক ঋন দান ও ঋন পরিশোধ গ্রহণের কাজ করে। এভাবে, গ্রামীণ ব্যাংক শুরু থেকেই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে গ্রামাঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

৪২. বাংলাদেশে শিশুশ্রম

যদিও শিশুশ্রম আইন দ্বারা মারাত্মকভাবে/ভীষণভাবে নিষিদ্ধ, বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এটা এখনো বর্তমান। ৮ হতে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শারীরিক/কায়িক শ্রমকে শিশুশ্রম বলা হয়। এ সমস্ত শিশু শ্রমিকদের অবস্থা বড়ই করুণ। এদেরকে কারখানায় কর্মরত বা চাকর হিসেবে গৃহস্থালীর কাজ করতে দেখা যায়। এরা মাঠে, দোকানে, রেস্তোরাতেও নিয়োজিত থাকে। এদেরকে ইট ও পাথর ভাঙতে হয়। তারা রাস্তার ফেরিওয়ালার কাজও করে। এদের অধিকাংশ প্রায়ই পকেটমার হয়। তারা বাস কন্ডাক্টার, হেলপার, জুতা পালিশ এর মত কাজও করে। ঝালাই কারখানার কাজের মত কোনো কোনো কাজ তাদের জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকিপ–র্ণ হয়ে পড়ে। যদিও এদেরকে অনেক কাজ করতে হয়, অধিকাংশ সময়েই এরা কম মজুরী পেয়ে থাকে। বিভিন্ন গৃহে কর্মরত শিশুরা মাঝে মাঝে মারাত্মকভাবে নিগৃহীত হয় যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা সঠিক যত্ন, খাদ্য, চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা উচিত এবং সরকার ও জনগণকে বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

৪৩. যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে এক লজ্জাজনক সংস্কৃতি। বিয়ের শর্ত হিসেবে কনে যখন স্বামী/বরের জন্য অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ে আসে তাকে যৌতুক বলে। এই বদ অভ্যাসের পেছনে অনেক কারণ আছে। বস্তুতপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট হতে এ প্রথা এসেছে যেহেতু মেয়েরা বাবা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। লোভী মানসিকতা সম্পন্ন এক সম্প্রদায়ের লোক আছে। তারা মনে করে, কনের অভিভাবকদের নিকট যৌতুক দাবী করা তাদের অধিকার যেহেতু বরকে শিক্ষিত করতে তাদের যথেস্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। আধুনিকায়ন এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যৌতুকের প্রচলন সুদ–র প্রসারী হচ্ছে। এ প্রথা সমাজকে ক্ষতি করে। অধিকতর গরীব বাবা মায়েদের জন্য এটা অসহনীয় বোঝা। বরের পরিবার কর্তৃক দাবীকৃত যৌতুকের অর্থ কনের পরিবার পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কনে শ্বশুর শাশুড়ী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নিগৃহীত হয়। মহিলারাও পুরুষদের মতই মানুষ। দ্রব্যাদির মত আমরা তাদেরকে কেনাবেচা করতে পারি না। সুতরাং আমাদের সরকারের উচিত এহেন লজ্জাজনক সংস্কৃতি বন্ধে আইন প্রণয়ন করা।

৪৪. সংবাদপত্র

সংবাদপত্র আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময় যা দেশ বিদেশের সংবাদ এবং মতামত আমাদের কাছে বহন করে আনে। সংবাদপত্র প্রকাশে চীন প্রথম দেশ। ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান গেজেট' এ উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। 'সমাচার দর্পন' হল প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারীরা এটা প্রকাশ করেন। সংবাদপত্র নানা প্রকারের যেমন দৈনিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এমনকি ত্রৈমাত্রিক। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সারা বিশ্বের দৈনন্দিন ঘটনার সংবাদ ও মতামত থাকে। আরো কিছু পত্রিকা আছে যা সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন নামে পরিচিত। এতে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন রচনা থাকে। আমাদের দেশে অনেক ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র আছে। এগুলো হলো প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ইনকিলাব, ডেইলী স্টার, বাংলাদেশ টাইমস ইত্যাদি। সংবাদপত্রে মানব সমাজের প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল ঘটনা থাকে। এটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে এসেছে।

৪৫. সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব

সংবাদপত্র পাঠ একটি ভালো অভ্যাস যা আমাদেরকে দেশ-বিদেশের অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস জানতে সাহায্য করে। জনগণ আনন্দ ও তথ্যের জন্য তা পাঠ করে। একজন রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক অবস্থা

holycrossrajshahi.com

সম্বন্ধে জানতে পারে। একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন ব্যবসায়ী অর্থনীতি ও ব্যবসা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। ক্রীড়া ও খেলাধুলায় আগ্রহী লোকেরা ক্রীড়া জগৎ সম্বন্ধে জানতে পারে। ছাত্রগণও সংবাদপত্রের পাতা থেকে অনেক কিছু জানতে পারে যা তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা সম্প–র্ণ করে। চলচ্চিত্রানুরাগীরা সিনেমার পাতা পড়ে চিত্ত বিনোদনের রোমাঞ্চ উপভোগ করে। বিজ্ঞাপনের কলাম হতে চাকুরিপ্রার্থী এবং ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত ও বিশদ তথ্য পায়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে আমরা হালনাগাদ হতে পারি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ–র্ণ পরিবর্তনশীল বিশ্ব মোকাবেলায় এটা আমাদের প্রয়োজন। যা হোক, সংবাদপত্র মাঝে মাঝে জনগণকে বিভ্রান্ত২ করে। কোনো কোনো সংবাদপত্র রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংবাদ পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে ক্ষমতাসীন দলের নিকট সুবিধা অর্জনের জন্য সংবাদ পরিবেশন করে। এ কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অনেক অনাকাগ্গিখত ঘটনা ঘটে। তাই আমরা বলতে পারি যে কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের অনেক সুবিধাও আছে।

৪৬. শৃগুখলা

শৃগুখলা বলতে জীবনের যেকোনো মুহ–র্তে অথবা পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলাকে বুঝায়। এটি জীবনের সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ শর্ত। মানুষ সামাজিক জীব। সে একা বাস করতে পারে না। তাকে সমাজে ও রাষ্ট্রে বাস করতে হয়। কেউ তার খেয়াল খুশি মত কিছু করতে পারে না। তাকে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এইসব নিয়ম-কানুন মেনে চলাই শৃগুখলা নামে পরিচিত। জীবনের সফলতার ম–লে রয়েছে শৃগুখলা। এটি মানুষকে সুখ এবং শান্ি২তে বাস করতে সাহায্য করে। এটি সকল নৈতিক উৎকর্ষতার ভিত্তি স্থাপন করে। শৃগুখলাবোধ ছাড়া জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে না। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় অথবা আন্ত২র্জাতিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে শৃগুখলার প্রয়োজন। কীভাবে নিয়মতান্ি¿ক উপায়ে চিন্ত২া করতে হয়, তা মানসিকভাবে শৃগুখলাবদ্ধ একজন ব্যক্তি শিখতে পারে। নীতিগতভাবে শৃগুখলাবদ্ধ একজন ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে না যা তার সমাজ কিংবা তার ধর্ম বা তার নৈতিক আদর্শ দ্বারা অননুমোদিত হয়। এটি আমাদের জীবনের কার্যক্রমে কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি প্রদান করে এবং পরিশেষে আমাদেরকে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। শৃগুখলাবোধ ছাড়া কেউ উন্নতি করতে পারে না এবং কোনো জাতিই সমৃদ্ধশালী হতে পারে না।

৪৭. শীতের সকাল

শীতের সকাল উপভোগ্য ও কষ্টদায়ক উভয়ই। এটি প্রাকৃতিকভাবে খুব ঠান্ডা একটি সকাল। চারিদিকে ঘন কুয়াশা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে কুয়াশা এতো ঘন হয় যে স–র্যের আলো ভালোভাবে দেখা যায় না। এমনকি সামান্য দ–রের কোনোকিছুও দেখা যায় না। রাতে শিশির পড়ে। সকালে যখন স–র্য উঁকি দেয় তখন শিশির বিন্দুগুলোকে ঘাস এবং পাতার উপর চকচক করা স্বর্ণের মতো দেখায়। এটি ধনীদের জন্য আনন্দদায়ক কিন্তু দরিদ্রদের জন্য অভিশাপস্বরূপ। গ্রামের দরিদ্র লোকজন এবং শহরের বস্ি২বাসীরা গরম কাপড়ের অভাবে খুবই যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃষকদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে মাঠে যেতে হয়। নিম্নশ্রেণির শ্রমিকদের সকালে তাদের কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। গ্রামে শিশুরা এবং বৃদ্ধ লোকরা খড় একত্র করে নিজেদেরকে উষ্ণ করার জন্য আগুন জ্বালায়। বৃদ্ধ লোকেরা রোদ পোহায় কিংবা অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে নিজেদের উষ্ণ করে। গ্রামের বাজারে কিছু লোক 'খেজুরের রস' বিক্রি করতে আসে। শহরের দৃশ্য গ্রামের দৃশ্যপট থেকে সম্প–র্ণই আলাদা। শহরের লোকেরা কিছুটা দেরিতে বিছানা থেকে উঠে। তারাও শীতের সকাল উপভোগ করে। এভাবে শীতের সকাল লোকজনের নিকট শুধুমাত্র আনন্দদায়কই নয় কষ্টদায়কও বটে।

৪৮. বৃষ্টির দিন

বৃষ্টির দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যেদিন অনবরত প্রবলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। দিনটি নীরস ও বিষণ্ণকারী। সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। মাঝে মাঝে ভারী বর্ষণ হয়, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতের গর্জন, বিজলীর ঝলকানি ও ঝড়ো হাওয়াও যুক্ত হয়। ছাতা ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারে না। নদী, পুকুর, খাল পানিতে ভরে যায়। অনেক লোক জুতা হাতে নিয়ে এবং কাপড় ভাঁজ করে রাস্ত২া দিয়ে হেঁটে যায়। বৃষ্টির দিন গরিব লোকদের জন্য দুরবস্থার। দিনমজুরেরা কাজে যেতে পারে না। তাই তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না, ফলে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হয়। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ছুটির দিন হিসেবে দিনটিকে উপভোগ করে। ধনী লোকেরা যাদের কোনো গুরুত্বপ–র্ণ কাজ থাকে না তারা বাড়িতে থেকে দিনটি উপভোগ করে। তারা ব্যয়বহুল খাবার যেমন ভুনা খিচুড়ি, পোলাও ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিতৃপ্ত করে। বৃষ্টি ময়লা আবর্জনা ধুয়ে নিয়ে যায় এবং মাটি নরম করে। কৃষকেরা বীজ বপনের জন্য মাঠ প্রস্তুত করতে পারে। তাই, যদিও বৃষ্টির দিনের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে, এর ইতিবাচক দিকও আছে।

৪৯. সদাচরণ

সদাচরণ হচ্ছে একজনের অন্ত২র্নিহিত সদগুণের এবং শিক্ষার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। এটি অন্যের প্রতি ইতিবাচক আচরণের একটি নিশ্চিত উপায়। মানুষকে তার আচরণ দ্বারা ম–ল্যায়ন করা হয়। সদাচরণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে। ভালো আদবকায়দাবিশিষ্ট লোককে সবাই পছন্দ করে এবং সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। সদাচরণ তার মান বৃদ্ধি করে এবং যোগ্য মানুষ হিসেবে তাকে তৈরি করে। ভালো আদবকায়দাবিশিষ্ট লোক হচ্ছে বিনয়ী ও নম্র। সে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে শ্রদ্ধা করে যদিও তারা তার থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। অন্যরা যা বলে সে ধৈর্য্যসহকারে শুনে। সে অন্যের প্রতি কটূক্তি কিংবা অন্যের ক্ষতি করে এমন আচরণ করে না। একজন বদমেজাজী লোক রূঢ় ও অমার্জিত হয়। অন্যের অনুভূতির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। বিভিন্নভাবে সে তার খারাপ আচরণ দেখায়/ প্রকাশ করে। রুচিহীন লোককে কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। সদাচরণ জীবনকে মনোরম, মসৃণ ও সহজ করে। সদাচরণে কোনো খরচ হয় না কিন্তু তা আমাদের জন্য ভালোবাসা এবং সম্মান অর্জন করে।

৫০. মৌলিক মানবাধিকার

মৌলিক মানবাধিকার বলতে সামাজিক অধিকার, বেসামরিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং আরও অনেক কিছু বোঝায়। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন বা পত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে হস্ত২ক্ষেপ না করাকে সামাজিক অধিকার বলে। ভোটের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার। বিবাহের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগের অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে বেসামরিক অধিকার। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার, পছন্দমত পোশাক পরিধানের অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে সাংস্কৃতিক অধিকার। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার, মসজিদ, মন্দির স্থাপনের অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে ধর্মীয় অধিকার। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের অধিকার, ব্যবসা পরিচালনার অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে অর্থনৈতিক অধিকার। আমাদের সংবিধান খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ডাক্তারী চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্ম, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকার নিশ্চিত করে। শিশুদের রক্ষা করা অন্যতম মহান মানবাধিকার। বয়স্ক লোকদেরও তাদের বার্ধক্যে উপভোগ করার কিছু অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একজন সমাজে শান্ি২ ও আরামে বাস করার অধিকার রাখে এবং এগুলোকেই মৌলিক মানবাধিকার বলা হয়।

৫১. বইমেলা

সুশিক্ষিত জাতি গঠনে বইমেলা খুব গুরুত্বপুর্ণ। এটা খুব নতুন ধারণা নয়। বই মেলায় বিভিন্ন ধরন ও স্বাদের বই প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য রাখা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বইমেলা আমাদের দেশে ঐতিহ্যবাহী উৎসবে পরিণত হয়েছে। বইমেলার মধ্যে "একুশে বইমেলা" সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং জমকালো। বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত 'একুশে বইমেলা' ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিন শুরু হয় এবং মাসের শেষ পর্যন্ত২ চলে। বইপ্রেমীদের

holycrossrajshahi.com

সংখ্যা বাড়ার ফলে দেশের আরও অনেক জায়গায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলায় শত শত ও হাজার হাজার বই যেমন উপন্যাস, নাটক, গল্পের বই, কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, ভ্রমণের বই এবং আত্মজীবনী বিভিন্ন বইয়ের স্টলে প্রদর্শন করা হয়। বইয়ের স্টলগুলো সারিবদ্ধভাবে এবং সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। বিভিন্ন স্বাদ এবং সংস্কৃতির অনেক বইপ্রেমী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মেলায় জড়ো হয়। অধিকন্তু, কবি, লেখক এবং নগরের অনেক অভিজাত শ্রেণির লোক প্রায়ই মেলা পরিদর্শন করেন। যা হোক, বইমেলা আমাদের বই পড়ার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে জ্ঞানের প্রসারণ ঘটায়।

৫২. পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এসমস্ত উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখই বাংলাদেশের সকল শ্রেণি ও ধর্মের মানুষের এক অনন্য ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উৎসব হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন এটা উদযাপিত হয়। দিনটির প্রধান কর্মস–চী হচ্ছে দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা 'হালখাতা' বা নতুন হিসাবের খাতা খোলা। পান্ত ইলিশ, বৈশাখী মেলা, বলি খেলা, নাগরদোলা এবং পুতুল নাচ ইত্যাদি পহেলা বৈশাখের ঐতিহ্যগত ঘটনা/বিষয়। এই ঘটনাগুলো গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে প্রচলিত। শহরাঞ্চলে এ দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকায় 'ছায়ানট' অতি সকালে রমনা বটম–লে দিনটি শুরু করে যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের শত শত হাজার হাজার লোক যোগদান করে। তাছাড়া বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্‌স্টিটিউট এবং আরো অনেক সাংস্কৃতিক সংস্থা অত্যন্ত উৎসবমুখর ও আনন্দঘন মেজাজে দিনটিকে স্বাগত জানায়। পহেলা বৈশাখ আমাদেরকে আমাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস ও উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫৩. ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপন

ঈদ-উল-ফিতর, যা মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবগুলো অন্যতম, সারা বিশ্বে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বিনোদনের মাধ্যমে পালিত হয়। পবিত্র রমজান মাসে একমাস ব্যাপী রোজা রাখার পর এটা আসে। ইসলামের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে মাসব্যাপী রোজা সকল প্রকার অন্যায়, অমানবিক এবং ক্ষতিকর কাজে বাধা দেয়/নিষেধ করে। মিথ্যাচার, অন্যায় কাজ, সমাজে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং সকল প্রকার প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ। এবং রমজানের গৌরবময় মাস মুসলমানদের নিকট আত্মবিচার ও শুদ্ধতার মাস হিসেবে আসে। ঈদ আত্মায় আত্মায় মিলন এবং সর্বশক্তিমান আল-াহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময়। পবিত্র রমজানে যে সমস্ত ধার্মিক মুসলমান আল-াহর আদেশ অনুসরণ করে তাদের জন্য ঈদ আনন্দের বিষয়। এদিন মুসলমানেরা খুব সকালে গোসল করে, নতুন পোষাক পরিধান করে, জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহে যাবার প–র্বে 'আতর' ব্যবহার করে। নামাজের পর মুসলমানেরা একে অন্যের সংগে কোলাকুলি করে এবং ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ঈদ-উল-ফিতরের দিনে মুসলমানদের উচিত ধর্মীয় ম–ল্যবোধের ভিত্তিতে শোষণ-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা। ঈদ-উল-ফিতর মুসলমানদেরকে কীভাবে পার্থিব ও ধর্মীয় জীবন সমৃদ্ধ করা যায় সেই শিক্ষা দেয়।

৫৪. জ্যোৎস্নারাত

প্রায় সব বয়স, রুচি ও মেজাজের লোকদের জন্য জ্যোৎস্না রাত/ চাঁদনী রাত এক বিরাট আনন্দ ও বিনোদনের উৎস। যে রাতে চাঁদ মেঘযুক্ত পরিস্কার আকাশে উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয় তাকে সাধারণত জ্যোৎস্না রাত বলে। এটি তার কর্মপ্রেরণাদায়ক ও জাঁকজমকপ–র্ণ সৌন্দর্য নিয়ে আগমন করে। তখন চাঁদকে উজ্জ্বল রূপার থালার মত দেখায় এবং প্রকৃতি চাঁদের এই রূপালী আলোতে স্নান করে। এই জ্যোৎস্নারাতে নদী, খাল ও পুকুরের পানিকে হাসছে বলে মনে হয়। সমস্ত প্রকৃতি এক উজ্জ্বল ও চমৎকার দৃশ্য ধারণ করে। এটি আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় এবং মনকে সতেজ রাখে। শহর ও গ্রামের বাসিন্দারা গল্প করে এবং এখানে সেখানে হাঁটাহাঁটি করে রাতটি উপভোগ করে। শিশুরাও খেলাধুলা করে রাতটি ভীষণভাবে উপভোগ করে। জ্যোৎস্না রাত সম্বন্ধে অনেক কবিতা, গান, গল্প, পরীর গল্প ইত্যাদি আছে। আবার কিছু কিছু পাখি ও পশু এ রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে তাদের বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পরিশেষে, জ্যোৎস্না রাত প্রকৃতির এক সুন্দর উপহার এবং এটি এর সৌন্দর্য দিয়ে সবাইকে সম্মোহিত করে।

৫৫. সবজি বাগান

বাসগৃহের খুব সন্নিকটে সবজিবাগান করে একটি পরিবার বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সবজি বাগান পরিবারের ভোগের জন্য বিভিন্ন প্রকারের/ধরনের শাকসবজি ও ফল ফলাদি যোগান দেয়। সাধারণত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়িতেই পরিবারের ব্যবহার ও বিক্রয়ের জন্য সবজি বাগান দেখা যায়। পরিবারের সীমানার মধ্যেই সবজি বাগান অবস্থিত। এটা বড় অথবা ছোট হতে পারে। বাগানের চতুর্দিকের শক্ত বেড়া/বেষ্টনী জীবজন্তু ও দুষ্ট বালকদের দ্বারা শাকসবজি ও ফলম–ল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কোনো কোনো সবজি বাগানের সাথে ফুলের বাগান থাকে যা বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সবজি বাগানের মালিকদের শাকসবজি, ফল ও ফুলের চাষ, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের দিকে যত্নশীল ও সচেতন হতে হবে। শাকসবজি ও ফলম–ল বাগানের মালিকদের খাবার দেয় যেখানে ফুল তাদের সন্তুষ্টির জন্য সৌন্দর্য বাড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, সবজি বাগানে উৎপাদিত শাকসবজি লোকজনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন যোগায় এবং ঐগুলো কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাঁচায়। তাছাড়া বাগানের কাজ করা সঠিক/যথাযথ শারীরিক ব্যায়াম এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টির সুযোগ দেয়।

৫৬. সিডর

সিডর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানুষ ও প্রাণিকুলের জীবনে এক বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল গাছপালা, শস্য ও ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি। সিডর একটি ঘ–র্ণিঝড়ের নাম। জলবায়ুবিদদের মতে সিডর শব্দের অর্থ চোখ, ঘ–র্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল মানুষের চোখের হওয়ায় এরকম নামকরণ করা হয়েছে। এটা একটি ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ। ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর সিডর তার সমস্ত তান্ডব নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলে আঘাত হানে। এটি ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটার বেগে ম–ল ভূখন্ডকে আঘাত করে এবং ২০ থেকে ২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস দশ হাজারেরও অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু, পাখি, গাছপালা, বাড়িঘর, শস্যাদি এবং চাষের জমি ধ্বংস হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের সবকিছু হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। আট হাজারেরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্প–র্ণ বা আংশিক ধ্বংস হয়েছিল যার ফলে প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এসব কিছুর সংগে একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সম্প–র্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল। সরকার সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়ে, জনগণকে প–র্বাহ্নে সতর্ক করে এবং অনেক আশ্রয়স্থল তৈরি করেছিল যা লোকজনকে অধিকতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

৫৭. ই-মেইলের উপকারিতা

ইলেকট্রনিক মেইল যা ই-মেইল হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত তার মাধ্যমে লিখিত তথ্য বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রেরণ করা হয়। ই-মেইলের জন্য একটা ব্যক্তিগত কম্পিউটার, একটা মডেম এবং একটা টেলিফোন যোগাযোগ প্রয়োজন। এটা পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সংগে সম্পর্ক রক্ষার কেবলমাত্র একটি দ্রুত, সহজ এবং তুলনাম–লক সস্তা উপায় নয়, এটা ব্যবসায়ের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণও বটে। ই-মেইলের অনেক সুবিধা বা উপকারিতা আছে। প্রথমত, এটা অফিস আদালত এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে ফেলে। কাগজের ব্যবহার ছাড়া শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক উপায়ে অভ্যন্তরীণ মেমো এবং রিপোর্টগুলো আদান প্রদান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তাই টেলিফোন আলাপের চেয়ে অধিকতর সস্তা বিকল্পে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত, এটা ফোন কল স্থাপনে যে সময় ব্যয় হয় তা দ–র

holycrossrajshahi.com

করে। চতুর্থত, ই-মেইল একই সাথে দুপক্ষের বা দু'ব্যক্তির কেউই উপস্থিত না থাকলেও তাদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। তারপর ব্যক্তিগত মেইল বাক্সে বার্তা সরবরাহ করা হয় বিধায় এতে গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া, সশরীরে কোথাও না যেয়েও গুরুত্বপ–র্ণ ফাইল, ডকুমেন্ট এবং ফটো প্রভৃতি এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা খুবই সহজ। সুতরাং ই-মেইল সেবা আমাদের আধুনিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপ–র্ণ সেবা। এটা শক্তিশালী ও কার্যক্ষম উপায়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অফিস সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক রক্ষা করে।

৫৮. ভিক্ষুকের জীবন

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি যা সবচেয়ে মর্যাদা হানিকর। যে ব্যক্তি অন্যের দয়ায় নিজের জীবিকা অর্জন করে তাকে সমাজের বোঝা হিসেবে ধরা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি সমাজের জন্য ভালো কিছুই করে না বরং এটি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তির ভাবম–র্তি ও সম্মান নষ্ট করে। ভিক্ষাবৃত্তির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। দারিদ্র্য হচ্ছে প্রধান কারণ যা একজন ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের উৎস হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির দিকে চালিত করে। অন্ধত্ব, বধিরতা, বাকশক্তিহীনতা অথবা শরীরের অন্য কিছু অসংগতির মত শারীরিক পঙ্গুত্বও ভিক্ষাবৃত্তির পেছনের কিছু কারণ। অবশ্য মাঝে মাঝে কিছু শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদেরও রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা যায়। তাই শুধু দারিদ্র্য নয় মানসিক অবস্থাও এই সমস্যার জন্য দায়ী। শহরে রাস্তাঘাটে এবং গ্রামের বাজারে ভিক্ষুকদের সচরাচর পাওয়া যায়। সে সব জায়গায় তালি দেওয়া ছিন্ন, নোংরা কাপড় পরিধান করে। তার একটি ভিক্ষার বাটি আছে এবং সে এটি পথচারীর দিকে করুণ দৃষ্টি নিয়ে ধরে রাখে। সে একটি দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করে এবং তাকে একটি উপদ্রব হিসেবে দেখা হয়। দারিদ্র্য নিম–ল কর্মস–চি, চাকুরির সুবিধা, শিক্ষা, কিছু রোগের বিনাম–ল্যে চিকিৎসা এই সমস্যাকে সমাজ থেকে দ–রীভূত করতে পারে।

৫৯. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

যাঁরা একটি জাতির জনগোষ্ঠীর উচ্চ শিক্ষিত অংশ, সেই বুদ্ধিজীবীরা জাতির বিবেককে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁদেরকে চিন্তা চেতনার ধারক হিসেবে মনে করা হয়। তাই, আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা অবশ্যই কিছু গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা যায়। প্রথমত, সমাজের অভিভাবক হিসেবে তাদের দেশ ও দেশের মানুষকে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, তাঁদেরকে জাতি গঠনের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে; বিশেষ করে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে জাতিকে মুক্ত করতে কাজ করতে হবে। খারাপ যা কিছু তার সমালোচনা করতে এবং জাতির পরিকল্পনা ও রাজনীতিকে উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করতে তাঁদের যথেষ্ট সাহসী হতে হবে। তৃতীয়ত, বুদ্ধিজীবীদের সমাজের পুনর্গঠনে এবং সমাজের সকল অন্যায় প্রতিহত করতে ভূমিকা পালন করা উচিত। সর্বোপরি, সকল প্রকার অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতেও তাঁদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্য মাঝে মাঝে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা জনগণকে ভুল পথে চালিত করেন যা খুবই নিন্দাজনক। যা হোক, সত্যিকারের বুদ্ধিজীবীরা সমাজকে শান্তি, ঐক্য ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা রাখেন।

৬০. লিঙ্গ সমতা

লিঙ্গ সমতা বলতে বুঝায় না যে পুরুষ ও নারীরা একই, বরং তাদের সমান মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের সমতাপ–র্ণ আচরণ প্রাপ্যতাও বুঝায়। জাতিসংঘের মতানুসারে লিঙ্গ সমতা প্রথম ও প্রধান মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সকল নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তার চোখে সমান। তাই, তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। একটি দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও দারিদ্র্য হ্রাসে নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত নারীরা স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিবার ও সমাজের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ পরবর্তী প্রজন্মের সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাই লিঙ্গ সমতা শুধু নারীদের জন্যই গুরুত্বপ–র্ণ নয়, সমস্ত সমাজের জন্যও গুরুত্বপ–র্ণ বটে। পৃথিবীর সর্বত্রই কম বেশি লিঙ্গ সমতা বিরাজমান। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত লিঙ্গ সমতা একটি সামাজিক ব্যাপার। বাংলাদেশে সাধারণত পুরুষেরা পরিবারে ও সমাজে কর্তৃত্ব করে এবং পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে নারীদের বিরত রাখা হয়। লিঙ্গ সমতা আনয়নে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নারীদের সমান মর্যাদা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এগিয়ে আসা।

৬১. বৃক্ষ/বৃক্ষরোপণ

সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকে প্রকৃতির সাথে মানুষের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ গাছের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করেছে। এভাবে, গাছ আমাদের জীবন এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষরোপণ এক মহৎ কাজ যেহেতু গাছপালা অক্সিজেন সরবরাহ করে যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুব গুরুত্বপ–র্ণ বস্তু। এছাড়া এগুলো খাদ্য ও ভিটামিনের বড় উৎস। গাছ আমাদের ফল, ফুল এবং আসবাবপত্রের জন্য কাঠ দেয়। তারা অনেক লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেয়। এগুলো ভূমি উর্বর করে এবং ক্ষয় হওয়া থেকে জমি রক্ষা করে। এগুলো বৃষ্টি ঘটায় ও খরা প্রতিরোধ করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য তৈরি করে। বর্তমানে প্রচুর বন ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ খরা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আমাদের গাছ কাটার চাইতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। রাস্তার উভয় পাশে এবং পুকুরের পারের প্রধান পথে এবং আমাদের বাড়ির চারপাশে অব্যবহৃত অনুর্বর জমিতে প্রচুর চারা ও গাছ লাগাতে হবে। গাছের গুরুত্ব ও ব্যবহার ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিশেষে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যাবশ্যক।

৬২. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উলে-খযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তানি দখলদার শক্তির সাথে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছিল। ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের এই অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সর্বোপরি সামাজিকভাবে শোষণ করত। এ ভূ-খন্ডের বীর সন্তানরা আর এই শোষণ সহ্য করতে পারল না এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল। এর প–র্বে বঙ্গবন্ধু জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য জোরালো বক্তব্য দিলেন এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোককে পাশবিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল, হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ বা হত্যা করা হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনের সাথে তরুণরাও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য জীবন দান করেছিল। তারা মুক্তিবাহিনীর ব্যানারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার স–র্য উদিত হয়। বাংলাদেশিদের জীবনে এই দিন স্মরণীয় হয়ে আছে।

৬৩. বনসাই

বনসাই টবে গাছ লাগানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি। বনসাই গাছ এবং অন্যান্য বৃক্ষকে ছোট পাত্রে জন্মানোর এমন এক কৌশল যে তা আসল গাছটির ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়। বনসাই পদ্ধতি সম্ভবত এক হাজার বছর প–র্বে চীন দেশে উদ্ভাবিত হয়। চীন ও জাপানের অভিজাত লোকেরা এর উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে। বনসাই পাত্রের নিচে ছিদ্র থাকে এবং ছিদ্রগুলো ছোট জাল দিয়ে ঢাকা থাকে যাতে পানির সাথে মাটি প্রবাহিত হয়ে যেতে না পারে। প্রথমে চারাটিকে ম–ল পাত্র থেকে তুলে নেয়া হয় এবং শিকড়ের এক তৃতীয়াংশ কেটে ফেলা হয়। তারপর এটিকে তারের সাহায্যে পাত্রের নিম্নাংশের সাথে বাঁধা হয়। তারপর পাত্র ঢাকার জন্য এর ওপর মাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শিকড়ের প্রায় আধা ইঞ্চি মাটির উপরে রাখা হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। চারার কোমল শাখা-প্রশাখাগুলোকে তার দিয়ে চক্রাকারে বেঁধে দেয়া হয়। রোপণকারী যে রকম চান গাছগুলো সেভাবে বাড়ে। প্রায় সব রকমের ঝোপঝাড়ময় গাছকেই বনসাই হিসেবে জন্মানো যেতে পারে। বর্তমানে বনসাই কেবল আনন্দদায়ক অবসর বিনোদনই নয়, অর্থ উপার্জনের উৎসও বটে।

holycrossrajshahi.com

৬৪. বাংলা নববর্ষ

সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষীদের এবং বাংলাদেশিদের জীবনে বাংলা নববর্ষ একটা ঐতিহ্যগত উৎসব। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। দিনটির গুরুত্বপ–র্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের দ্বারা হালখাতা খোলা। সকল বয়সের এবং ধর্মের লোক নতুন পোশাক পরিধান করে দিনটিকে স্বাগত জানায়। ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা তাদের খরিদ্দার ও ক্রেতাদেরকে মিস্টি ও অন্যান্য খাবার প্রদান করে থাকে। গ্রাম্য লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখী মেলার আয়োজন করে এবং সেগুলো আন৩রিকভাবে উপভোগ করে। পক্ষান৩রে, শহরের লোকজন প্রবল উৎসাহের সাথে রঙিন পোশাক পরিধান করে এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন মেলা, সার্কাস ও নাগরদোলা প্রভৃতিতে গিয়ে দিনটি উদযাপন করে। রাজধানীতে একটি শীর্ষস্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের মাধ্যমে দিনটি শুরু হয়। সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের মুখোশ পড়ে একটা শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনটিকে স্বাগত জানায়। এভাবে সকল বাংলাদেশীদের নিকট দিনটি আনন্দ ও সুখের দিন হিসেবে আসে।

৬৫. পথশিশু

পথশিশু বা টোকাই বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাস৩ায় পরিচিত চেহারা। তাদের অধিকাংশই তাদের পিতামাতার পরিত্যক্ত সন৩ান। তারা ছিন্নম–ল। এরা একটি দেশের ভাসমান সন৩ান। তারা তাদের পিতামাতার অবস্থান, স্থান এবং জন্ম তারিখ সম্পর্কে জানে না। তাদের অনেকেই এতিম। সাধারণভাবে তারা ভিক্ষা করে, চুরি করে, প্রতারণা করে, ফুল বিক্রি করে এবং দিনমজুরের কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু গরিব পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েকে রাস৩ায় কাজে প্রবৃত্ত করে। এইসব পথশিশু নোংরা বস৩িতে, রাস৩ার ধারে খারাপ আবহাওয়ায় বাস করে। তারা খোলা আকাশের নিচে ঘুমায়। তারা উচ্ছিষ্ট সংগ্রাহক হিসেবে, কুলি এবং রিকশাচালকের কাজ করে। মাঝে মাঝে তারা খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি থেকে বঞ্চিত। যদিও তারা পরিত্যক্ত শিশু, তারা মানুষ। তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের বাস করার, উপভোগ করার, শান্ি৩তে টিকে থাকার এবং শিক্ষা গ্রহণের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য সরকার ও সাধারণ মানুষের কিছু করা উচিত যাতে এইসব অসহায় এবং গৃহহীন শিশুরা জীবনের মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

৬৬. বয়স্ক/প্রবীণ লোক

আমাদের সমাজের বৃদ্ধ ও পরিপক্ক শ্রেণি বয়স্ক/প্রবীণ লোক হিসেবে পরিচিত। মানবজাতি এ সুন্দর পৃথিবীতে শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। জীবনের বিভিন্ন স৩ার/ধাপ যেমন শৈশব, বাল্যকাল, যৌবন, সাবালকত্ব অতিক্রম করে তাঁরা বৃদ্ধ হন এবং পরিবারের ও সমাজের প্রবীণ লোক হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁদের জীবনকালে তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপ–র্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সহায়ক। তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও অক্লান৩ প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লোকদের জন্য মাইলফলক স্বরূপ। তাঁরা ছিলেন আমাদের সভ্যতার শক্তি। আমাদের সমাজের প্রত্যেক অঞ্চলে অসংখ্য প্রবীণ লোক আছেন। আমাদের সবার উচিত তাঁদের সাহায্য করা, নিখরচায় তাঁদের বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যয়ের যোগান দেয়া। আমাদের উচিত তাঁদের সব ধরনের মানবিক অধিকারের ব্যবস্থা করা। বিনোদন ও স্মৃতিচারণের সুবিধার্থে আমাদের উচিত তাঁদের জন্য একটা বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন করা যাতে তাঁরা নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ মনে না করেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের যখন এবং যেখানে প্রয়োজন আমাদের উচিত তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। আমরা তাঁদেরকে আমাদের কাজের সুযোগে সংযুক্ত করতে পারি। প্রবীণদের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাঁদের ভাগ্যের উন্নয়নে সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত।

৬৭. একান্নবর্তি/যৌথ পরিবার

পিতামাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি এবং চাচাতো বা মামাতো ভাইবোনদের সমন্বয়ে গঠিত একান্নবর্তি পরিবারের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই আছে। অতীতে আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবার প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে একান্নবর্তি পরিবার প্রথা ভেঙ্গে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। একান্নবর্তি পরিবারকে যৌথ পরিবারও বলা যেতে পারে। একান্নবর্তি/ যৌথ পরিবারে প্রত্যেক সদস্যকে স্বচ্ছন্দভাবে পরিবার পরিচালনায় স্ব স্ব ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে হয়। যৌথ পরিবারে প্রত্যেকেই একে অন্যের সঙ্গ পায়। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কোনো প–র্ব নির্ধারিত কাজে/ পেশায় ব্যস৩ থাকে, অন্যরা তাকে শুশ্রূষা বা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এটা এমন একটা পরিবার যেখানে সব সদস্যই একে অন্যের অনুভূতি ও কার্যকলাপগুলোতে অংশগ্রহণ করে। বয়স্ক সদস্যরা পরিবারকে নিয়ন্ ণ করে। যৌথ পরিবারে কেউ নিজেকে একাকী মনে করে না। এখানে সকলেই সকলের জন্য। কিন্তু এর কিছু অসুবিধাও আছে। এখানে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। নিজস্ব উপায়ে কোনো সমস্যা সমাধানে কারো কোনো সুযোগ নেই। এখানে কেউ একাকী অনুভব করে না এবং একজনের অনুভূতি ও কাজের অংশীদারিত্ব সকলকে আনন্দ দেয়। পরিবারে সব সময়েই হৈ চৈ লেগে থাকে এবং পরিবারে বিশৃগুখলা বিরাজ করে।

৬৮. সু-স্বাস্থ্য

সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের প–র্বশর্ত হচ্ছে সু-স্বাস্থ্য। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী লোকজন মানসিক ও শারীরিক প্রশান্ি৩ উপভোগ করে। তারা সুস্থ, সবল ও রোগ মুক্ত থাকে। ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন শিক্ষার্থী পড়াশোনায় প–র্ণ মনোযোগ দিতে পারে। সে নিয়মিত তার পাঠ শিখতে পারে ও পরীক্ষায় ভালো করতে পারে। অপরপক্ষে, যদি একজন শিক্ষার্থী ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়, সে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে না। সে নিয়মিত তার পাঠ শিখতে পারে না ও পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না। একজন স্বাস্থ্যবান লোক দীর্ঘসময় ও নিয়মিত কাজ করতে পারে । সে ভালোভাবে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারে। একজন অস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দীর্ঘসময় কাজ করতে পারে না। এমনকি সে নিয়মিত কাজ করতে পারে না। সে ভালোভাবে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। তাছাড়া, একজন অস্বাস্থ্যবান লোক তার পছন্দ অনুযায়ী খেতে পারে না। সে রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না। কথায় আছে, একজন স্বাস্থ্যবান দরিদ্রলোক একজন অসুস্থ বিত্তবানের চেয়ে সুখী। সুতরাং, আমরা যদি সুখী জীবন যাপন করতে চাই, আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

৬৯. দেশপ্রেম

দেশপ্রেম, যা মানুষের একটি সহজাত গুণ, তা মহত্তম গুণাবলীর অন্যতম। এর মানে নিজ দেশের প্রতি কারও ভালোবাসা ও ভক্তি। এটি একজন মানুষকে দেশের কল্যাণে সবকিছু ন্যায়সঙ্গতভাবে ও স্বচ্ছরূপে করতে অনুপ্রাণিত করে। নিজ দেশের জন্য কারও ভালোবাসা তার মনকে নির্মল করে, হৃদয়ের সংকীর্ণতা দ–র করে এবং কাউকে নিঃস্বার্থভাবে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা মানুষকে দায়িত্বপরায়ণ, কর্মশক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহী করে তোলে। দেশপ্রেম একজন মানুষকে বন্ধুভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা ও সহানুভূতি শেখায়। একজন দেশপ্রেমিক তার দেশের জন্য এমনকি তার নিজ জীবন উৎসর্গ করতেও ইতস৩ত করেন না। সত্যিকার দেশপ্রেমিক তার দেশের একজন নিঃস্বার্থ প্রেমিক। তাই তিনি তার দেশবাসী দ্বারা প্রশংসিত ও সম্মানিত হন। অন্যদিকে, একজন দেশপ্রেমশ–ন্য লোক আত্মকেন্দ্রিক হন। তাই তিনি সকলের ঘৃণার পাত্র হন। তার উচ্চ খেতাব, প্রচুর ধন-সম্পদ, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চ বংশ থাকতে পারে কিন্তু তার জাগতিক অর্জন সত্ত্বেও তিনি ম–ল্যহীন ব্যক্তিই থেকে যান। দেশপ্রেমবিহীন লোকের দু'বার মৃত্যু হয়। অপরদিকে, একজন দেশপ্রেমিক অমর এবং এমনকি মৃত্যুর পরও তিনি মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ঈশা খাঁ, তিতুমীর, টিপু সুলতান, ক্ষুদিরাম, স–র্যসেন, প্রীতিলতা এ উপমহাদেশে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃস্টান৩ স্থাপন করেছেন।

৭০. জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বাংলাদেশেরও জাতীয় পতাকা আছে। দখলদার পাকিস৩ানী সেনাদের সাথে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নয় মাসব্যাপী বীরত্বপ–র্ণ সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ এই পতাকা লাভ করে। পতাকাটি আয়তাকার যার অনুপাত ১০ : ৬। আমাদের জাতীয় পতাকায়

holycrossrajshahi.com

দু'টি রং আছে- গাঢ় সবুজ ও লাল। আমাদের পতাকার সবুজ রঙ জাতির চিরযৌবন, সতেজতা ও উদ্দীপনাকে ইঙ্গিত করে। এটি বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমারও প্রতীক। গাঢ় লাল বৃত্তাংশটি স্বাধীনতার উদীয়মান স–র্যের প্রতীক। এটি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাঁরা মাতৃভূমির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকেও বোঝায়। পতাকাটি সরকারী ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কার্যালয়ের ছাদে প্রতিদিন উত্তোলন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে এটি সর্বত্র উত্তোলন করা হয়। পাশাপাশি, রাষ্ট্রীয় ও আন্ত©র্জাতিক শোক দিবস গুলোতে এটি অর্ধনমিত রাখা হয়। যখনই আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখি, আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং হৃদয় গর্বে ফোলে ওঠে।

৭১. ভোরে ওঠা

ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসটি যারা সকাল সকাল ঘুম হতে ওঠে তাদের জন্য অনেক সুবিধার কারণ হয়। বহু দিকে এ অভ্যাস একজন মানুষের বিশেষ কাজে লাগে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এটি আবশ্যক। প্রথমে, ভোরে ওঠা একজন লোক নদীতীরে কিংবা ফাঁকা মাঠে সকালের মুক্ত বাতাসে ব্রোজ ব্যায়াম করতে কিংবা হাঁটতে পারে। অক্সিজেনপ–র্ণ সকালের বাতাস তার শরীর ও মনকে সতেজ করে। দ্বিতীয়ত, সে সর্বত্র শান্ত© পরিবেশ উপভোগ করতে পারে। তৃতীয়ত, সে রঙ্গীন ফুল, সবুজ মাঠ ও পাখির ডাকে ভরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। এসবকিছু ভোরে ওঠা একজন লোককে পুলকিত ও স্বাস্থ্যবান করে তোলে। চতুর্থত, সে কোনো দুশ্চিন্ত©া কিংবা দ্বিধা ছাড়াই তার দিনের কাজ আরও শিগগির শুরু করতে পারে। এভাবে সে কাজের যথেষ্ট সময় পায়, অধিক অর্থ উপার্জন করে এবং সম্পদশালী হয়ে ওঠে। ভোরে ওঠার অভ্যাস প্রত্যেককে সৃষ্টিকর্তার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একজন ব্যক্তি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে আগ্রহবোধ করে। এভাবে সে জ্ঞানী হয়ে ওঠে। তাই ভোরে ওঠার অভ্যাস স্বাস্থ্য, সম্পদ ও জ্ঞানের উৎস।

৭২. শারীরিক ব্যায়াম

শারীরিক ব্যায়ামের অনেক সুবিধা রয়েছে যা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এটি আমাদের কর্মঠ ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। যদিও অনেক ধরনের ব্যায়াম রয়েছে, সব ধরনের ব্যায়াম সব ধরনের বয়সের লোকদের জন্য উপযুক্ত নয়। হাঁটা হচ্ছে একমাত্র শারীরিক ব্যায়াম যা সব ধরনের ও সব বয়সের লোকদের জন্য উপযোগী। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে শারীরিক ব্যায়ামের গুরুত্ব ব্যাপক। এটি আমাদের সুস্থ শরীর গঠনে সাহায্য করে। আর একটি সুস্থ দেহে একটি সুস্থ মন বাস করে। শারীরিক ব্যায়াম আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এটি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল রাখতে সাহায্য করে। এটি আমাদের মাংসপেশীকে বলবান ও শরীরকে কর্মক্ষম রাখে। তাছাড়া এটি সঠিক রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে ও খাদ্য পরিপাকে উন্নতি ঘটায়। সুস্থ জাতি গঠনেও এটি প্রয়োজনীয়। সুস্থ শিশুরা ভবিষ্যতের সুস্থ নাগরিক। নিয়ম মেনে এবং বয়স ও শরীরের অবস্থা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকের প্রতিনিয়ত শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত। কিন্তু অতিরিক্ত শারীরিক ব্যায়াম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। পরিশেষে, শারীরিক ব্যায়াম আমাদের আনন্দ ও সুখের অনুভূতি যোগায়।

৭৩. সময়ানুবর্তিতা

সময়ানুবর্তিতা বলতে সময়ের কাজ সময়ে করাকে বুঝায়। এটি সভ্য ও মার্জিত মানুষের সাক্ষ্য বহন করে। এটি কোনো কাজ সঠিক সময়ে করার অভ্যাস। এভাবে সময়মত কাজ করা অনাবশ্যক বিপত্তি থেকে আমাদের বাঁচায়। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কর্ম দীর্ঘস্থায়ী। তাই সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। যদি আমরা আমাদের করণীয় কাজ যথাসময়ে করি, আমরা অনেক কিছু করতে পারব। কিন্তু যদি আমরা আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখি এটা এমন হতে পারে যে, কাজটি করার জন্য আমরা কোনো সময় না পেতে পারি এবং পরিণামে ভুগতে পারি। সময়ানুবর্তিতার অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি জীবনে শৃগুখলাবোধ প্রদান করে। তারপর এটি অলসতা দ–র করে এবং আমাদের সহজে নেয়ার মনোভাবকে দ–র করে। একজন শৃগুখলাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি সবসময় পরিচিত ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। অতএব সময়ানুবর্তিতা আমাদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানুষে পরিণত করে। এটি আমাদের কাজ নির্ভুল ও যথাযথভাবে করতে পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে। কোনো কাজ তাড়াহুড়া অথবা পরিকল্পনাহীনভাবে করলে আমাদের উপর বিপর্যয়কারী প্রভাব পড়তে পারে। সময়ানুবর্তিতা জীবনে পরিপ–র্ণভাবে সফল হওয়ার প–র্বশর্ত। সময়ানুবর্তিতার অভাব সংস্কৃতির অভাবকে প্রতীয়মান করে। আমাদের সকলে সময়ানুবর্তিতার গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। শুধু অবিরাম সতর্ক অনুশীলনই এই গুণের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

৭৪. বাংলাদেশিদের খাদ্যাভাস

খাদ্যাভাস কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সমাজের অথবা দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণের রীতি-নীতি না অভ্যাসকে নির্দেশ করে। এইরূপ অভ্যাসগুলো এক সমাজ বা দেশ থেকে অন্যদেরগুলো ভিন্ন। বাংলাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন লোক যার যার পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাবার খায়। কিন্তু খাবার গ্রহণের অভ্যাস প্রায় একই। বাংলাদেশি মানুষের কিছু বিশেষ খাদ্যাভ্যাস আছে। ডাল ভাত সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও প্রিয় খাবার। খিচুড়ি বাংলাদেশিদের আরেকটি জনপ্রিয় খাদ্য। তাছাড়া বাংলাদেশিরা গোশ্তও পছন্দ করে। তদুপরি বিভিন্ন আকার আকৃতির পিঠাও তাদের নিকট আদৃত। লোকেরা গম, আলু, অন্যান্য মৌসুমী শাক-সবজি, ডিম, রুটি এবং সর্বপ্রকার ফলও তাদের স্বাদ অনুযায়ী খেয়ে থাকে। লোকেরা কদাচিৎ পোলাও বিরিয়ানী মুরগির রোস্ট, ছাগলের বা গরুর মাংসের ঝোল রান্না খেয়ে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারে দিনে তিন বেলা খাবার গ্রহণ করে- নাস্ত©া, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার। বৃদ্ধ লোকেরা সচরাচর প্রচলিত খাবার খায়। কিন্তু তরুণ শ্রেণির অধিকাংশই দিন দিন চাইনিজ ও পশ্চিমা ফাস্ট ফুড খাবারে অভ্যস্ত© হয়ে পড়ছে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনার এখনই সময়।

৭৫. বাল্য/অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ

বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের অনেক কারণ আছে। যারা অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ করে তারা পরিণামে বহু কষ্ট ভোগ করে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের লোকজন তাদের ছেলে এবং মেয়েদেরকে প্রত্যাশিত বয়সের প–র্বেই বিবাহ দিয়ে থাকে। এমন অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ করে বালকেরা অনেক কষ্ট ভোগ করে কারণ তাদেরকে পরিবার পরিচালনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অপরপক্ষে, মেয়েরা আরো বেশি কষ্ট ভোগ করে কারণ অপ্রাপ্ত বয়সে সন্ত©ান জন্ম দিয়ে তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে হয়। তথাপি ছেলেদের পিতামাতারা শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক পাওয়ার জন্য ছেলেদের বিবাহ দেয়। মেয়েদের পিতামাতারা তাদের মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের কেউ কেউ ভাবে যে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ির সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। এভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ সমাজে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষা এবং নৈতিক ম–ল্যবোধের অভাব অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের দুইটি কারণ। সুতরাং সমাজ হতে এ বদভ্যাস দ–রীকরণে সরকার ও সাধারণ লোকদের এগিয়ে আসা উচিত। সবশেষে সামাজিক সচেতনতা এ বদভ্যাস দ–রীকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭৬. পরীক্ষায় অসদুপায়

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সুশিক্ষার পথে একটি বাধা। কিন্তু অত্যন্ত© দুঃখের বিষয় এই যে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে। একজন ছাত্র হিসেবে আমি এই অপমানজনক কাজের বিরোধিতা করি কারণ একজনের ভবিষ্যৎ জীবনে এর প্রভাব মারাত্মক। ছাত্রজীবনে শিক্ষা ধারাবাহিক উন্নতি নির্দেশ করে যা একজনকে জীবনে আসন্ন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু নকল করা অদক্ষ জনশক্তি তৈরি করে এবং দুর্নীতিকে উস্কে দেয়/ প্ররোচিত করে। বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের

holycrossrajshahi.com

পাঠ্যস–চি এখনো মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার চেষ্টা করে। তারা মুখস্থ করতে চেষ্টা করে। যখন তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়, তারা নকল করা শুরু করে। অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ক্লাশ না নিয়ে ব্যক্তিগত টিউশন করে অধিকতর সময় ব্যয় করেন। তাছাড়া, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের ঠিকমত স্কুলে যাবার ব্যাপারে সতর্ক নয়। পরিবেশে এটা বলা যেতে পারে যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সুশিক্ষার পথে এক বিরাট বাধা।

৭৭. সামাজিক ম–ল্যবোধ

সামাজিক ম–ল্যবোধ বলতে কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর রীতিনীতি, বিশ্বাস, সামাজিক অভ্যাস ও আদর্শ, আচরণগত ধরন এবং দৃষ্টিভঙ্গিসম–হ বুঝায়। সামাজিক ম–ল্যবোধ একজন ব্যক্তির জীবনধারণকে গঠন করে। সমাজে সমাজে তাদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। অতীতে লোকেরা সামাজিক ম–ল্যবোধ কঠোরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করত। বাধ্যতা এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সমাজে প্রবল ছিল। সততা, নম্রতা, সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, সহপাঠীর প্রতি সমবেদনাকেও সামাজিক ম–ল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু এসবগুলো এখন পরিবর্তিত হচ্ছে। আজকাল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। এসব কিছুই তাদের ধারণা, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক শ্রেণি-বিভাজনের কারণে সমাজে বঞ্চনা ও অস্থিরতা বিরাজ করে এবং তা কিছু মানুষকে তাদের নৈতিক ম–ল্যবোধ বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আজকাল মানুষের মধ্যে কোনো সহমর্মিতা নেই। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে এবং সমাজবিরোধী অপরাধম–লক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে ও মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। যদি এটা চলতে থাকে তাহলে সহসাই অধিকতর খারাপ দিন আসবে। এ ধরনের বিসদৃশ অবস্থা পরিহার করতে আমাদের সবাইকে সামাজিক ম–ল্যবোধ সংরক্ষণে সতর্ক থাকতে হবে।

৭৮. লিঙ্গ বৈষম্য

মানবাধিকার উপভোগে পুরুষ ও নারীর পার্থক্যকেই লিঙ্গ বৈষম্য বুঝায়। বাংলাদেশে এই অপচর্চা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিছু বাবা-মায়ের মেয়ে শিশু সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তারা সাধারণত পুত্র সন্ত্রান কামনা করে। সুতরাং যখন একটি মেয়ে শিশু জন্ম নেয় বাবা-মা তাকে সহজে মেনে নিতে পারে না। এই বৈষম্যম–লক আচরণ শিশুর জন্মের ঠিক পর মুহ–র্ত থেকেই শুরু হয়। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েদের সমান চোখে দেখে না। মেয়েদেরকে তাদের ভাইদের চেয়ে তুলনাম–লক কম খাবার দিতে দেখা যায়। এমনকি তাদেরকে কম দামি পোশাক দেওয়া হয়। অনেক বাবা-মা তাদের মেয়ে সন্ত্রানদের স্কুলে পাঠাতে চান না কারণ তারা মনে করেন মেয়েদের জন্য ব্যয় করা মানে অর্থের অপচয় করা। তাছাড়া অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেন। অধিকন্তু, বাবা-মা ও পুরুষের অনুমতি ছাড়া মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এভাবে তারা চার দেয়ালে ঘেরা একটি বন্ধ পরিবেশে বেড়ে উঠে। পরিশেষে, আমরা বলতে পারি যে, নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে আর সমাজ থেকে এই অভিশাপ দ–র করার জন্য আমাদের জনসচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত।

৭৯. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

ক্ষুদ্রঋণ একপ্রকার অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি যা চরম দারিদ্র্যপীড়িত জনগণকে উন্নয়নমুখী দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন/দ–রীকরণে সহায়তা করে। এটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক অসমতায় এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এটা দরিদ্র, অসহায় এবং গৃহহীন বিশেষত গ্রাম্য মহিলা যাদের সম্পত্তি, জমি বা জননিরাপত্তা নেই তাদেরকে অর্থ ঋণ দেয়। মহিলারা ঋণ নিয়ে নিজেদেরকে হাঁসমুরগীর খামার, গোমহিষাদি পালন, বুনন, তাঁত, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে নিয়োজিত রাখে। তারা দৈনিক বা সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে। এভাবে তারা দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এটা তৃণম–লে বসবাসরত পতিত ও অবহেলিত দরিদ্র জনগণকে অর্থনৈতিক উত্থানে সাহায্য করে। বর্তমানে অনেক অসচ্ছল মানুষ এক বেলার পরিবর্তে তিন বেলা খেতে পাচ্ছে। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসই সার্থকভাবে এ পদ্ধতি প্রচলন করেন। এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রামীণ ব্যাংক ও ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যদিও গ্রামীন ব্যাংক এ পদ্ধতির প্রথম উদ্যোক্তা, বর্তমানে অনেক বেসরকারী সংস্থা (NGO) এ ধারণাকে অনুসরণ করছে। অনেক উন্নত দেশও তাদের দেশে এ পদ্ধতি চালু করেছে।

৮০. ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অর্থ ICT ভিত্তিক সমাজ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করা। যেখানে অন-লাইনে তথ্যাদি পাওয়া যাবে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি এবং অন্যান্য বেসরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সম–হের সকল কাজ সম্পন্ন করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকারিতা অনেক। যদি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে দুর্নীতি সম্প–র্ণরূপে দ–রীভূত হবে। এটা মানুষের সময় ও অর্থ রক্ষা করবে এবং মানুষকে আরও উদ্যমী করবে। এটা জনগণকে সারা বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নীতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে সংযুক্ত করবে। এটা ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে আধুনিকায়ন করবে। বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য- শাখাগুলো খুবই উপকৃত হবে। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সরকারকে কিছু ভূমিকা রাখতে হবে। প্রথমত অবিঘ্নিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। দেশব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের জনগণকে ICT দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল শাসন সেবা পৌঁছানোর নিরপেক্ষ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন আমাদের দেশকে সকল শাখায় দ্রুতগতিতে উন্নতি করতে সাহায্য করবে।

৮১. গণতন্ত্র

গণতন্ত্র এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সরকার গঠনে সহায়তা করতে পারে। অপরপক্ষে, প্রয়োজন মনে করলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান/ বাতিল করতে পারে। জনগণ তাদের প্রাপ্ত অধিকার ও সুবিধাদি উপভোগ করতে পারে। তাদের বাকস্বাধীনতা আছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এর মত বিভিন্ন গণমাধ্যমে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া সমতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং জবাবদিহিতা এ ধরনের সরকার ব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপ–র্ণ গুণ। কিন্তু গণতন্ত্রে কতিপয় নির্দিষ্ট ত্রুটি আছে। এখানে দক্ষতা/উৎকর্ষের চেয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যা হোক, বর্তমানে গণতন্ত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সরকার পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এ সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির স্বাদ পেতে হলে অবশ্যই কতকগুলো শর্ত প–রণ করতে হবে। গণতন্ত্র উন্নয়নের/উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ শর্ত হচ্ছে সার্বজনীন শিক্ষা। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, "সার্বজনীন ভোটাধিকারের প–র্বে অবশ্যই সার্বজনীন শিক্ষা দরকার।" অপরপক্ষে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমতা, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি হচ্ছে সফল গণতন্ত্রের গুরুত্বপ–র্ণ শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্র হচ্ছে এমন সরকার ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের অংশীদারিত্ব আছে।

৮২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

যে সকল জিনিসের আর আমাদের প্রয়োজন নেই এবং যা আমরা সচরাচর ছুঁড়ে ফেলে দেই তাই বর্জ্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য/ আবর্জনা আছে, যেমন- রান্নাঘরের বর্জ্য, শাকসবজির বর্জ্য, প-াস্টিক এবং ধাতু বর্জ্য প্রভৃতি। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা এসব বর্জ্যের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করতে পারি। শাকসবজির উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে ফেলা সম্প–র্ণ নির্বুদ্ধিতার কাজ কারণ তা আমাদের পরিবেশকে কলুষিত/দ–ষিত করে। তাছাড়া যথেষ্ট জায়গা থাকলে আমরা গৃহস্থালীর বর্জ্য বাড়ির উঠানে রাখতে পারি। এ বর্জ্যগুলো মাটিতে পচে উৎকৃষ্ট সার তৈরি করবে। যদি আমরা পলিথিন ব্যাগ, প-াস্টিক সামগ্রী এবং অন্যান্য সিন্থেটিক দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলি তাহলে তা বায়ুতে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন

holycrossrajshahi.com

করবে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং আমাদের উচিত ঐগুলো নিরাপদ জায়গায় স্তুপীকৃত করে রাখা যাতে তা আমাদের জন্য কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে। কিন্তু পলিথিন ব্যাগ এবং অন্যান্য সিনথেটিক জিনিস ব্যবহার করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এগুলো পচে না এবং মাটির সঙ্গে মিশে না। অধিকন্তু, কাচ, পিন, ইস্পাত, লোহা, পিতল প্রভৃতির ভাঙ্গা টুকরা নিরাপদ জায়গায় রেখে সেগুলো পুনর্ব্যবহারের জন্য আমরা বিক্রি করতে পারি। এভাবে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা আমাদের বর্জ্যগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা করতে এবং আমাদের পরিবেশকে পরিস্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখতে পারি।

৮৩. বিশ্বায়ন

আন্ত©র্জাতিক সম্পর্কের এই নতুন যুগে 'বিশ্বায়ন' একটি ব্যাপক প্রচলিত শব্দে পরিণত হয়েছে। ম–লত সীমান্ত©বিহীন বিশ্ব বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের এটি একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু জীবনের নানা পর্যায়ে এর সুদ–রপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এখন এটা দৃঢ় প্রযুক্তিগত স্থাপনার উপর ব্যাপকভাবে ভিত্তিযুক্ত/ প্রতিষ্ঠিত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের ইলেক্ট্রনিক প্রেরণ বর্তমানে তথ্যের এক ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেছে। এ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যাংকিং ও আর্থিক কার্যাবলিতে পরিবর্তন এনেছে। বস্তুতঃ বিশ্বায়ন উন্নততর যোগাযোগেরই ফল। এক্ষেত্রে প্রচার চ্যানেলগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা রাখছে। নতুন প্রজন্ম এ চ্যানেলগুলোর প্রতি অধিকতর আগ্রহী হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সামাজিক ম–ল্যবোধের প্রভাব তাদের উপর পড়ছে। উন্নয়নশীল দেশের লোকজন উন্নত দেশগুলোতে চাকরি কিংবা বিভিন্ন জীবিকা লাভ করছে। আমরা আশা করছি অদ–র ভবিষ্যতে ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য দ–র হয়ে যাবে। এভাবে সারা বিশ্বের মানুষ একটি বিশ্বপল-ীর অধিবাসী হবে।

৮৪. গ্রাম্যজীবন এবং নগরজীবন

যদিও মানুষ এখন গ্রামে ও নগরে বাস করছে, দুই ধারার জীবনের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। গ্রাম ও নগর উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। গ্রাম ও নগর উভয়ের উন্নয়নের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। গ্রাম কর্তৃক সরবরাহকৃত কাঁচামালের দ্বারাই নগরগুলো কিছু উৎপাদন করে। নগরগুলোতে জীবন অত্যন্ত© ব্যস্ত© এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ–র্ণ এবং জনগণ দ–ষিত পরিবেশে বাস করে কিন্তু গ্রামের পরিবেশ খুবই সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর। নগরগুলোতে আধুনিক সুবিধাদি পাওয়া যায় অথচ অধিকাংশ গ্রামবাসী আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত। নগরগুলোতে সঠিক চিকিৎসা সেবা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়। নগরগুলোতে জনগণ বড় বড় দালানে কৃত্রিম জীবন যাপন করে। কিন্তু গ্রামে একজন প্রকৃতির কোলে সহজ সরল জীবন যাপন করতে পারে। গ্রামবাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে যখন নগরবাসীরা স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারে। তাদের শিল্প-সংস্কৃতিও আলাদা। সুতরাং গ্রাম্য জীবন ও নগর জীবনে বহু পার্থক্য আছে।

৮৫. পারিবারিক জীবন ও হোস্টেল জীবন

সামাজিক জীব হিসেবে যদিও মানুষ পরিবারে বাস করে পরিবার হতে দ–রে মেস গৃহ বা হোস্টেলে থাকতে সে বাধ্য হয়। উভয় প্রকার জীবনেই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। হোস্টেল জীবন পারিবারিক জীবনে প্রাপ্য পিতামাতার ভালোবাসা ও তত্ত্বাবধান হতে সম্প–র্ণরূপে বঞ্চিত। হোস্টেল জীবনে একজন ছাত্রকে সবকিছুই নিজে পরিচালনা করতে, বাস্ত©বজীবনের সাথে কীভাবে খাপ খাওয়াবে তা শিখতে হয়। কিন্তু পারিবারিক জীবনে পিতামাতা তাদের সন্ত©ানদেরকে তাদের ইচ্ছা ও মতাদর্শ অনুসারে লালন পালন করার চেষ্টা করেন। হোস্টেল জীবনে একজন প–র্ণ স্বাধীনতা পায় যা প্রায়ই ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারে। যদি কেউ তার সময় এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে সে সহজেই বিপথগামী হতে পারে। বেপরোয়া ছাত্রদের সম্প–র্ণ পারিবারিক শাসন ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। হোস্টেল জীবনে একজন ছাত্র পড়া ও শেখার প্রচুর সময় পায় এবং সহজেই অন্যের সাহায্য নিতে পারে যা পারিবারিক জীবনে পাওয়া যায় না। একজন যত্নবান ও সচেতন ছাত্র পরিবারে বা হোস্টেলে থেকেও ভালো করতে পারে।

৮৬. স–র্যোদয় এবং স–র্যাস্ত©র দৃশ্যাবলী

স–র্যোদয় ও স–র্যাস্ত©র দৃশ্য বহু সাহিত্য ও শিল্পকর্মে স্থান লাভ করেছে। এগুলো আদি যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত© চিরকালই স্বাপ্নিক ও চিন্ত©াশীল মানুষদের বিস্মিত করেছে। স–র্যোদয় এবং স–র্যাস্ত©র দৃশ্যাবলীর মধ্যে অনেক মিল আছে। স–র্যোদয়ের দৃশ্য দিন শুরুকে ইঙ্গিত করে। এর অর্থ এটা দিনের চরম সময়ে ঘটে। স–র্যাস্ত© দিনাবসানে ঘটে। পরিস্কার সকালে স–র্যকে দিগন্ত© রক্তিম দেখায়। এমনকি এটি বৃক্ষরাজির উপরে দৃশ্যমান হওয়ার আগে সমস্ত© পশ্চিম আকাশ সিঁদুরে লাল রঙে রঞ্জিত হয়। স–র্যাস্ত©র সময় পশ্চিমাকাশে প্রকৃতির একই দৃশ্য দেখা যায়। স–র্যোদয়ের দৃশ্যে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এবং রক্তিম আকাশ অতিক্রম করে। লাল প্রচ্ছদের বিপরীতে তাদেরকে চমৎকার দেখায়। স–র্যাস্ত©র সময়ও একই দৃশ্য দেখা যায়। একই রকমের অনেক দৃশ্যাবলি দেখা যেতে পারে।

৮৭. প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করা। আর শিক্ষিত ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ব্যক্তি একটি জাতির সম্পদ। এক্ষত্রে সাধারণ ও প্রযুক্তিগত উভয় শিক্ষাই জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপ–র্ণ ও অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে। সাধারণ শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে সাধারণত উচ্চশিক্ষিত করে তোলে। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়। এবং এটি একজন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ করে তোলে না। ফলে উচ্চশিক্ষিত অনেক লোকই বেকার থাকে এবং সমাজও দেশের জন্য বোঝায় পরিণত হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তির প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা রয়েছে সে কোনো না কোনোভাবে একটি কাজ খুঁজে নেয় এবং আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। সাধারণ শিক্ষা কাজভিত্তিক নয়। এ কারণেই এম.বি.বি.এস ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্ত অনেক লোককেই ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেখা যায়। বিপরীতপক্ষে, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কাজ-ভিত্তিক। তাই, এটা মর্যাদাকর পরিবেশে কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেভাবেই হোক, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতাম–লক করা উচিত। অপরপক্ষে সাধারণ শিক্ষা কিছু নির্বাচিত লোকদের জন্য হওয়া উচিত। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা অপরিহার্য।

৮৮. মুঠোফোন ও টেলিফোন

মুঠোফোন ও টেলিফোন উভয়ের উদ্দেশ্য একই এবং এরা উভয়ই একই উপায়ে কাজ করে। কিন্তু এদের মধ্যে নানা পার্থক্যও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কথা বলার জন্য মুঠোফোনের কমপক্ষে ছয়টি সার্ভিস বার রয়েছে, এবং কাজ করার প–র্বে এর ব্যাটারী চার্জ করতে হয়। অপরদিকে টেলিফোন হচ্ছে একটি শক্ত তার যুক্ত ফোন যা বাড়িতে তারের মাধ্যমে স্থাপিত করা হয় এবং বাড়িতে যেকোনো জায়গায় টেলিফোন সেবাদানকারীর সহায়তায় এর ব্যবহার পরিচালনা করা যায়। মুঠোফোনের মাধ্যমে কেউ কোনো বার্তা প্রেরণ করতে পারে এবং গ্রহণকারী বার্তাটি তার ফোনে পেয়ে থাকে। অপরদিকে টেলিফোন ব্যবহারকারীর একটি উত্তর প্রদানকারী যন্ত্র থাকে। মুঠোফোনে বিশেষ ধরনের রিংয়ের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু টেলিফোনে মাত্র একটি রিংটোন থাকে। মুঠোফোন টেলিফোনের তুলনায় গঠন ও আকারে ছোট। অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েরই রিংটোন আছে যা ইনকামিং কল সম্পর্কে অবগত করে। যদিও মুঠোফোন ও টেলিফোনের বিভিন্ন আকার আকৃতি ও সুবিধা রয়েছে এরা উভয়ই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে।

৮৯. ফুটবল ও ক্রিকেট

ফুটবল ও ক্রিকেট দুটো খেলাই আউটডোর গেমস্ এবং দর্শকদের আনন্দ ও বিনোদন দেয়। প্রতিটি খেলারই আছে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাদ। উভয় খেলাই প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় করে গঠিত দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফুটবলে যেখানে ৩ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় থাকে, ক্রিকেটে থাকে মাত্র একজন। ফুটবল স্বল্প সময়ের খেলা, বিপরীতপক্ষে,

holycrossrajshahi.com

ক্রিকেট কালক্ষেপণকারী খেলা। ফুটবল একটি বল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, বিপরীতদিকে ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় একটি বল ও ব্যাট দিয়ে। সাইড লাইনে থাকা দুইজন সহকারী রেফারীসহ ফুটবল খেলা মাঠে রেফারী কর্তৃক পরিচালিত হয়।

বিপরীতদিকে একটি ক্রিকেট ম্যাচ মাঠের দুজন প্রধান আম্পায়ার এবং টিভি আম্পায়ার হিসেবে পরিচিত একজন তৃতীয় আম্পায়ার কর্তৃক পরিচালিত হয়। ফুটবল খেলায় থাকে একজন গোলরক্ষক আর ক্রিকেট খেলায় থাকে একজন উইকেটরক্ষক। (ফুটবলে) দুই বিপরীত প্রান্তে থাকে দুটি গোলপোস্ট কিন্তু ক্রিকেটে থাকে দুই সেট স্ট্যাম্প এবং এদের বেইলস্। খেলা দুটোতে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের উদ্দেশ্য একই- আনন্দ দেয়া এবং নিয়ম-শৃগুখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়া।

৯০. সড়ক দুর্ঘটনা/সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও ফলাফল

সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে ঝুঁকিপ–র্ণ, অপ্রত্যাশিত ও অসহনীয় ঘটনা। বর্তমানে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে সর্বাধিক দুর্ঘটনাবহুল দেশগুলোর একটি, যেখানে এ ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। এটি সাধারণভাবে ঘটে বড় সড়কে যেখানে সকল যান দ্রুতগতিতে চলে। সড়ক দুর্ঘটনা অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্ম দেয় কিন্তু আমরা যদি এর কারণ দেখতে যাই, তাহলে প্রথমে মানুষের ট্রাফিক আইনে অজ্ঞতা দেখতে পাই। আমরা সর্বদাই ট্রাফিক আইন লগুঘন করি যেন আমরা এটি করতে ভালোবাসি এবং এটি দুর্ঘটনার কারণ। এগুলো ছাড়া আরও কিছু কারণ আছে। রাস্তাগুলো প্রশস্ত ও ভালো না হওয়ায় অধিকাংশ যান প্রায় বিকল হয়ে পড়া সত্ত্বেও রাস্তায়ই থাকে, চালকরা ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হয় না এবং তাদের দায়িত্বের প্রতি আন্তরিক হয় না। উপরে উলে-খিত এসব কারণে সাধারণত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এগুলো সবই আমাদের জানা, তবুও আমরা তোয়াক্কা করি না। এসব সড়ক দুর্ঘটনার কারণে মানুষ তাদের প্রাণ হারায়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার ও সকল ব্যক্তির কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ট্রাফিক আইন কঠোর করা উচিত। মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা উচিত।

৯১. মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি, আধুনিক জগতের একটা অভিশাপ, আসক্তদেরকে অসময়ে দুঃখজনক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাদকাসক্তি হচ্ছে উত্তেজনা অনুভূতির জন্য ব্যবস্থাপত্র বহির্ভূত ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস। আফিম, ভাং, হিরোইন, মরফিন, ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মাদকদ্রব্য। মাদকাসক্তির পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। বেকারত্ব, রাজনৈতিক নৈরাজ্য, পারিবারিক বন্ধনের অভাব এবং ভালোবাসা ও স্নেহের ঘাটতি/অভাবজনিত হতাশা মাদকাসক্তির প্রধান কারণ। মাদক এক প্রকার স্বপ্নালু অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং মাদকাসক্তরা কয়েক ম–হূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে এক কাল্পনিক জগতে বাস করে। মাদকাসক্তি কেবলমাত্র আসক্তদের নয়, সমাজ ও সামগ্রিকভাবে জাতিরও প্রভূত ক্ষতি করে। মাদক মানুষের জীবনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আসক্তরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের স্নায়ুতন্ত্র আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে মৃত্যু ঘটে। মাদক কেনার অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে আসক্তরা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অপরাধ করে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সরকার এবং মাতাপিতা সহ বেসরকারী সংস্থা সম–হ আসক্তদেরকে সারাতে এবং সমাজে সুখী ও শান্তিপ–র্ণ জীবন যাপনে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

৯২. খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায় খাবার বা পানীয়ের সাথে অন্য কোনো পদার্থ যোগ বা মিশ্রিত করে খাবার বা পানীয়ের বিশুদ্ধতা কমানো। আজকাল প্রায়ই খাদ্যে ভেজাল পাওয়া যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে বিশুদ্ধ খাবারের সাথে বাসী ও পচা খাবার মেশানো হয় এবং ক্রেতাদের কাছে বিতরণ করা হয়। মাছ ও শাকসবজি যাতে তাজা দেখায়, সেজন্য সেগুলোর সাথে রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য সংরক্ষক দ্রব্য দেয়া হয়। বেকারী ও কনফেকশনারী দ্রব্য ও বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয় এবং এভাবে এসব খাবারেও ভেজাল ঘটানো হয়। জাংক ফুডে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। এমন কি, ফল, দুধ ও অন্যান্য পানীয়তেও ভেজাল থাকে। সত্যিকারভাবে অসৎ ও লোভী ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা দ্রুত ও দুর্লভ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল ধরনের খাবারেই ভেজাল ঘটায়। ভেজাল খাবার স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বাধা। এগুলো অনেক প্রাণঘাতী রোগ এবং এমন কি, মৃত্যুও ঘটায়। জনগণ যাতে খাবার কিনতে সতর্ক হয় সেজন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত। পাশাপাশি অপরাধীদের চিহ্নিত ও শাস্তি প্রদান করতে হবে। সরকারের সম্পৃক্ত বিভাগকে ভেজাল খাবারের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের কর্মতৎপরতা বাড়াতে হবে।

৯৩. পানি দ–ষণ

পানি যা প্রাণের এক উপাদান তা বিভিন্নভাবে দ–ষিত হচ্ছে। এবং মানুষই পানি দ–ষণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। নদী, খাল ও গর্তে বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা নিক্ষেপ করে মানুষ পানি দ–ষিত করে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকরা তাদের মাঠে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে। এইসব রাসায়নিক দ্রব্য এবং কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে মিশে পানি দ–ষণ ঘটায়। কলকারখানা তাদের বর্জ্য পদার্থ ও বিষাক্ত উপাদান নদী এবং খালে নিক্ষেপ করে পানি দ–ষণ ঘটায়। স্টিমার, লঞ্চ এবং নৌকা তেল, খাদ্য ও মানব বর্জ্য নদী ও খালে নিক্ষেপ করে পানি দ–ষিত করে। এছাড়াও গর্ত, খাল এবং নদী তীরে অবস্থিত অস্বাস্থ্যকর পায়খানা পানি দ–ষিত করে। অধিকন্তু, কাঁচানালা খাল ও নদীর পানি দ–ষিত করে। পরিস্কার পানি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কিন্তু দ–ষিত পানি মানুষের জন্য ক্ষতিকর। পানি দ–ষণ অনেকভাবে প্রতিহত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ যেমন ডায়রিয়া, কলেরা এবং আরও পানিবাহিত রোগ পানি দ–ষণের ফলাফল। পানি দ–ষণ সর্বদা পৃথিবীতে মানবজীবনের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৯৪. পরিবেশ দ–ষণ

আজকাল পরিবেশ দ–ষণ এক মারাত্মক সমস্যা। সভ্যতা এবং শিল্প সংক্রান্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নে/ অগ্রযাত্রায় দ–ষণ ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে। জনগণ ইট বানানো, রাস্তা তৈরির পিচ গলানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহারের জন্য গাছ কাটছে। ফলে বায়ু দ–ষিত হচ্ছে। পুনরায়, বিভিন্ন মোটর যানবাহন, পাওয়ার হাউস এবং শিল্প কলকারখানা প্রভৃতি হতে নির্গত ধোঁয়া বায়ু দ–ষণ করে। পানি এবং মাটিও দ–ষিত হয়। কৃষকেরা তাদের জমিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে। তারা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসের পানির সংগে মিশে যায়। তাছাড়া, জলযান ও নদীর তীরবর্তী অস্বাস্থ্যকর ঝুলানো পায়খানাও মারাত্মকভাবে পানি দ–ষিত করছে। পরিত্যক্ত আবর্জনা এবং যত্রতত্র মানুষের মল দুর্গন্ধজনিত দ–ষণ ঘটায়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে আমাদের পরিবেশের সকল গুরুত্বপ–র্ণ উপাদান তাদের সতেজতা হারিয়ে ফেলছে এবং অতিমাত্রায় আমাদের পরিবেশ দ–ষিত করছে। পরিবেশ দ–ষণের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। এটা পারিপার্শ্বিক ভারসাম্য ধ্বংস করে বিভিন্ন রোগ ঘটায়। বর্তমানে জনগণ আমাদের অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দ–ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন।

৯৫. বন নিধন

বন নিধন যা আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ তা বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে এবং এর জন্য মানুষই দায়ী। বন নিধন অর্থ নির্বিচারে গাছ কাটা বা গাছ ধ্বংস করা। আমাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত উচ্চহারে বাড়ছে এবং এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার বসবাস ও চাষাবাদের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন। অসংখ্য উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের অনেক রাস্তাঘাট, সেতু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। ফলে বৃক্ষ ও বনের জন্য জমি দিন দিন কমছে। খাবার রান্না ও পিচ গলানোর জন্য আগুন জ্বালিয়ে, মানুষ গাছপালা ধ্বংস করছে। আমাদের পরিবেশের উপর বন নিধনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আছে। বন নিধন কার্বন ডাইঅক্সাইড, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া বন্যা, ঘ–র্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এসবকিছুই বন্য জীবন এবং আমাদের পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই আমরা বলতে পারি যে মানুষই বন নিধনের জন্য দায়ী। পরিবেশ রক্ষার্থে আমাদের গাছ কাটা বন্ধ করা এবং

holycrossrajshahi.com

অনেক গাছ লাগানো উচিত এবং সরকারের উচিত গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯৬. ধ–মপান : একটি অভ্যাসজনিত অসুস্থতা

ধ–মপান একটি খুব খারাপ অভ্যাস যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। পুড়ে যাওয়া তামাকের ধোঁয়া গ্রহণ করাকে ধুমপান বলা হয়। পাইপ নামক একটি সরঞ্জামের মধ্যে বা তামাকের পাতা কাগজে মুড়িয়ে ও পেঁচিয়ে তামাককে পোড়ানো যেতে পারে। এটা ক্যান্সার, হৃদরোগ, জটিল ব্রংকাইটিস এবং আরো নানা প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত মারাত্মক রোগ ঘটায়/সৃষ্টি করে। সিগারেটের ধোঁয়ার এক টানে পনেরো বিলিয়ন ক্ষতিকর পদার্থ থাকে। নিকোটিন ধ–মপানের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস। এটা রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, ধ–মপায়ীর দেহে অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ধ–মপায়ী অধ–মপায়ী অপেক্ষা ৭/৮ গুণ বেশি কোলন ক্যান্সার এবং হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকে। তাছাড়া, ধ–মপান বায়ুকে দ–ষিত করে। এটা আমাদের চোখ জ্বালাতন করে, নাকের ক্ষতি করে এবং মনকে অস্থির করে তোলে। এর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়ই ধ–মপানে অভ্যস্ত। তাই আমাদের উচিত মানুষের মধ্যে ধ–মপান বন্ধ করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯৭. লোডশেডিং/বিদ্যুৎ বিভ্রাট

লোডশেডিং আমাদের দেশে একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। বর্তমানে এটা জাতীয় দুর্যোগ। লোডশেডিংয়ের অনেক কারণ আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ত উৎপাদন লোডশেডিংয়ের প্রধান কারণ। বিদ্যুতের অপরিকল্পিত বিতরণও আরেকটি কারণ। তাছাড়া অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ এবং উৎপাদনের কৃত্রিম ঘাটতিও লোডশেডিং এর জন্য দায়ী। অধিকন্তু, সিস্টেম লসের অজুহাতে বিদ্যুৎ চুরি লোডশেডিংয়ের অন্যতম কারণ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লোডশেডিং সুদ–রপ্রসারী ফলের সমস্যা সৃষ্টি করে। লোডশেডিংয়ের কারণে সম্প–র্ণ জীবনযাপন রীতি গৃহস্থালী এবং শিল্প সংক্রান্ত উভয়ই স্থির হয়ে পড়ে। গৃহিণীদের রান্নাঘরে অন্ধকারে হাতড়ানোর ফলে গৃহস্থালী জীবন কষ্টকর হয়ে পড়ে। উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করে চলমান কলকারখানা এবং শিল্প একেবারে থেমে যায়। লোডশেডিংয়ের কারণে ছাত্ররা তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না এবং যথেষ্ট কষ্ট পায়। রোগীরা মারাত্মকভাবে কষ্ট পায় এবং সব ধরনের অপারেশন বন্ধ হয়ে যায়। লোডশেডিংয়ের ফলে ফ্রিজে রাখা খাদ্যসামগ্রী পচে যায়। আমরা মানবজাতিই এ লোডশেডিংয়ের জন্য দায়ী যা ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটায়।

৯৮. ট্রাফিক জ্যাম/যানজট

ট্রাফিক জ্যাম বা যানজট বলতে রাস্তায় চলমান যানবাহনের দীর্ঘ লাইনকে বুঝায় যা তীব্র যানজট সৃষ্টি করে। এখন এটা আমাদের দেশের বড় বড় শহর ও নগরীর রাস্তায় এক ধরনের দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এ যানজটের জন্য অনেক কারণ দায়ী। প্রথমত, অধিকাংশ রাস্তাঘাটই সংকীর্ণ ও অপরিকল্পিত। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার অনুপাতে রাস্তাঘাট খুবই অপ্রতুল/ অপর্যাপ্ত। তৃতীয়ত, প্রচুর লাইসেন্সবিহীন যানবাহন রাস্তায় চলাচল করে। তারপর অনেকে ড্রাইভার ড্রাইভিংয়ের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে সচেতন নয়। আবার অনেকে যান চলাচলের আইন মানতে রাজি নয়। পুনরায়, আরো অনেকে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে এবং ঝুঁকিপ–র্ণ ওভারটেক করতে আগ্রহী যা রাস্তায় অপ্রয়োজনীয় যানজট সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, রিকশা, অটোরিকশা, প্রাইভেট গাড়ি, ঠেলাগাড়ির মত ছোট ছোট যানবাহনও অসহনীয় যানজট ঘটায়। সর্বোপরি, এটা পরিচালনায় ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। যানজট আমাদের ম–ল্যবান সময় ধ্বংসকারী অনেক সমস্যা ঘটায়। যানজটের কারণে অফিসে গমনকারী, শিক্ষার্থী, রোগী এবং সাধারণ লোকজনকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু লোকজনের মঙ্গল ও সহজ চলাচলের জন্য এ অবস্থাকে কঠোর হাতে পরিচালনা/ দমন করতে হবে।

৯৯. বায়ু দ–ষণ

আমাদের পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ উপাদান বায়ু অনবরত দ–ষিত হয়ে আমদের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ু ছাড়া কোনো মানুষ বা জীবজন্তু বাঁচতে পারে না। সব ধরনের ধোঁয়া বায়ু দ–ষণের সবচেয়ে সাধারণ উৎস। খাবার রান্না করতে, আবর্জনা পোড়াতে এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য পিচ গলাতে মানুষ আগুন জ্বালায়। এসবগুলো ধোঁয়া সৃষ্টি করে এবং বায়ু দ–ষিত করে। কলকারখানা, ইটভাটা এবং শিল্প হতে নির্গত ধোঁয়া বায়ু দ–ষণ ঘটায়। উপরন্তু রাস্তাঘাটে চলমান বিভিন্ন মোটরযান যেমন গাড়ি, বাস এবং ট্রাক প্রচুর ধোঁয়া উদগীরণ করে বায়ু

দ–ষণ ঘটায়। উপরন্তু কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ও তেল পুড়িয়ে রেলওয়ে ইঞ্জিন এবং পাওয়ার হাউজগুলো ধোঁয়া সৃষ্টি করে বায়ু দ–ষিত করে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক বায়ু দ–ষণ বড় বড় নগর ও শিল্পাঞ্চলে ঘটে থাকে। বায়ু দ–ষণ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার বায়ুবাহিত রোগ যেমন রক্তের অস্বাভাবিক উচ্চচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি ঘটায়। মাঝে মাঝে মারাত্মক বায়ু দ–ষণ মৃত্যু ঘটায়। একমাত্র মানুষই অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবনের জন্য অনেক অনেক গাছপালা লাগিয়ে বায়ু দ–ষণ বন্ধ করতে পারে।

১০০. নারী উত্ত্যক্তকরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী উত্ত্যক্তকরণ আমাদের দেশে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সচরাচর স্কুল বা কলেজে পড়ুয়া মেয়েরা এবং কর্মজীবী মহিলারা এ সামাজিক বদ অভ্যাসের শিকার হয়। নারী উত্ত্যক্তকরণের পেছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত, নৈতিক ম–ল্যবোধের অভাব এবং অত্যাধুনিক পোষাক নারী উত্ত্যক্তকরণ ঘটায়। দ্বিতীয়ত, আইন শৃগুখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সচেতনতার অভাব এর অন্য কারণ। তৃতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য। বালিকা ও মহিলারা সচরাচর কিশোর বালক, রিকশা চালক, বাস চালক, ফেরিওয়ালা, ট্রাফিক পুলিশ এবং মাঝে মাঝে কর্মরত মহিলারা তাদের সুপারভাইজার বা সহকর্মীদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়। অশ-ীল মন্তব্য করা, শিস দেয়া এবং মোবাইল ফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট এর মাধ্যমে SMS বা নগ্ন ছবি প্রেরণের মাধ্যমে উত্ত্যক্তকারীরা তাদের বিপরীত লিঙ্গের লোকদেরকে হয়রানি করার সহজতম পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। যৌন হয়রানি ভুক্তভোগীদের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে। স্কুল ও কলেজ হতে মেয়েদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেড়ে যায়। নিপীড়িত মেয়েদেরকে মানসিক ও শারীরিক প–র্ণতা লাভের আগেই বিয়ে দেয়া হয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য শাসনের ক্ষমতা প্রদান এবং লিঙ্গ বৈষম্য দ–রীকরণ এ সামাজিক অভিশাপ কমানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হতে পারে।

১০১. নিরক্ষরতা

নিরক্ষরতা নিঃসন্দেহে একটা জাতির জন্য অভিশাপ যা দেশের সব রকম উন্নয়নম–লক কাজ বাধাগ্রস্ত করে। অশিক্ষা হচ্ছে লিখতে ও পড়তে অপারগতার অবস্থা যা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে বাধা হয়ে পড়ে। অশিক্ষিত লোকজন দেশের দ–রের কথা, সমাজের মঙ্গল ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের জনগণ সব ধরনের উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে কারণ এখানে এক বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিত লোকজন বসবাস করে। তারা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অপুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান হতে বঞ্চিত। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করতে পারেনি। ফলে, দারিদ্র্য সব সময়েই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। পুনরায়, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পুষ্টির জ্ঞানের অভাবে জনগণ ক্ষতি ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। উপরন্তু পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞানের অভাবের কারণে দেশের জনসংখ্যা ভীতিজনক হারে বাড়ছে। যা হোক, দেশ থেকে অশিক্ষা অবশ্যই দ–র করতে হবে। বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় সহ অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের মাধ্যমে অশিক্ষার সমস্যা সমাধান করা যায়।

holycrossrajshahi.com

১০২. প্রাকৃতিক দুর্যোগসম–হ

প্রাকৃতিক দুর্যোগসম–হ একটি দেশের বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্যের প্রতি এক বিরাট হুমকিস্বরূপ। বন্যা, ঘ–র্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয় ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো খুবই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। একটি দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের প্রতি এসব দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বন্যা প্রকৃতির একটি অতি পরিচিত ধ্বংসাত্মক শক্তি। এটি সাধারণত বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট হয়ে থাকে এবং লোকজন ও সম্পত্তির অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে থাকে। বন্যা পরবর্তী প্রভাব আরো ব্যাপক। ঘ–র্ণিঝড়ও মানুষের অনেক ভোগান্ি◌র কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু ঘ–র্ণিঝড় যেমন : সিডর, আইলা, হারিকেনের ফলে সৃষ্ট দুর্দশা বর্ণনাতীত, যেহেতু তারা বিপুলসংখ্যক জীবের এবং সমস◌্ এলাকার ক্ষতিসাধন করে। খরা যা আরেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্য উৎপাদনের সাধারণ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে এবং দেশকে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ভূমিকম্প একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘটিত হয় এবং মানব জীবন, প্রাণিকূল, বসতবাড়ি, রাস◌্া-ঘাটের ক্ষতিসাধন করে সে এলাকাকে মরুভূমিতে পরিণত করে। বাংলাদেশও নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন : বন্যা, ঘ–র্ণিঝড়, খরা, নদী-ক্ষয় এবং এরকম আরও দুর্যোগের কাছে অসহায়। এসকল দুর্যোগ মানুষের জন্য অবর্ণনীয় ভোগান্ি◌ সৃষ্টি করে।

১০৩. শব্দ দ–ষণ

শব্দ দ–ষণের অনেক কারণ রয়েছে যা মানব মন ও শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শব্দের কম্পন যখন শুনতে শ্রুতিকটু, কর্কশ এবং অসনে◌্াষজনক হয় তখনই শব্দ দ–ষণ ঘটে থাকে। তীব্র শব্দ দ–ষণ শহর, নগর ও শিল্প এলাকায় সংঘটিত হয়ে থাকে। শব্দ দ–ষণের অনেক কারণ রয়েছে। জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলে যন◌্রর অতিরিক্ত ব্যবহার শব্দ দ–ষণের প্রধান কারণ। রাস◌্ায় চালিত বিভিন্ন মোটরগাড়ির হাইড্রোলিক হর্ণ ও হুইসেলও তীব্র শব্দ দ–ষণের কারণ। কল-কারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দ ও শব্দ দ–ষণের পেছনে বহুল পরিমাণে দায়ী। রাস◌্ায় মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকারে গান শোনা, বিভিন্ন ধরনের ড্রাম বাজানো, শে-াগানের চিৎকার ইত্যাদিও ক্ষতিকর শব্দ দ–ষণের কারণ হয়ে থাকে। শব্দ দ–ষণ হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, বধিরতা ইত্যাদির মত মারাত্মক রোগের কারণ হয়ে থাকে। শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হাসপাতালে রোগীরা শব্দ দ–ষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস◌্ হয়ে থাকে। শ্রুতিকটু ও অসনে◌্াষজনক শব্দ প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন যাপনের জন্য মানুষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা শব্দ দ–ষণ নিবারণ করতে পারে।

১০৪. এসিড সন◌্াস

এসিড সন◌্াস আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত অপরাধগুলোর অন্যতম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালিকা, মহিলা ও শিশুরা এসিড সন◌্াসের শিকার হয়। কখনও কখনও অপরাধ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, সামাজিক কারণ ও পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়– এসব কারণে ঘটে। আরেকটি কারণ হচ্ছে মেয়েদের দ্বারা প্রেম কিংবা বিয়ের প্রস◌্াব প্রত্যাখ্যান। তাছাড়া, যৌতুক পরিশোধে দেরি হলে কনে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। অধিকন্তু, যখন কোনো প্রতারিত প্রেমিক তার প্রেমিকার হৃদয় জয়ে ব্যর্থ হয়, তখন সে প্রতিশোধস্পৃহা থেকে এসিড নিক্ষেপের পথ অবলম্বন করে। আবার এমনও ঘটে যে কোনো মেয়ের প্রেমকে উপেক্ষা করে তার মা-বাবা অন্য কোনো লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়। তখন তার প্রেমিক অন্য উপায় না পেয়ে সেই মেয়ের মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে, যাকে সে কিছুদিন আগেও ভালোবাসতো। এসিড নিক্ষেপের পরিণাম খুব ধ্বংসাত্মক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা আহতাবস্থায় এবং এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যারা বেঁচে যায়, তারা দুর্বিষহ জীবনের ঘানি টানে। তারা হয় পঙ্গু নয় তো পক্ষাঘাতগ্রস◌্ হয়ে পড়ে। ভুক্তভোগীদের চেহারা ভীতিকর ও বিকৃত হয়ে যায়। কখনও কখনও ভুক্তভোগীরা তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

১০৫. দ্রব্যম–ল্য বৃদ্ধি

দ্রব্যম–ল্য বৃদ্ধি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ম–ল্যবৃদ্ধি বর্তমান কালে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম আমাদের দেশের দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকদের নাগালের বাইরে গিয়ে আকাশ স্পর্শ করছে। এই ম–ল্যবৃদ্ধির পেছনে অনেক কারণ আছে। অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় পণ্যাদি গোপনে মজুত করা ম–ল্যবৃদ্ধির কারণগুলোর একটি। ব্যবসায়ী ও গড়পড়তা লোকেরা চোরাকারবারি ও কালোবাজারির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা উপার্জন করেছেন। এটা মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। নিম্ন উৎপাদনের কারণে যোগাযোগের স্বল্পতাও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ম–ল্যবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। বর্তমানে সিন্ডিকেট ব্যবসা এই দুর্যোগের সাথে যুক্ত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের দেশে ম–ল্যবৃদ্ধি আরও মারাত্মক। ম–ল্যবৃদ্ধির ফলে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ অসহনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। দ্রব্যম–ল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারি কলাকৌশল ত্রুটিপ–র্ণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবৈধ মজুতকারী, চোরাকারবারি ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতাই পারে দেশ থেকে এ অভিশাপ দ–র করতে।

১০৬. জলবায়ু পরিবর্তন

তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহের ধরন এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনসহ পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। এটি এখন একটি প্রধান বৈশ্বিক সমস্যা। গ্রীনহাউজ গ্যাস যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও সি.এফ.সি. থাকে, তা এই জলবায়ু পরিবর্তনের ম–ল কারণ। আমাদের পরিবেশ যা একটি ওজোন স◌্র দ্বারা সুরক্ষিত থাকে তা স–র্য থেকে আসা গ্রীনহাউজ অভিঘাত সৃষ্টিকারী অতি বেগুনী রশ্মির প্রবেশকে প্রতিহত করে। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সকল সমস্যার মধ্যে নিকৃষ্ট যা পরিবেশের সকল গাছপালা ও প্রাণিকুলের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অনেক গাছপালা ও পশুপাখি আছে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সহজ শিকার। এরই মধ্যে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল দীর্ঘতর হচ্ছে আর শীতকাল ছোট হয়ে যাচ্ছে। নদীতট ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে আর ফসলের জমি কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের নদ-নদীতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে যার ফলে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। অধিকন্তু, এখন এদেশ বন্যা, খরা ও অন্যান্য দুর্যোগ দ্বারা ঘন ঘন আক্রান◌্ হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিগত শতাব্দীতে সমুদ্রের উচ্চতা ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বেড়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও ভীষণ ঝুঁকিতে আছে। এসবই ভূমিহীন মানুষ ও জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

১০৭. আর্সেনিক দ–ষণ

আর্সেনিক, একটি প্রাণঘাতী ও বিষাক্ত পদার্থ যখন পানির সাথে বিশেষ করে টিউবওয়েলের পানির সাথে মিশে যায়, তখন আর্সেনিক দ–ষণ ঘটায়। আর্সেনিক ভঙ্গুর উপাদানের দ্বারা গঠিত শ্বেত যৌগের এক বিষাক্ত পদার্থ। তখনি আর্সেনিকের বিষক্রিয়া ঘটে যখন এর (মানব শরীর) প্রবিষ্ট উপাদানের পরিমাণ সহ্যক্ষমতা অতিক্রম করে। আর্সেনিক দ–ষণের কিছু কারণ আছে। ভূ অভ্যন◌্রভাগে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটার কারণে, ধাতব আর্সেনিক, তরল আর্সেনিকে পরিণত হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দ–ষিত করে। অতিমাত্রায় টিউবওয়েলের পানির ব্যবহারও আর্সেনিক দ–ষণের আরেকটি কারণ। আর্সেনিক বিষক্রিয়া তীব্র হয়ে পড়ে যখন এর কিছু পরিমাণ পুনঃপুনঃ শরীরে প্রবেশ করে। অতঃপর যকৃতে গিয়ে এটি

holycrossrajshahi.com

বিষে রূপান্ত্রিত হয় এবং ম–ত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। আর্সেনিকের কিছু প্রাণঘাতী প্রভাব আছে। ত্বক, হৃৎপিন্ড, পাকস্থলি, যকৃৎ, কিডনী এবং হাড়ের উপর অনবরত চুলকানি, কাশি, চক্ষু প্রদাহ আর্সেনিক আক্রমণের লক্ষণ। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েল চিহ্নিত করা আর্সেনিক দ–ষণ অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পারে।

১০৮. বৈশ্বিক উষ্ণতা

পৃথিবীর চারিদিকে বৈশ্বিক উষ্ণতার অনেক কারণ আছে। আমাদের উপর এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব আছে। 'গ্রীন হাউস' প্রতিক্রিয়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। আমাদের পরিবেশ একটা ওজোনস্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত যা স–র্যের অতি বেগুনী রশ্মির প্রবেশকে প্রতিহত করে। কিন্তু আমাদের চারদিকের বন নিধন এবং বর্ধিত হারে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এ স্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত্র করে। স–র্যের তাপ সরাসরি পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানীরা এই বর্ধিত তাপ সম্বন্ধে চিন্ত্রিত। কারণ এটা মেরুঅঞ্চলের বরফ গলাচ্ছে। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে মহাসাগরের জলরাশির স্ত্রর বেড়ে যাবে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসম–হ ও কৃষিজমিকে প-াবিত করবে। তাছাড়া এটা মানবজাতির খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়ে দেবে এবং বন্য জীবন ও বনভূমির ধ্বংস বা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে। সুতরাং 'গ্রীণ হাউস' প্রতিক্রিয়া বন নিধন ও সিএফসি গ্যাস বৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ। তাই এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ কমাতে বা বাধা দিতে হবে।

Composition Writing (রচনা লিখন)

০১. বাংলাদেশে নারীশিক্ষা
অথবা, বাংলাদেশে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই আমাদের সমাজে নারীর গুরুত্ব পুরুষের তুলনায় কম নয়। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, মনস্ত্রাত্ত্বিক ও নৈতিক স্ত্রর সমগ্র জাতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। ফলে দেশের জাতীয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নে নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু দৃশ্য বিবরণী এতোটা সন্ত্রোষজনক নয়।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, নারীরা খুব গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করেন। মা, বোন ও গৃহিণী হিসেবে তাদের কাজ খুব গুরুত্বপ–র্ণ। তারা তাদের সন্তানদের প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেন। মানসিক গঠন, স্বভাব, ব্যবহার, নৈতিক ম–ল্যবোধ, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব– সন্তানদের সবকিছুই নারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এমনকি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা অনেকাংশে তাদের যত্ন ও সচেতনতার উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক জীবনে নারীরা খুব গুরুত্বপ–র্ণ বিষয়। যেহেতু তারা সমাজ এবং রাষ্ট্রে এত গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করে সেহেতু তাদেরকে যথাযথভাবে শিক্ষিত হতে হবে। যদি তার শিক্ষিত না হয় তাহলে পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত্র হবে।

রাষ্ট্রে একজন নারীর নাগরিক হিসেবে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁকে তাঁর অধিকার, সুযোগ ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। যদি তিনি শিক্ষা পান তবে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।

আমাদের সমাজে নারীরা খুব অবহেলিত। তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত। যদি তাঁরা শিক্ষা পান, তবে তাঁরা শক্তি পাবেন এবং কেউ তাঁদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

বাংলাদেশ সরকার নারীশিক্ষার অগ্রগতি সাধনে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্ত্রর পর্যন্ত্র নারীশিক্ষা অবৈতনিক করেছে। শিক্ষায় নারীদের উৎসাহিত করতে চাকরিতে কোটার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া, নারীশিক্ষার অগ্রগতিসাধনে গণমাধ্যম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে এমন এক দিন আসবে যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে সব নারীরা পুরুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। শুধুমাত্র এখনই আমরা একটি উন্নত জাতির আশা করতে পারি।

০২. আমার প্রিয় কবি (কাজী নজরুল ইসলাম)
বা, তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব

কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি বিদ্রোহী কবি নামে সমধিক পরিচিত তিনি আমার প্রিয় কবি। আমি সব বিখ্যাত কবিদেরই প্রশংসা করি কিন্তু আমি নজরুল ইসলামকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। তাঁর কবিতা আমার জন্য এক বিরাট আকর্ষণ। যখন আমি তাঁর কবিতা পড়ি, আমার অন্ত্রর নেচে ওঠে ও রক্ত উদ্দীপিত হয়।

নজরুল ইসলাম আমার শিক্ষক, নির্দেশক। আমি তার কবিতার কিছু বিখ্যাত লাইন আবৃতি করতে পছন্দ করি। হতাশার সময় নজরুলের কবিতাগুলো আমাকে আশা ও সাহস জোগায়। যদিও আমি একজন ভালো গায়ক নই, আমি তাঁর কিছু বিখ্যাত গান গাইতে পছন্দ করি। নজরুল ইসলামের বিপ-বী চেতনাসমৃদ্ধ লেখাগুলো আমি ভালোবাসি ও প্রশংসা করি।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র কিন্তু অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করার জন্য ভালো সুযোগ পায়নি। তিনি প্রকৃতিগতভাবে অস্থির বালক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁর চারিদিকে তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। স্কুলের ছাত্র, মকতবের শিক্ষক, বেকারী দোকানের সহকারী, যাত্রাদলের গান রচয়িতা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর রচিত বই 'অগ্নিবীণা', 'বিশের বাঁশী', 'বিদ্রোহী', 'সর্বহারা', 'বুলবুল', 'ধ–মকেতু' প্রভৃতি তাঁর উলে-খযোগ্য সাহিত্যকর্ম। এগুলোর বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি হাজার হাজার গান ও গজল রচনা করেছেন। তিনি অনেক উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং কবিতাও লিখেছেন। তাঁর কবিতাগুলো আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হাজার হাজার লোককে অনুপ্রাণিত করেছিল।

নজরুল একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও একজন নাট্যকার ছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে খুবই/ ভীষণ সমাদৃত। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের কখনও মৃত্যু হবে না।

০৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ
বা, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সাম্প্রতিক সমস্যা যা সমগ্র জাতিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের দেশ সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন। লোকজন বিশেষ করে যারা গ্রামে অথবা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে তারা ঘ–র্ণিঝড়, বন্যা এবং অনাবৃষ্টির হুমকিতে বসবাস করে।

পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক কারণ রয়েছে। উচ্চ তাপমাত্রা, অধিক বৃষ্টিপাত/তুষারপাত, আবহাওয়ার নানা ঘটনা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি জলবায়ুর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ। কার্বন নির্গমনের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ গলে উচ্চ পানিপ্রবাহ ও মারাত্মক বন্যার সৃষ্টি করছে। বৃক্ষনিধন হচ্ছে অন্যতম কারণ যা পরিবেশে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

holycrossrajshahi.com

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন পানি সম্পদ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য, গণস্বাস্থ্য এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসহ বিভিন্ন খাতকে প্রভাবিত করবে। জলবায়ু পরিবর্তন ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনগণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্ত্মার করেছে। এটা অনেক উন্নয়নম–লক ও পরিবেশগত সমস্যার অবনতি ঘটায় এবং বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের বন্যাআক্রান্ত অঞ্চল বৃদ্ধি করে।

এটা অনুমান করা হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার ম–ল্যবান কৃষি জমি বিশেষভাবে আমাদের দেশের যেসব এলাকা নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। সুন্দরবন এবং উষ্ণমন্ডলের বনগুলোতে জীববৈচিত্র্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব কিছুর প্রভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ব্যাপক সংখ্যক লোকজন গৃহহীন, ভূমিহীন হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে শোচনীয় জীবন যাপন করতে হবে।

বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অরক্ষিত লোকজন প্রতিনিয়ত তাদের বাসস্থান উঁচুস্থানে সরিয়ে অথবা শস্যের ধরন পরিবর্তন করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারের এবং বৈদেশিক সাহায্যও প্রয়োজন।

০৪. বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। পুরো দেশজুড়ে ২৩০টিরও বেশি নদ-নদী আছে। দেশের জন্য গুরুত্ব সত্যিই বিশাল। আমাদের কৃষি, শক্তি খাত, জলপথে যোগাযোগ, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি অনেকাংশে আমাদের নদ-নদীর ওপর নির্ভরশীল।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং কর্ণফুলি হচ্ছে আমাদের প্রধান নদী। এছাড়াও আমাদের দেশে অনেক ছোট নদ-নদী রয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে সকল নদ-নদীই প্রয়োজনীয়। আমাদের কৃষিতে নদী গুরুত্ব–র্ণ ভূমিকা পালন করে। নদী পানি সরবরাহ করে এবং পলিমাটি সংগ্রহ করে জমি উর্বর করে। মাটিকে উর্বর করে বলে পলিমাটি প্রচুর শস্য জন্মাতে সাহায্য করে।

নদ-নদী মাছে পরিপ–র্ণ থাকে। মাছ প্রোটিনের অন্যতম উৎস যা মানুষের দেহের জন্য খুব গুরুত্ব–র্ণ। অনেক লোক মাছ ধরে ও বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে নদ-নদী আমাদের অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যে বিশাল ভূমিকা রাখে।

নদ-নদী আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্ব–র্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের নদ-নদী পরিবহনেরও ভালো ব্যবস্থা। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে নদ-নদী ব্যাপকভাবে কাজে লাগে। অতএব যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদ-নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

মাঝে মাঝে নদীগুলো শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে কর্ণফুলির পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাই।

মাঝে মধ্যে নদ-নদী আমাদের জন্য অভিশাপ হয়। বর্ষাকালে নদ-নদী কানায় কানায় প–র্ণ হয়। সেগুলো বন্যা সৃষ্টি করে এবং বন্যা অনেক দুর্দশা ঘটায় এমনকি লোকজন ও পশুর মৃত্যু ঘটায়। নদীভাঙ্গন আমাদের জন্য অন্য এক অভিশাপ। প্রতি বছর অনেক লোক গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে এবং নদীভাঙ্গনের কারণে আমরা আমাদের অনেক চাষযোগ্য জমি হারাই।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের নদ-নদী আমাদের জন্য একটা বড় সম্পদ। যদি আমরা তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তবে তারা আমাদের জন্য অনেক উপকার বয়ে আনবে।

০৫. পরিবেশ দ–ষণ

পরিবেশ দ–ষণ বিশ্বের জন্য এক বড় সমস্যা। বাতাস, পানি ও মাটি আমাদের পরিবেশের ম–ল উপাদান। পৃথিবীতে আমাদের অস্ত্মিত্বরক্ষার জন্য এসব উপাদান অত্যন্ত গুরুত্ব–র্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিমুহ–র্তে আমরা এগুলো দ–ষিত করছি।

বাতাস একটি গুরুত্ব–র্ণ উপাদান। ধোঁয়া তৈরির মাধ্যমে আমরা বাতাস দ–ষিত করি। রান্না করতে, পিচ গলাতে এবং ইট পোড়াতে আমরা ধোঁয়ার সৃষ্টি করি। আবার মোটরযান বাতাসে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, প্রত্যহ আমরা অধিক পরিমাণে বৃক্ষ নিধন করছি। এটা বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ হচ্ছে। এটা মানুষের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করে।

পানি আমাদের পরিবেশের আরেকটি গুরুত্ব–র্ণ উপাদান। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা এটাও দ–ষিত করছি। পানি বিভিন্নভাবে দ–ষিত হয়। শিল্প বর্জ্য ও গৃহস্থালির বর্জ্য নদী, খাল ও পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। কৃষকদের ব্যবহৃত রাসায়নিক সারও পানিতে মিশে এবং পানি দ–ষিত হয়। এমনকি সাগরও দ–ষণ হতে মুক্ত নয়। পানির মাছ এবং উদ্ভিদ এই বিপদ হতে মুক্ত নয়।

আবার প্রত্যহ আমরা মাটি দ–ষণ করে চলছি। আমরা বৃক্ষ নিধন করছি। এটা মাটির দ–ষণ ঘটায়। কখনও কখনও আমরা প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য এবং বিষাক্ত দ্রব্য মাটিতে ফেলি। এগুলোও মাটি দ–ষিত করে।

দ–ষণ রোধে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। এই মারাত্মক দ–ষণের পরিণাম হলো মৃত্যু। দ–ষণ রোধে আমাদের অধিক বৃক্ষরোপণ করা দরকার। শিল্প বর্জ্যসম–হ সরাসরি পানিতে নিক্ষেপ করা আমাদের উচিত নয়। দ–ষণ কমাতে ছাত্রদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তারা বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাতে পারে। তারা জনগণকে দ–ষণের খারাপ দিক সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।

আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করা দরকার। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এটা গুরুত্ব–র্ণ। দ–ষণ রোধে সরকারেরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অন্যথা, এটা আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

০৬. মাদকাসক্তির বিপদ আপদ বা, মাদকাসক্তি

মাদকের আরেক নাম ঔষধ, কিন্তু যখন এটা এমন নির্বিচারে ব্যবহৃত হয় যে গ্রহীতার স্নায়ুতন্ত্র অক্ষম/অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন তা আসক্তি। মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এটি ম–লত একটি জাতির যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। উপরন্তু এটি নৈতিকতা ধ্বংস করে এবং সমাজে আরো অন্যান্য অপরাধের সৃষ্টি করে।

ষাটের দশক পর্যন্ত এটি ছিল পশ্চিমের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা। ষাটের দশকের শেষকাল থেকে এটা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন মাদকাসক্তির চিত্র খুব একটা সুখকর নয়। যুবকদের একটি অংশ বিভিন্ন ধরণের মাদকে আসক্ত হচ্ছে।

মাদকাসক্তির পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। চরম বেকারত্ব, বেদনাদায়ক দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, জীবনে কোনো বিশেষ লক্ষ্যহীনতা মাদকাসক্তির কারণ। তারা প্রথমে ঔৎসুক্যের বশে এগুলো গ্রহণ করে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে আমাদের অনেক তরুণ-তরুণী, এমনকি টিন এজাররাও হরেক রকম মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছে।

মানবদেহে মাদকের ভীতিকর প্রভাব রয়েছে। এটি আসক্ত লোককে এক অবাস্তব স্বপ্নিল জগতে নিয়ে যায়। আসক্ত ব্যক্তির ঝিমানোর অনুভূতি হয়, তার খিদে কমে যায় এবং সে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। এগুলো মস্তিষ্ক ও দেহাভ্যন্তরের কার্যাবলীর ক্ষতিসাধন করে এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

মাদক পাচারের জন্য মৃত্যুদন্ডসহ সত্যিকার কঠোর আইন অবশ্যই রাখতে হবে। আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কোনো ঔষধ সরবরাহ করা যাবে না। মাদক গ্রহণের বিপজ্জনক প্রভাব সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বেড়ে ওঠার বিষয়ে মা-বাবাদের অবশ্যই আরও যত্নশীল হতে হবে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে দেশব্যাপী

holycrossrajshahi.com

প্রচারণা চালাতে হবে। মাদকাসক্তি দ–র করা একটি বিরাট কাজ। এটি করতে সম্মিলিত এবং সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার।

০৭. স্বদেশপ্রেম/দেশপ্রেম

নিজের মাতৃভূমির জন্য মানুষের ভালোবাসাই দেশপ্রেম। এটা একটি মহৎ/শাশ্বত গুণ। মাতৃভূমির প্রতি যে লোকের ভালোবাসা আছে সে দেশপ্রেমিক। একজন দেশপ্রেমিকের স্বদেশপ্রেম তাকে যেকোন ম–ল্যে বিদেশী আক্রমন থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করতে পরিচালনা করে এবং দেশের উন্নতির জন্য সে তার জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। একজন দেশপ্রেমিকের কাছে দেশ হচ্ছে তার মায়ের মত এবং সে কখনো তার দেশের সম্মান রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না।

একজন দেশপ্রেমিকের দেশপ্রেম হচ্ছে তার ভালো অনুভূতি, ভালোবাসা, আবেগ এবং দেশের প্রতি তার শুভ কামনা। শুধুমাত্র দেশপ্রেমই একজন মানুষকে তার দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের দিকে ধাবিত করতে পারে।

আমাদের দেশের জনগণ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রায় তিন মিলিয়ন লোক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। শক্তিশালী দেশপ্রেম ব্যতীত এটি সম্ভব ছিল না।

গোঁড়া বা অন্ধ দেশপ্রেম ভালো নয়। এটা জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও ঈর্ষা উদ্রেক করে। এটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে/ঘটায়। এ কারণে তার নিজের দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যখন গোঁড়া দেশপ্রেম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, এটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল বয়ে আনে। হিটলারের গোঁড়ামিপ–র্ণ ভালোবাসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স–চনা করেছিল যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রানহানি ঘটে এবং জার্মানি ও জাপানের জন্য অসম্মান বয়ে আনে। অন্যদিকে সত্যিকারের দেশপ্রেম মানবদরদী দেশপ্রেমে পরিচালিত হয়। এটি বিশ্বের জাতিসম–হকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তার নিজের দেশকে ভালোবাসে এবং অন্যের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে। সে কখনো অন্য লোকের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা ঘৃণা করে না। এভাবে তার মনোভাব হচ্ছে সার্বজনীন মঙ্গল ও শান্তির জন্য। সে বিশ্বের গৌরবে পরিণত হয়। প্রত্যেক ধর্মই আমাদেরকে দেশপ্রেমিক হতে বলে। এটা একটি মহৎগুণ। আমাদের জীবনে এ গুণের পরিচর্চা করা উচিত।

০৮. ইন্টারনেট- আশীর্বাদ বা অভিশাপ

ইন্টারনেট হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিস্ময়। এটি সত্যিই বিশ্বে একটি বিরাট বিপ-ব সৃষ্টি করেছে। এটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিত্তিক/নির্ভর বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক পদ্ধতি। ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার আছে। এমন সুবিধা নেই বললেই চলে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

ইন্টারনেট অনেকগুলো/অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি নেটওয়ার্ক দশ, একশ এমনকি হাজার হাজার কম্পিউটারকে সংযুক্ত করতে পারে।

আমরা এর মাধ্যমে তথ্য জ্ঞান, আবিষ্কার, পদ্ধতি, কৌশল, প্রযুক্তি, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি সবধরনের তথ্যাদি পেতে পারি। এটা আমাদেরকে একে অন্যের সঙ্গে তথ্যাদি, উপাত্তভান্ডার প্রভৃতি ভাগ করে নিতে সাহায্য করে। এখন সমস্ত পৃথিবীর লোক ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম খরচে ও কার্যকরভাবে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এটা এখন পৃথিবীকে এক বৈশ্বিক গ্রামে রূপান্তরিত করেছে। এটা সরকার, ব্যবসা সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নতুন সুযোগ সুবিধা বয়ে এনেছে। এটা সরকারের বিভিন্ন স্তরে স্বচ্ছতা রক্ষায় সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে গুরুত্বপ–র্ণ তথ্য ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা ইন্টারনেট থেকে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে তাদের গবেষণা চালাতে পারে।

তাছাড়া, এটা ক্রেতা সাধারণকে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপনের অন লাইন সুবিধা প্রদানে সাহায্য করে। আজকাল অনেক লোক কেনাকাটা, বিল পরিশোধ ও অনলাইন ব্যাংকিং এর জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আমরা সহজে আমাদের অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস ডাউনলোড ও আপলোড করতে পারি। যা হোক, এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও আছে। আজকাল অনেক লোক বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা এলোপাথাড়িভাবে এর অপব্যবহার করছে। তারা প্রায়ই এটা ব্রাউজ করে বা এর মাধ্যমে কথাবার্তা/আলাপ আলোচনা করতে থাকে। তারা মাঝে মাঝে বিবেচনাহীনভাবে ইন্টানেট ব্যবহার করে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিমগ্ন থেকে অনেক সময় নষ্ট করে। এভাবে তারা তাদের ম–ল্যবান সময় ও লেখাপড়া নষ্ট করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে। মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যক অপরাধী ও সন্ত্রাসী ইন্টারনেটের সুবিধা নিয়ে তাদের মারাত্মক লক্ষ্য অর্জন কার্যকর করে।

এভাবে আমরা দেখি যে ইন্টারনেটের অনেক/অসংখ্য ব্যবহার আছে। এগুলো ছাড়াও এর কিছু কিছু অপব্যবহারও আছে। সুতরাং বিশ্বের বাকী অংশের সাথে তাল মিলাতে আমাদের বিচক্ষনতার সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার করা উচিত।

০৯. ছাত্র ও সমাজ সেবা

ছাত্ররা জ্ঞানের মন্দিরে প–জারি। ছাত্রদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করা। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত যা তাদেরকে সমাজে ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে তুলবে। সঠিক জ্ঞান অর্জন ব্যতীয় তারা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে সক্ষম হবে না। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রজীবন প্রস্তুতির জীবন– সামনে পড়ে থাকা জীবনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। অতএব অধ্যয়ন তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ কাজ হওয়া উচিত।

আমাদের মত অনুন্নত দেশে ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি অনেক কিছু করতে পারে। মাঝে মাঝে তারা সামাজিক কর্মকাডে নিয়োজিত হতে পারে। নিজেদেরকে সামাজিক কর্মকাডে যুক্ত করে তারা অনেক কল্যাণময় কাজ করতে পারে।

গণ নিরক্ষরতা একটি বড় সমস্যা। এই ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররা বড় অবদান রাখতে পারে। শহরে তারা বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালু করতে পারে এবং দীর্ঘ ছুটিতে বাড়ি গিয়ে তারা গ্রন্থাগার, নৈশ বিদ্যালয়, ক্লাব, ব্যায়ামাগার ও আরও অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তারা স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করতে পারে এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে লোকজনকে সতর্ক করতে পারে।

দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে ছাত্রদের প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশের যেকোনো প্রকার দুর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে তাদেরকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। যখন একটি দেশ বন্যা বা দুর্ভিক্ষের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয় তখন তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকজনকে সাহায্য দিয়ে সামাজিক সেবা করতে পারে। তারা অর্থ, কাপড়, কম্বল, খাবার প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারে, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় যেতে পারে এবং অর্থ ও অন্যান্য উপাদান বণ্টনে সাহায্য করতে পারে।

এমনকি বয়স্কাউট, গার্ল গাইড, রোভার স্কাউট ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের গুরুত্ব অনেক। যদি তাদেরকে জ্ঞানের এইসব শাখায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে আন্তরিকভাবে সেবা ছড়িয়ে দিতে তারা গড়ে উঠবে। তাহলে তারা মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা জয় করতে পারবে।

১০. আমার শৈশব স্মৃতি
অথবা, আমার শৈশবের কিছু স্মৃতি

শৈশব মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সময়। প্রত্যেকে তার শৈশবের দিনগুলো স্মরণ করতে পছন্দ করে এবং আমিও এর ব্যতিক্রম নই। যখনই আমি আমার শৈশবের স্মৃতি স্বরণ করি, আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

আমার জীবনের প্রথম চারটি বছরে কী ঘটেছিল তা আমি মনে করতে পারি না বললেই চলে। কিন্তু যতদ–র মনে পড়ে, আমি পরিবারের সবার কাছে স্নেহ ও ভালোবাসার বস্তু ছিলাম। পরিবারের সবাই আমাকে খুব ভালোবাসতো।

আমি আমার শিখনের শুরুর দিনটি সস্নেহে স্মরণ করি। আমার বয়স তখন

পাঁচ বছর ছিল।

আমাকে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আমাকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছিল। গ্রাম্য পাঠশালাটি আমার কাছে চমৎকার স্থান ছিল। আমি সেখানে আমার বয়সী অনেক বালকের সাথে পড়া উপভোগ করেছিলাম।

কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি স্মরণ করি ঐদিনটি যেদিন আমার দাদি পরলোকগমন করেছেন। এটি আমার জীবনের বিষণ্ণতম দিন। আমার বয়স তখন নয় বছর। তাই আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি মৃত্যুর অর্থ কী। আমার বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমার মা প্রচন্ড কাঁদছিলেন এবং আমার চাচাও কাঁদছিলেন কিন্তু আমি খুব আর্তনাদ করেছিলাম। এমনকি এখনো তার মুখমন্ডল মনে হলেই আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

অন্য গুরুত্বপ–র্ণ ঘটনা যা আমার সম্প–র্ণ মনে পড়ে তা হচ্ছে আমার চাচার বিবাহ অনুষ্ঠান। আমার বয়স তখন ১২ বছর। আমাদের বাড়ি ছিল অতিথিতে ভরা এবং আমি আনন্দ উল-াসের মাধ্যমে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। আমার চাচি খুব উচ্চ শিক্ষিত; তিনি দয়ালু ও স্নেহশীল। শীঘ্রই তাঁর ভালোবাসা ও দয়া জয় করলাম। তিনি আমার শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন এবং আমার পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক হলেন। বিদ্যালয়ের বাইরের স্মৃতির মধ্যে, ফুল তোলার স্মৃতি, আম ও নারিকেল চুরি প্রভৃতি এখনও আমার মনে পড়ে। শৈশবের দিনগুলোতে আমি কতই না সুখী ছিলাম। আমি যদি আবার শিশু হতাম।

১১. শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষার্থীগণ জাতির ভবিষ্যৎ আশা। যেহেতু তারা পরিশীলিত ও স্নেহপরায়ণ তাই দেশের উন্নতির অনেক কিছু তাদের উপর নির্ভর করে। তাদেরকে সমাজের প্রচুর সেবা করতে হয়। যেকোন ইতিবাচক বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা রাখার শক্তি রয়েছে। যদি তারা বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসে তাহলে যেকোন কঠিন পরিস্থিতি জয় করতে পারে। এটি আমাদের ইতিহাসে স্পষ্ট।

লেখাপড়া শিক্ষার্থীদের প্রধান কর্তব্য। তাদের উচিত জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারনের দ্বারা জ্ঞানক্ষেত্র/জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা। এটাকে যথার্থই মানব জীবনের বীজবপনের মৌসুম বলা হয়। যদি তারা এই সময়ে ভালো বীজ বপন করে তাহলে ভবিষ্যতে ভালো ফসল পাবে। একজন ব্যক্তি ও একটি সম্প্রদায় যে সমস্ ে সমস্যার সম্মুখীন হয়; ছাত্রজীবন তা সমাধানের জন্য প্রস্তুতির সঠিক সময়। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আরো অনেক কর্তব্য আছে। সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। সমাজ থেকে অশিক্ষা দ–রীকরণে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু করতে পারে। তারা নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতেও নিরক্ষর/ অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দান করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উচিত মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা। শিক্ষার্থীরা কৃষকদেরকে কৃষির আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে। এই সকল কিছু করে তারা জাতির উন্নয়নে একটি বড় অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের আরো অনেক কর্তব্য আছে। তাদেরকে অবশ্যই দুঃস্থ, গরিব ও বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাংলাদেশ প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এ সমস্ ে দুর্যোগের সময় শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই আর্ত মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তারা ত্রানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার প্রচার চালাতে এবং সেগুলো দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই দলীয় রাজনীতি এড়িয়ে চলতে অথচ রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই অন্যদের অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে। শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নেতা। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত হতে হবে যাতে তারা তাদের কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে/ সঠিকভাবে পালন করতে পারে। তখনই আমরা আমাদের জন্য একটি অধিকতর ভালো ভবিষ্যৎ আশা করতে পারব।

১২. বাংলাদেশে বেকার সমস্যা

জীবিকা নির্বাহের কোনো কর্ম না থাকার অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। এই সমস্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়সম–হের একটি। এটি একটি অভিশাপ এবং আমাদের দেশে এটি খুব তীব্র আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এটি যে পরিমাণ চাকুরি সুবিধা দিতে পারে তার তুলনায় এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে, সরকার এত লোকের কর্ম যোগান দিতে সক্ষম নয়। উপরন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা রয়েছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সমর্থ নয় এবং আমাদের শিক্ষা এবং পেশাদার দক্ষতার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ফলে শিক্ষিত জনগণকে অনেক ভোগানি ে র শিকার হতে হয়।

আমাদের দেশের লোকজন সম্মানিত চাকরির জন্য লালায়িত এবং কিছু লোক শুধু অফিসার হতে চায়। কিছু লোক কষ্টসাধ্য কাজ অপছন্দ করে এবং তাই তারা কর্মহীন থাকে। এই সমস্যার পেছনে একটি বড় একটি কারণ।

বেকার সমস্যা অনেক সামাজিক সমস্যা যেমন মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা, সন¿াস, ছিনতাই, বল প্রয়োগ প্রভৃতি ঘটায়। আমাদের সমাজের বেকার লোকদের অনেক কষ্টকর জীবন পরিচালনা করতে হয় এবং তারা জাতির বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বেকারত্বের বোঝা বেকার লোকদের জন্য একটি বড় অভিশাপ হয়ে দাড়ায়।

বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে বাস ে বমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদেরকে শিল্পায়নে গুরুত্ব দিতে হবে এবং নতুন কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে। বৃত্তিম–লক শিক্ষাকে উৎসাহিত ও প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার হার বাড়াতে হবে যাতে লোকজন অতিরিক্ত জনসংখ্যার খারাপ ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। আমাদের শিক্ষিত তরুণদেরকে জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। তারা নিজেরাই ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন খামার, মাছ চাষ, শাকসবজি, উৎপাদন প্রভৃতি শুরু করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে এই বড় সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান। যদি এই সবকিছু বাস ে বায়ন করা যায় তাহলে সমস্যাটি অনেকাংশে কমে যাবে।

১৩. একটি রেল ভ্রমণ/একটি রেল ভ্রমণ যা আমি সম্প্রতি ভ্রমণ করেছি

ভ্রমণ সর্বদাই আমার কাছে আনন্দের বিষয় এবং রেল ভ্রমণ আমার সবচেয়ে প্রিয় ভ্রমণ। ২০১৫ সালের ৫ই জানুয়ারি আমি ট্রেনযোগে সিলেটে এক চমৎকার ভ্রমণ করেছিলাম। আমাদের কলেজ শীতকালীন ছুটিতে বন্ধ হয়েছিল। আমি ঢাকা থেকে সিলেটে আমার চাচার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আমার সাথে আমার এক চাচাতো ভাই ছিল। ভ্রমণটি আমার কাছে সত্যিই খুব উপভোগ্য ছিল।

আমরা দুটি প্রথম শ্রেণির টিকিট কিনেছিলাম। আমরা ট্রেনের জন্য প-াটফর্মে অপেক্ষা করছিলাম। শীঘ্রই স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল। অনেক ভিড় ঠেলে আমরা জানালার পাশে আসনের ব্যবস্থা করেছিলাম। ১০:৩০ মিনিটে ট্রেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে গেল।

ট্রেনটি ছিল মেইল ট্রেন। এটা শুধু বড় স্টেশনে থামত। আমি জানালার ভেতর থেকে বাইরে তাকাচ্ছিলাম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন উভয় পাশের সব বাড়ি এবং গাছপালা পিছন দিকে যাচ্ছিল। প্রতি মুহ–র্তে দৃশ্যগুলো পাল্টাচ্ছিল। দৃশ্য দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল।

ট্রেন ১২ টায় ভৈরব বাজার পৌঁছেছিল। আমরা স্টেশনে অনেক যাত্রী এবং হকার দেখেছিলাম। কিছু হকার ট্রেনে প্রবেশ করেছিল এবং বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করার জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করেছিল। আমি চকলেট ও জুস কিনেছিলাম। শীঘ্রই ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে গেল। ট্রেনটি তীব্র গতিতে সিলেটের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

holycrossrajshahi.com

অনেক যাত্রী তাদের নিজ জীবনের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তাদের কেউ কেউ আমাদের জাতীয় রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিল। আমার বাম পাশে বসা তরুণ লোকটি আমার সম্পর্কে এবং আমার ভ্রমণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম এবং সেও তার সম্পর্কে আমাকে বলেছিল।

দীর্ঘ ভ্রমণের পর অবশেষে ট্রেন সকালে সিলেট পৌঁছালো। আমি সেখানে আমার চাচাকে পেলাম। আমি তাকে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে ও আমার চাচাত ভাইকে আন্ত©রিক অভ্যর্থনা জানালেন। এটি প্রকৃতপক্ষে চমৎকার ভ্রমণ ছিল। আমি চিরকাল এটি মনে রাখব।

১৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

বর্তমানে বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা গুরুত্বপ–র্ণ বিষয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যেহেতু এটি একটি মারাত্মক সমস্যা তাই আমাদের অস্ি©ত্বের জন্য এর সমাধান করতে হবে। যদি আমরা তা করতে না পারি তবে অদ–র ভবিষ্যতে আমাদেরকে অনেক ভোগান্ি©র শিকার হতে হবে।

১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৯২৬ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে এর ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৪১। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬%। যদি এই হার বাড়তে থাকে, তবে পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। যদি সত্যিই তা ঘটে তাহলে জাতি এক কঠিন সমস্যায় পতিত হবে।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন্মহার ও মৃত্যুহার- দুটি প্রধান পরিবর্তনের ফলাফল। দুটি হারের মধ্যে বিস্ত©র পার্থক্য রয়েছে, যেজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক। জলবায়ুর প্রভাব, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য উচ্চ জন্ম হারের প্রধান কারণ। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে আমাদের জনগণের একটি বড় অংশ ছেলে সন্ত©ান কামনা করে। তারা মনে করে ছেলে সন্ত©ান পরিবারের আয়কে বৃদ্ধি করবে এবং ছেলে সন্ত©ানের আশায় তারা অধিক সন্ত©ান গ্রহণ করে। এটি খাদ্য, বস্ত্র, গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। যদি এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ দ্রুত নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে লোকজনকে কৃষি জমিতে এবং বনে বাড়ি বানাতে হবে এবং তাদের অনাহারে থাকতে হবে।

দুটি সন্ত©ানের বেশি নিয়ে পরিবার গঠন ঠিক নয়। বাল্যবিবাহ সম্প–র্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। আমাদের স্ত্রীলোকদেরকে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের ব্যাপারে অবগত করতে হবে। তাহলে আমরা এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি।

১৫. আমার প্রিয় শখ

শখ হচ্ছে অবসর সময়ে মজাদার কাজ। শখ মানুষের প্রিয় কাজকে বোঝায়। কিন্তু এটা তার প্রধান ব্যবসা নয়। একজন মানুষ সাধারণত মনে আনন্দ জোগাতে এটি করে থাকে। এটা তাকে অর্থ এনে দেয় না কিন্তু এটা তাকে আনন্দ ও সুখ দেয়। এটি আনন্দ পাওয়ার একটি গুরুত্বপ–র্ণ মাধ্যম। তাই জীবন উপভোগের জন্য এটা অত্যাবশ্যক।

বিভিন্ন ধরনের শখ রয়েছে যেমন বাগান করা, চিত্রশিল্প, ছবি আঁকা, ডাকটিকিট সংগ্রহ, অটোগ্রাফ সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ, ঘুড়ি উড়ানো, মাছ ধরা প্রভৃতি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের শখ থাকে। আমারও একটি শখ আছে। আমার শখ হচ্ছে বাগান করা।

আমাদের বাড়ির সামনে আমার একটা ছোট বাগান আছে। আমি আমার বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা লাগিয়েছি। আমি সঠিকভাবে আমার বাগানের যত্ন নিই। আমি কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করি। আমি আমার বাগানের ঘাস পরিষ্কার করি। মাঝে মধ্যে আমি ফুলের চারায় পানি দিই। আমি আমার বাগানের চারপাশে বেড়া দিয়েছি যাতে জীবজন্তু ও দুষ্ট ছেলেমেয়েরা কোনো ক্ষতি করতে না পারে। প্রতিদিন বিকেলে আমি আমার বাগানে অন্ত©ত দুই ঘণ্টা কাটাই। এর ফলে আমার রক্ত চলাচল ভালো থাকে। এছাড়াও, বাগান করা স্বাস্থ্য ও মনের জন্য খুব উপকারী। এটি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং আমার মনকে সতেজ রাখে। বাগানে ফুল ফুটলে আমি গর্ববোধ করি। যখন আমি আমার বাগানের ফুলের গন্ধ পাই, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

একটি মানুষের জন্য বাগান করা খুব উপকারী। এটি মানুষকে আনন্দ দেয়। এটি মানুষকে কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলে। যদি কেউ বিষাদ বোধ করে, সে তার বাগানে সময় কাটাতে পারে। এটি একজন ব্যক্তিকে তার বিষণ্নতা দ–র করতে সাহায্য করে। যদি সে তার বাগানে কিছু সবজি উৎপাদন করে তবে এটি পরিবারের অনেক খরচ বাঁচায়। অধিকন্তু, বাগানে কাজ করা একটি দৈহিক ব্যায়াম। তাই প্রত্যেকের একটি শখ থাকা উচিত।

১৬. বাংলাদেশের পাখি

পাখি হচ্ছে প্রকৃতির সুন্দর সৃষ্টি এবং আনন্দ ও পুলকের উৎস। তারা আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধ করে। বাংলাদেশ পাখির এক চমৎকার বাসস্থান। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে প্রায় ৫৭৫ প্রজাতির পাখি রয়েছে। তাদের মধ্যে ভ্রমণশীল এবং গৃহপালিত উভয় পাখিই রয়েছে। তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অতিথি বা ভ্রমণশীল পাখি যারা সেপ্টেম্বরে অথবা অক্টোবরে আসে এবং ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ পর্যন্ত© থাকে। অন্যান্য সব গৃহপালিত পাখি। বাংলাদেশে অতি পরিচিত কিন্তু মোটেই পছন্দনীয় নয় এমন পাখি হচ্ছে কাক। এটি শিকারি পাখি। এটি খুব ধ–র্ত। এটির কুৎসিত চেহারা এবং কর্কশ কণ্ঠের জন্য সাধারণত মানুষ একে অপছন্দ করে।

পরিচিত লুটতরাজ পাখি হচ্ছে চিল, গাংচিল, মাছরাঙা প্রভৃতি। তাদের তীক্ষ্ম চোখ, তীক্ষ্ম থাবা ও নখ আছে। তারা ছোঁ মেরে তাদের শিকার ধরে নিয়ে যায়। এদের স্বভাবের কারণে এদেরকে লুটতরাজ পাখি বলা হয়।

ঘুঘু একটি নম্র পাখি। এটিকে গানের পাখি বলা হয় যেহেতু এটি গানের জন্য বিখ্যাত। কবুতর একটি ছোট পোষা পাখি। কিছু মানুষ শখ হিসেবে এদেরকে পুষে থাকে। কাদাখোঁচা পাখি, বক পাখি এবং বুনো হাঁসকে খেলার পাখি বলা হয় যেহেতু তাদের শিকার করা হয় এবং খাদ্য ও খেলার জন্য হত্যা করা হয়।

কোকিল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের পাখি। বসন্ত©র আগমনে এটি আবির্ভূত হয়। তোতাপাখি, ময়না, চন্দনা, শ্যামা, কোয়েল ও শালিক হচ্ছে জনপ্রিয় গানের পাখি। দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি।

টুনটুনি, বাবুই ও আবাবিল হচ্ছে কারিগর পাখি। চড়ুই পাখি হচ্ছে খুব ছোট একটি পাখি। এটি খুব কর্মঠ ও তৎপর। আবার শকুন একটি পরিচিত পাখি। এটি মৃত পশুপাখির মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে।

পাখি আমাদের দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলে আকর্ষণ ও সৌন্দর্য যুক্ত করে। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

১৭. বৃক্ষনিধন

নির্বিচারে গাছ কাটাকে বৃক্ষনিধন বলা হয়। মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিবেচনাহীনভাবে গাছ কাটে। খাদ্য ও গৃহায়নের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যাপক পরিমাণে গাছ কাটা হচ্ছে এবং এভাবে এটা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। ফলে বিশ্বের পরিবেশ এক বিশাল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

বননিধনের অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অনেক আশ্রয়, কৃষি জমি, জ্বালানি, আসবাবপত্র ও আরও অনেক কিছু দরকার। ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণাম ভুলে গিয়ে এসব চাহিদা মেটাতে লোকজন নির্বিচারে গাছ কাটে। এছাড়াও কিছু অসৎ লোক রয়েছে যারা টাকা কামানোর জন্য বনে গাছ কাটে। টাকার প্রতি তাদের লোভের জন্য

holycrossrajshahi.com

আমাদের বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।

নির্বিচারে গাছ কাটার এত খারাপ প্রভাব রয়েছে যা বর্ণনা করা যায় না। বৃক্ষনিধনের ফলে জীবজন্তুর অস্ি◌ত্ব হুমকির সম্মুখীন। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। বননিধনের কারণে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, পৃথিবী উষ্ণতর হচ্ছে। সাগরের উচ্চতা বাড়ছে এবং অদ–র ভবিষ্যতে সাগর পৃথিবীর বহু অংশ গ্রাস করে নেবে। যদি এটি ঘটে তাহলে পৃথিবীর একটি উলে-খযোগ্যসংখ্যক মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

বননিধন পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস করে। যদি আমরা নির্বিচারে গাছ ধ্বংস করি তবে একদিন দেশ বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হবে। দেশ বসবাসের অনুপযুক্ত হবে এবং বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতির মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশে ঘটবে। তখন দেশ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবে।

বননিধন প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি গাছ কাটলে দুইটি গাছ লাগাতে হবে। গনমাধ্যম কর্তৃক বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে লোকজনকে অবগত করতে হবে। মোটের ওপর, বৃক্ষরোপণ কর্মস–চি সারাদেশে সম্প্রসারণ করতে হবে। পরিশেষে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচাতে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

১৮. সময়ের ম–ল্য

এটি সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে যে সময়ের ম–ল্য অপরিসীম। এর ম–ল্য পরিমাপ করা যায় না। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানব জীবন সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাকে তার সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক কাজ করতে হয়।

"সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।" বাস◌্তবিকই মানবজীবনে সময় খুবই ম–ল্যবান সম্পদ। যে সময়ের সদ্ব্যবহার করে না সুনিশ্চিতভাবে তাকে পরিণামে কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমাদের জীবনে যে আগামীকাল আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই বর্তমান সময়টাই আমাদের কাজের ম–ল মন¿ হওয়া উচিত। তাই সময়ের ম–ল্য অপরিমেয়।

প্রত্যেক কাজেরই সঠিক সময় আছে এবং আমরা অবশ্যই আমাদের কাজ যথাযথ সময়ে করব। যেকোনো প্রকার বিলম্ব আমাদের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই এই নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীই তুচ্ছ ব্যাপারে তাদের সময় নষ্ট করে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

সময়ের সদ্ব্যবহারের মাঝেই আছে জীবন রহস্য। এক বার চলে যাওয়া সময় চিরজীবনের জন্যেই চলে যায়। হারানো সম্পদ কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ফিরে পাওয়া যায়, অধ্যয়ন দ্বারা ভুলে যাওয়া জ্ঞান, সঠিক খাদ্য ও ওষুধ দ্বারা ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যায় কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সময় কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। যদি আমরা মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখব যে যারা পৃথিবীতে সফল হয়েছেন তারা সবাই জীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন।

সময়ের অপচয় অপরাধের কারণ হতে পারে। অলস মস◌্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। অলস ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে। অপরাধ ছাড়াও সে সহজেই জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

যদি আমরা প্রকৃতির দিকে তাকাই তবে আমরা দেখতে পাই যে পিঁপড়া, মৌমাছি, পাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সময়মতো কাজ করে। তারা এক মুহ–র্তও অপচয় করে না। আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে কীভাবে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হয়।

সময়ের ম–ল্য নির্দেশ করে যে কারও সময় অপচয় করা উচিত নয়, বরং প্রতিটি মিনিট তার গুরুত্বপ–র্ণ কাজে ব্যয় করা উচিত। এটি তার জীবনকে সার্থক ও মহিমান্বিত করে তুলবে।

১৯. আমার প্রিয় ঋতু/বাংলাদেশে বসন◌্ত

বাংলাদেশে ছয় ঋতু এবং সব ঋতুর মাঝে বসন◌্তকে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি যেহেতু এটা অন্যান্য ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে মনোরম ঋতু। একে ঋতুরাজ বলা হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে বসন◌্তকাল। শীত ও গ্রীষ্ম কালের মধ্যবর্তী সময়ে এটি আসে। এই ঋতুতে আবহাওয়া খুব বেশি ঠাডাও না আবার খুব বেশি গরমও না। আবহাওয়া অত্যন◌্ত আরামদায়ক থাকে।

শীতে প্রকৃতি হয়ে পড়ে মলিন ও শুষ্ক এবং গাছের পাতা ব্যাপক হারে ঝরে যায়। কিন্তু বসন◌্তের আগমনে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করে। নতুন পাতা, নতুন কুড়ি এবং ফুল দ্বারা বৃক্ষ ও গাছপালা সজ্জিত হয়।

বসন◌্ত হল ফুলের ঋতু। এই ঋতুতে অনেক ধরনের ফুল ফুটে। ফুলের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। কামিনী, হাসনাহেনা এবং বকুল তাদের মিষ্টি ঘ্রাণ দিয়ে পরিবেশকে করে ঘ্রাণময়। এগুলো ঋতুটিকে আনন্দময়, মনোরম ও মনোমুগ্ধকর করে। মানুষ ফুলের সৌন্দর্য এবং মিষ্টি গন্ধ উপভোগ করতে পারে।

আমাদের দেশে এই ঋতু হল গানের ঋতু। কোকিল এসে সুমধুর গান গায়। এটি নিজেকে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখে এবং কুহু কুহু করে গান গায়। অন্যান্য গানের পাখিরাও উৎফুল- মনে তাদের সুমিস্ট রোমাঞ্চকর, অভ্যর্থনাকারী স্বরের বর্ষণ ঘটায়। পাখিদের গান মানুষের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

এ ঋতু হল প্রাচুর্যের সময়। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদিত হয়। এ হল ফসল সংগ্রহ করার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়। ফসল ও শস্যে মাঠগুলো থাকে ভরা। গাছপালা ও বৃক্ষাদি হয়ে পড়ে সজীব।

বসন◌্ত তার বহুমুখী সৌন্দর্য দিয়ে আমার মনকে জয় করেছে। কেউ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য এবং তার মনোরম উষ্ণ জলবায়ু এড়িয়ে যেতে পারে না।

তাই, বসন◌্ত হল ঋতুদের রাজা। এটি হল যৌবনের ঋতু, নতুন পাতা, নতুন কুড়ি, নতুন ফুল, মিষ্টি ছন্দ, মৃদুমন্দ হাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর ঋতু। ঋতুটি সত্যিই সকলের কাছে উপভোগ্য।

২০. সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব/উপকারিতা

সংবাদপত্র আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়। এটি পৃথিবীর একটি চলমান দর্পন। এটি দেশ-বিদেশের জ্ঞানের ভাডার। সংবাদপত্র ব্যতীয় আধুনিক জীবন কল্পনাই করা যায় না। সবাই প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের জন্য অপেক্ষা করে। যে ব্যক্তি সংবাদপত্র পড়ে না সে কুয়ার ব্যাঙের মত। বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে হলে সংবাদপত্র পাঠ করা অপরিহার্য।

সংবাদপত্র এমন এক কাগজ যা আমাদের দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সংবাদ সরবরাহ করে। কারলাইল এটাকে 'ফোর্থ স্টেইট' বলেন। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র আধুনিক জীবনে অত্যাবশ্যক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা জানার জন্য সেগুলো পড়েন। খেলার সংবাদ পড়ে খেলোয়াড়রা আনন্দ পান। শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন বিষয়াদী পাতা থেকে সুবিধা পেতে পারে। সিনেমা অনুরাগীরা বিনোদন পেতে সিনেমা পৃষ্ঠাগুলো পড়েন। বিজ্ঞাপন কলাম থেকে চাকরি প্রার্থীরা ও ব্যবসায়ীরা উপকারী সংকেত ও তথ্য পান। রাষ্ট্রশাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশ্বের রাজনৈতিক সংবাদ জানতে সংবাদপত্র পড়েন। এছাড়াও, শিশু ও নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ থাকে। এইসব কারণে, সংবাদপত্র বর্তমানে সার্বজনীন হয়েছে।

অধিকন্তু, সংবাদপত্র আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো সাধারণ লোকদের শিক্ষা দেয় এবং জনমত গঠনে সহায়তা করে। এগুলো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের ইতিবাচক সমালোচনার মাধ্যমে গণতান্ি¿ক সরকার জনগণের প্রকৃত অবস্থা বোঝেন। অসংখ্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের কিছু অসুবিধাও আছে। মাঝে মধ্যে সংবাদপত্র ভুল তথ্য অথবা মিথ্যা তথ্য দেয়।

holycrossrajshahi.com

সেগুলো ভয়ংকর পরিণতি ঘটায়। কিছু সংবাদপত্র নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মিথ্যা প্রচারণাও করে। মাঝে মধ্যে এগুলো ভুল কারণে জনগণকে উসকানি দেয় এবং এভাবে জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করে। মোটের উপর, সংবাদপত্র পড়া একটি খুব ভালো অভ্যাস। চলতি সংবাদ ও মতামতের সাথে আমাদের নিজেদের অবগত রাখতে আমাদের সংবাদপত্র পড়া উচিত।

২১. কলেজে আমার প্রথম দিন
অথবা, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন
অথবা, যে দিনটি আমি কখনো ভুলব না

আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনে কিছু ঘটনা রয়েছে, কিছু মুহ–র্ত রয়েছে যা ভোলা যায় না। এমনই একটি দিন হচ্ছে, কলেজে আমার প্রথম দিন। এটি প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। কলেজে আমার প্রথম দিনের স্মৃতি সারা জীবন ধরে জীবন্ত থাকবে।

আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম যেটি আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ।

আনন্দের শিহরণ যা আমি প্রথম দিন কলেজের গেটের মধ্য দিয়ে প্রবেশের সময় অনুভব করেছিলাম তা বর্ণনাতীত। আমি নোটিশ বোর্ডের নিকট গেলাম এবং ক্লাশ রুটিন নিলাম। তারপর আমি শ্রেণিকক্ষে গেলাম এবং শেষ বেঞ্চে বসলাম। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থী দ্বারা পরিপ–র্ণ ছিল। সব মুখই ছিল অপরিচিত। আমি আগ্রহসহকারে প্রথম ক্লাশ শুরু হবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ঘণ্টা পড়ল। নিরব উত্তেজনায় আমরা প্রথম অধ্যাপকের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম যিনি আমাদের সম্বোধন করবেন। এটি ছিল আমাদের ইংরেজি ক্লাশ। প্রায় কয়েক মিনিট পরে রেজিস্টার ও পাঠ্যবই হাতে এক সুদর্শন তরুণ আসলেন। তিনি আমাদের রোল ডাকলেন এবং আমাদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করলেন। তারপর তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি ইংরেজিতে কথা বললেন। তিনি ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বিষয়টি বুঝালেন। ঐদিন আমি আরও দুটি ক্লাশে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আমি দেখলাম যে কলেজে একজন শিক্ষক একটি বিষয় পড়ান যেটিতে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী।

তারপর আমি কমনরুমে গেলাম এবং দেখলাম যে অনেক বালক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন পড়ছিল। সুস্থ বিনোদনের জন্য ক্যারাম বোর্ড, দাবা ও পিংপং বলেরও ব্যবস্থা ছিল। ঐদিন আমি কলেজ লাইব্রেরিতেও প্রবেশ করেছিলাম এবং অনেক বই দেখেছিলাম।

আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমাকে অনুভব করালো যে আমি আর বিদ্যালয়ের বালক না। এখনও আমি কলেজে আমার প্রথম দিনটি স্মরণ করি। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে নতুন নতুন জিনিস পর্যবেক্ষণের ও অভিজ্ঞতার দিন।

২২. স্যাটেলাইট চ্যানেল

বর্তমানে স্যাটেলাইট টিভি বা ডিশ টিভি বিনোদনের অন্যতম সুপরিচিত উপায়। পৃথিবীব্যাপী মিলিয়ন মিলিয়ন টিভি দর্শক স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখে। স্যাটেলাইট টিভির দর্শক শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে সব বয়সের এবং সব শ্রেণির মানুষ অসংখ্য চ্যানেল থেকে তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। এটি বিনোদনের একটি বিশাল মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

স্যাটেলাইট চ্যানেল কিছু উপকারী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। সেগুলো হচ্ছে বিবিসি, সিএনএন ও আলজাজিরা নিউজ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকোভারি প্রোগ্রাম প্রভৃতি। এইসব চ্যানেলের কর্মস–চি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এই সকল চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষ সারাবিশ্বের খবর জানতে ও অনেক কিছু শিখতে পারে।

স্যাটেলাইট চ্যানেল শুধু শিক্ষাম–লক অনুষ্ঠানই সম্প্রচার করে না, বিনোদনম–লক অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও আমরা এগুলোর মাধ্যমে সিনেমা, টেলিফিল্ম, মুভি, নাটকের মত বিভিন্ন ধরনের বিনোদনম–লক অনুষ্ঠান উপভোগ করি। স্যাটেলাইটের সাহায্যে আমরা অনেক আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন, ঘটনা ও খেলাধুলা দেখি। স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে আমরা এই সকল সুবিধাসম–হ পেয়ে থাকি।

কিন্তু অধিকাংশ স্যাটেলাইট চ্যানেল কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যা আমাদের এবং বাচ্চাদের ও কিশোরদের জন্য উপযুক্ত নয়। এই অনুষ্ঠানগুলো তাদের কচি মনের ওপর দীর্ঘ মেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে এটি আমাদের অধিকাংশ অভিভাবকদের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে যুবক ছেলেরা স্যাটেলাইন চ্যানেলে আক্রমনাত্মক অনুষ্ঠান দেখে কিভাবে অপরাধ করতে হয় তা শিখে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের আরও অন্য প্রভাব রয়েছে। এটি অনেক দেশ ও সমাজের জন্য সাংস্কৃতিক হামলা হিসেবে এসেছে। বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের আগমনে, এটি এখন আমাদের দেশের প্রাচীন ম–ল্যবোধ, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর হুমকিস্বরূপ।

তরুণ, বিশেষ করে টিনএজাররা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেলে আসক্ত এবং এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি। তাই সরকারের উচিত সেইসব চ্যানেলের অনুমতি দান করা যেগুলো আমাদের সংস্কৃতি ও নৈতিক ম–ল্যবোধের প্রতি হুমকি নয়।

২৩. টেলিভিশন- আশীর্বাদ বা অভিশাপ

টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়। এটি বিনোদনের সর্বাধিক আধুনিক উপায়। আধুনিক মানুষ টেলিভিশন ছাড়া একটি দিনও ভাবতে পারে না। এটি দর্শকদের আনন্দ দিতে শব্দ ও ছবি উভয়ই প্রদান করে। এটি তার মনোমুগ্ধকর পরিবেশন দ্বারা আমাদের মোহিত করে। এটি সত্যিই বিশ্বজুড়ে বিনোদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। পল নেপকভ নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। তারপর জন এল. বেয়ার্ড এটির আধুনিকীকরণ করেন। ম–লত এটি ইলেকট্রনিক ফটোগ্রাফির ওপর নির্ভরশীল।

টেলিভিশনের উপকারিতা অনেক। এটি আমাদেরকে চলতি ঘটনা, খেলাধুলা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও আরও ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করে। এটি যোগাযোগের একটি ভালো মাধ্যম। মানুষ ঘরে বসে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে সংঘটিত হওয়া অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে।

এটি যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর দ–রতম স্থানে সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা সরাসরি উপভোগ করতে পারি। টেলিভিশন মানবজীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক গুরুত্বপ–র্ণ ও অপরিহার্য বিষয় শেখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটি নিরক্ষর ও অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন উভয় ব্যক্তিকেই শিক্ষা দিতে পারে।

টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের একটি খুব কার্যকরী উপায়। বিজ্ঞাপন দেখে সারা পৃথিবীর লোকজন বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরিচিত হতে পারে। রুটিন মাফিক কাজের ক্লান্তি দ–র করতে টেলিভিশন সহায়ক। যেহেতু এটি খুব বেশি দামী নয় তাই আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি পরিবারে টেলিভিশন আছে। সাধারণ লোকজন টেলিভিশন দেখে সহজেই নিজেদের আনন্দ দিতে পারে।

যা হোক, এটির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। এটির কারণে আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েরা মাঝেমধ্যে পড়ায় অমনোযোগী হয়। খুব বেশি টেলিভিশন দেখা ও খুব কাছ থেকে দেখা দর্শকদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করতে পারে। আধুনিক জীবনে টেলিভিশন বিজ্ঞানের এক বড় অবদান। এটি আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। এটি আমাদের জীবনকে আরও উপভোগ্য করেছে। বিচক্ষণতার সাথে আমাদেরকে এটি ব্যবহার করতে হবে।

holycrossrajshahi.com

২৪. গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া

গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পরিবেশ দ–ষণের মাধ্যমে উত্তাপ আটকে পড়ার ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ক্রমাগত উষ্ণায়ন। এটা পরিবেশ দ–ষণ সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশ্বের আবহাওয়া একটি ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে এর একটি সুদ–রপ্রসারী প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার বহুবিধ কারণ আছে। বনাঞ্চল ধ্বংস ও পুড়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত কল কারখানার দ্রুত বৃদ্ধি, তৈরি পণ্য ও ডিটারজেন্ট (ক্ষারক) প্রভৃতি এর ব্যবহার গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তাছাড়া, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, বায়ুদ–ষণ, পানিদ–ষণ, বননিধন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটায়। জীবাশ্ম ও কাঠ পোড়ানো কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এটি গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। এটা ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ও গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কারনে তাপ আটকে পরে এবং পৃথিবী সঠিকভাবে তা উদগিরণ করতে পারে না। ফলে উপরিভাগের বাতাস উত্তপ্ত হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ঘন ঘন ঝড় ও ঘ–র্ণিঝড় ঘটে। নদী ও সাগর সম–হ তাদের উপকূল ছাপিয়ে বন্যা ঘটায় এবং জনগণ সীমাহীন দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের প–র্বানুমান এই যে এশতকের মাঝামাঝি সময়ে তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এটা বিপর্যয়করভাবে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস করে। এটা মারাত্মকভাবে বন্যপ্রাণী ধ্বংস করে এবং সমুদ্রস্তরের বৃদ্ধি করতে পারে। এটা খারাপ পরিনতির দিকে যেতে পারে, ফলে বাংলাদেশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে।

বিপজ্জনক গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া নিবৃত্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। দেশে কোনো বন নিধন থাকা উচিত নয়। অধিক সংখ্যক সিএনজি স্টেশন স্থাপন করা উচিত যাতে বায়ু দ–ষণ রোধে সিএনজির সাহায্যে অধিকতর সংখ্যায় যানবাহন চলতে পারে। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণসম–হ নিয়ন্ত্রণ না করা হলে কোনো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বাঁচতে পারবে না। তাই সরকার ও জনগণকে এই পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। পৃথিবীকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এটি করতে হবে।

২৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়/দুর্যোগ

বাংলাদেশ ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা বিপন্ন হয়ে থাকে। তাই তাকে প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ঘ–র্ণিঝড়, ঝড়, ভারী বর্ষণ, খরা- এসব প্রায়ই আমাদের দেশে দেখা দেয়।

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় উষ্ণমন্ডলে অবস্থিত এবং এর ভূমি নিচু। নিচু ভূমির দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশে বন্যা দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে। তীব্র উত্তাপ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি করে এবং সামুদ্রিক ঝড়ের কারণ হয় যা বাংলাদেশের ম–ল ভূখন্ড এবং উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোতে আঘাত হানে। ঘ–র্ণিঝড় আক্রান্ত লোকদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। সামুদ্রিক ঝড় অনেক জীবন কেড়ে নেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বাড়ীঘর ও অন্যান্য জিনিসের ব্যাপক ক্ষতি করে।

প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশে বন্যা দেখা দেয়। এটি আমাদের দেশে সবচেয়ে পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটি আমাদের জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, গবাদি পশু ভেসে যায় আর শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং গাছ উপড়ে পড়ে। মানুষ গৃহহীন কিংবা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যা জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

গ্রীষ্মকালে খরা আমাদের কৃষির ক্ষতির কারণ হয়। কখনও কখনও স–র্যের উত্তাপ মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে আর বৃষ্টি হয় না। অধিকন্তু লোডশেডিং এ সময়কার একটি নিত্যদিনের দৃশ্য। কৃষকরা ঠিকভাবে তাদের জমি চাষ করতে না পারলে শস্য অনেক কম জন্মায়। ফলে মানুষ, বিশেষ করে যারা দরিদ্র, দ্রব্যম–ল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে খুব ভুক্তভোগী হয়। এই সকল বিষয়ের জন্য মানুষকে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

নদীর পাশে বসবাসরত মানুষ প্রায়ই নদী ভাঙনের ভয়ে ভীত থাকে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ নদী ভাঙনের দরুন গৃহহীন হয়। সকল প্রকার বিপর্যয় ও দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের লোকজন বেঁচে থাকে। আক্রান্ত মানুষের সাহায্যার্থে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে জনতাকে আবহাওয়ার প–র্বাভাস সংবাদ জানিয়ে রাখা উচিত।

২৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলাদেশ একটি বর্ণিল দেশ। তাকে বলা হয় প্রকৃতির প্রিয় সন্তান। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর দেশ হওয়ায় এদেশ বহু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আশীর্বাদপুষ্ট। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই বর্ণনাতীত।

বিশাল বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। সবুজ গাছপালা, পাখির ডাক, হলুদ ফসল ইত্যাদি আমাদের মন ভরিয়ে তোলে। প্রতিদিন আমরা পাখিদের কলকাকলি শুনে জেগে উঠি। গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য রোমাঞ্চের এক চিরাচরিত দৃশ্য আঁকে। যখনই আমরা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী নদীতে যাই, তখন আমাদের মন সতেজ হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে খালে, বিলে ও হাওরে জলপদ্ম ফোটে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর।

দেশের প–র্বাঞ্চল চা বাগানে ভরা। সিলেট বিভাগে প্রচুর চা বাগান রয়েছে। বহু সংখ্যক সবুজ টিয়া এসব চা বাগানে আসে আর তা দৃশ্যটিকে আরও সুন্দর করে তোলে। বিশেষ করে অতিথি পাখিগুলো দৃশ্যটিকে সুন্দরতর করে। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে হাজার হাজার আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি রসালো ফল পাওয়া যায়। এসব ফল অত্যন্ত সুস্বাদু।

শরৎ আসে সুন্দর ও মেঘমুক্ত আকাশ আর শিউলী ফুল নিয়ে। এ ঋতুতে আকাশে সব সময় সাদা মেঘ থাকে। শীতকাল সাথে নিয়ে আসে শিশির বিন্দু আর পাতাহীন গাছ, নানা রকম পিঠা ও খেজুরের রস ইত্যাদি। যখন ঘাসের উপর শিশির পড়ে আর সকালের স–র্যালোক এর উপর ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়, একে তখন হীরার মতো দেখায়।

বসন্ত আসে কোকিলের গান নিয়ে। এ ঋতুতে অনেক ফুল ফোটে। আমার মনে হয় সকলেই বসন্তকাল পছন্দ করে।

প্রতি ঋতুতেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়। আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি। আমি এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি দেশের নাগরিক হয়ে গর্বিত।

২৭. বাংলাদেশের ফল
বা, বাংলাদেশের সুপরিচিত ফল

বাংলাদেশ মধ্যম জলবায়ু এবং উর্বর ভূমির দেশ। আমাদের উর্বর ভূমিতে বিপুল সংখ্যক জনপ্রিয় ও সুস্বাদু ফল জন্মায়। আমাদের দেশের প্রধান ফলগুলো হচ্ছে আম, কলা, কাঁঠাল, নারকেল, আনারস, পেয়ারা, লিচু, কালো জাম, বেল, পেঁপে, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। এই সমস্ত ফল শুধুমাত্র সুস্বাদু নয় তৃপ্তিদায়কও। এরা খাদ্যমানেও সমৃদ্ধ।

আমাদের অসংখ্য নামের ফল থাকায় এগুলো আকার-আকৃতি, রঙ ও স্বাদের দিক থেকে ভিন্ন হয়। কিছু ফল বড় এবং কিছু ছোট। কিছু ফলের স্বাদ মিস্ট এবং কিছু টক। কিছু ফল রসালোও।

আম হচ্ছে ফলের রাজা। এটি গ্রীষ্মকালের ফল। এটি সারা দেশে, বিশেষ করে রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে জন্মায়। মুন্সীগঞ্জ কলার জন্য বিখ্যাত। সেরা জাতের কলা হচ্ছে সবরী, অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর ও চম্পা। কাঁঠাল হচ্ছে জাতীয় ফল। এটি প্রধানত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এটি চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ঢাকা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কুমিল-া ও যশোরের উঁচু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

holycrossrajshahi.com

উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নারকেল জন্মায়। সিলেট, কুমিল-া, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর আনারস জন্মায়।

কমলালেবুতে ভিটামিন সি থাকে। এটি একটি শীতকালীন ফল। এটি শুধু সিলেট জেলায় জন্মে। পাশাপাশি, লেবু আরেকটি ফল যা ভিটামিন সি-তে সমৃদ্ধ। এটির স্বাদ টক।

কালজাম, পেয়ারা, তরমুজ, লিচু, বেল, কামরাঙা, খেজুর ইত্যাদি বাংলাদেশের আরও সুপরিচিত ফল। এগুলো সারাদেশে পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধে এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে ফল খুব প্রয়োজনীয়। পাশাপাশি, কিছু ফল জ্যাম, জেলী, চাটনি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, অনেক পরিবারই ফল উৎপন্ন ও এগুলো বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে।

২৮. বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে অধিকাংশ লোক গ্রামে বা পলী এলাকায় বাস করে। সে কারণে সমগ্র দেশের উন্নয়ন এসব এলাকার উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। গ্রাম্য এলাকায় উন্নয়নকে গ্রামোন্নয়ন বলে।

আমাদের গ্রামগুলো স্বল্পোন্নত থাকার বিভিন্ন কারণ আছে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। তারা তাদের কর্তব্য, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অধিকন্তু, গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অপচর্চা রয়েছে। এসব কারণে আমাদের গ্রামীণ সমাজ অনেক পিছিয়ে আছে।

আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক এবং আমাদের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করা এবং এর মানোন্নয়ন করা উচিত এবং আমাদের কৃষকদের সুপ্রশিক্ষিত ও চাষবাসের আধুনিক পন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করতে হবে। তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা প্রচুর শস্য ফলাতে পারে।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক পরিসরে সাহস যোগাতে হবে। আরও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারকে পর্যাপ্ত সংখ্যক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেগুলোতে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

বাংলাদেশের শহরবাসীরা বিদ্যুতায়নের সুবিধা ভোগ করছে কিন্তু অবহেলিত গ্রামবাসীরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই গ্রামোন্নয়নের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশের সরকারের গ্রামে বিদ্যুতের সুবিধা প্রদান করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

ভালো যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সরকারের উচিত গ্রামীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

পলী উন্নয়ন আমাদের জাতীয় অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু। যদি আমাদের গ্রামোন্নয়ন হয় তবে এটা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের উন্নতি হবেই। তাই সরকারসহ সর্বস্তরের মানুষকে পলী উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৯. আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন
বা, বিশ্বায়ন

এখনকার দিনে বিশ্বায়ন একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর মানে এটি হচ্ছে সীমান্তহীন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারনের একটি প্রক্রিয়া। উচ্চ প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতি, দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও দ্রুতগতির যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে বিশ্ব আরও নিকটবর্তী হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের কোথাও কিছু ঘটলে সমগ্র পৃথিবীর লোক তৎক্ষনাৎ তা জানতে পারে। এখন সংস্কৃতির পরস্পর মিশ্রণ, আন্তর্জাতিক ব্যাবসায়িক পদ্ধতি সমস্ত বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান যুগ অর্থনৈতিক কৌশলের যুগ। বাণিজ্যের স্বার্থে বিশ্বের দেশগুলো একই প-্যাটফর্মের নিচে এসে গেছে। মুঠোফোন, টেলিফোন, অপটিক্যাল ফাইবার, সাবমেরিন ক্যাবল, বেতার, দূরদর্শন, ভি.ও.আই.পি. ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ তাদের আবেগ অনুভূতির অংশীদার। বিশ্বায়নের কারণে বিভিন্ন সংস্কৃতি একটি আরেকটির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী মতাদর্শের মতো অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর মিশ্রণ ঘটছে। তাই সার্ক, আসিয়ান, ওপেক, ই.ইউ., ও.আই.সি.- এগুলোর মতো অনেক অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছে।

বিশ্বায়ন প্রধানত অগ্রসর দেশগুলোর জন্য একটি আশীর্বাদ, কারণ অনুন্নত দেশগুলো আর তাদের সাথে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, সুইডেন, চীন এসব দেশ বর্তমানে বিশ্বের মুক্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করতে ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইংরেজিতে দক্ষতা কম থাকায় অনেক দেশ পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্বের অগ্রগতিশীল প্রভাবের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের শক্তি সঞ্চার করতে হবে। আমাদের অবশ্যই বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, কারণ সারা বিশ্বে বিষাক্ত কার্যক্রমের বিস্তার ঘটাতে সন্ত্রাসী ও মাফিয়া গোষ্ঠীগুলো পিছিয়ে নেই। একই সাথে আমাদের অগ্রসর দেশগুলোর দিকে তাকানো উচিত যাতে আমরা আমাদের তথ্য প্রযুক্তিতে বিপ-ব আনতে তাদের কাছ থেকে কলাকৌশল লাভ করতে পারি।

৩০. সংবাদপত্র পাঠ
বা, সংবাদপত্র এর সুফল ও কুফল

বর্তমানে আমরা, যখন কম বেশি সবাই শিক্ষিত, প্রায় সকলেই দৈনিক সংবাদপত্র পড়ি। যে ব্যক্তি কখনো সংবাদপত্র পড়ে না সে সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারে না। সংবাদপত্র হচ্ছে একটি পত্রিকা যা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্র আধুনিক জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক সংবাদপত্র হচ্ছে একটি ঘটনাপঞ্জি এবং বিশ্বকোষের একটি ক্ষুদ্র প্রতিলিপি। ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্র পড়ে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। খেলোয়াড়রা খেলার সংবাদ শুনে আনন্দ খুঁজে পায়। চলচ্চিত্রপ্রেমীরা আনন্দ পাওয়ার জন্য বিনোদন পাতা পড়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের কলাম থেকে চাকরি সন্ধানকারীরা এবং ব্যবসায়ীরা দরকারি তথ্য এবং সংকেত পেয়ে থাকে। রাজনীতিবিদেরা পত্রিকা পড়ে বিশ্বের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে পারে। এসব কারণে বর্তমানে সব শ্রেণির লোক পত্রিকা পড়ে।

পত্রিকা জনসাধারণের মানসিকতাকে শিক্ষা দেয় এবং জনমত গঠন করে। তারা জনগণের দুর্দশার কথা বলে এবং প্রতিকার অন্বেষণ করে। আসলে পত্রিকা এত ক্ষমতাশালী যে এটা সরকার গঠন করতে পারে আবার সরকারের পতনও ঘটাতে পারে। এই কারণে, সরকার যখন স্বৈরাচারী হয়ে উঠে, সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং এর স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা করে।

একটি ভালো সংবাদপত্র আমাদেরকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রদান করে। আমরা এটা থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়সমূহ পড়ি। এগুলো পড়ার সময় আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

কখনও কখনও পত্রিকা তুচ্ছ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে একটি দেশের বা সম্প্রদায়ের লোকজনের বিরুদ্ধে জনগণের আবেগকে জাগিয়ে তোলে। কখনও কখনও সংবাদপত্র জনগণকে ভুল সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে উত্তেজিত করে আর এভাবে সঠিক সংবাদ প্রদানের পরিবর্তে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে।

সংবাদপত্র পাঠকদের বিপুল সংখ্যকই সমালোচনাহীন। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তাদের নিজস্ব মতামতসমূহ

holycrossrajshahi.com

প্রদান করে। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় যে, সংবাদপত্র পাঠ একটি খুব ভালো অভ্যাস। সংবাদ ও তথ্য জানার মাধ্যমে সব সময় এগিয়ে থাকতে আমাদের সংবাদপত্র পাঠ করা উচিত।

৩১. বৃক্ষরোপণ/বনায়ন

বৃক্ষরোপণ মানে হল আর্থিকভাবে লাভবান এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারা রোপণ করা এবং বীজ বপন করা। বৃক্ষ রোপণ করা একটি মহৎ কাজ যেহেতু চারাগাছ ও বৃক্ষ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দরকারি জিনিস অক্সিজেন সরবরাহ করে, ফুল, ফল, কাঠ সবকিছুই প্রদান করে।

বৃক্ষ বিভিন্নভাবে আমাদের উপকারে আসে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের জলবায়ু অথবা পরিবেশকে বিষাক্ত করে দেয়। গাছপালা এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শুষে নেয় এবং এভাবে আমাদের পরিবেশকে আমাদের জন্য নিরাপদ করে। কিছু গাছ আমাদেরকে ফল এবং ফুল প্রদান করে; কিছু গাছ আসবাবপত্রের জন্য কাঠ সরবরাহ করে। গাছ জমিকে উর্বর করে। তারা ভূমিক্ষয় রোধ করে। গ্রীষ্মকালে এরা স–র্যের দাহ্য রশ্মিকে গ্রাস করে এবং এদের নিচে আমাদেরকে শীতল ছায়া দেয়। আমাদের বনের গাছপালা বৃষ্টির পানির গতিশীল প্রবাহকে নিয়ন¿ণ করে এবং এভাবে আমাদের নদীগুলোকে উঁচু জলোচ্ছ্বাস হওয়া থেকে রক্ষা করে। তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

যদিও গাছ আমাদের অনেক উপকারে আসে, সবুজ গাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। লোকজন জ্বালানী, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রায়ই গাছ কাটে। উপরন্তু, অনেক লোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার এবং সক্রিয় দুর্বৃত্ত গাছ কাটায় নিয়োজিত। আমাদের দেশের জন্য এটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে বড় বড় বনের অভাব রয়েছে। সুন্দরবন, মধুপুর বন এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বনাঞ্চলের মত আমাদের কিছু বন রয়েছে। কিন্তু এগুলো যথেষ্ট নয়। বনের বিশাল ঘাটতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ খরা, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

সুতরাং বৃক্ষ নিধনের চেয়ে আমাদের অধিক বৃক্ষ রোপণের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে পুকুরের পাড়ে এবং বাড়ির নিকটে গাছ রোপণের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়া উচিত।

সংক্ষেপে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ আবশ্যক। যদি আমরা গাছের গুরুত্ব সম্পর্কে যত্ন না নিই আমাদের অস্ি◌ত্ব লুপ্ত হবে। এ কারণে বৃক্ষ রোপণের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আমাদের জন্য নেয়া আবশ্যক।

৩২. আমাদের জাতীয় উৎসবসম–হ
বা, বাংলাদেশের উৎসবসম–হ

বাংলাদেশের জনগণের জীবনে বাংলাদেশের উৎসবগুলো সবসময় গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করছে। এগুলো বাঙালি প্রথা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বাংলাদেশের জনগণ বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালন করতে পছন্দ করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। কিছু ধর্মীয় উৎসব, কিছু সাংস্কৃতিক আর কিছু ঐতিহাসিক।

বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সামাজিক জীবনে উৎসব একটি গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবগুলো হচ্ছে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা, মুহররম এবং মিলাদুন্নবী যা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। হিন্দুরা দুর্গা প–জা, শ্যামা প–জা, সরস্বতী প–জা, লক্ষ্মী প–জার মত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ব্যাপকভাবে পালন করে থাকে। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টানরা বড়দিন পালন করে থাকে আর বৌদ্ধরা পালন করে বুদ্ধ প–র্ণিমা।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বর্ণাঢ্য উৎসবের মধ্য দিয়ে দেশের সর্বত্র নগরে ও গ্রামে উদযাপন করা হয়। দিনটি (১৪ এপ্রিল) সরকারি ছুটির দিন। ঢাকার রমনা পার্কে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করে যেখানে কাগজের তৈরি বাঘ ধারণ ও মুখোশ পরিধান করা হয়। এছাড়া, ঢাকা এবং আমাদের দেশের অন্যান্য শহর এবং গ্রামে বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় উৎসব স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) এবং বিজয় দিবস দেশজুড়ে পালন করা হয়। এসব দিনেও সরকারি ছুটি থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পালিত হয়।

২৫শে বৈশাখ (৮ মে) নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং একই ভাবে ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী দেশব্যাপী পালন করা হয়।

উৎসবের দিনগুলোতে সারা দেশের লোকজন আনন্দিত ও উত্তেজিত থাকে। এই দিনগুলোতে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী আনন্দ করার চেষ্টা করে।

৩৩. বিজ্ঞান : আশীর্বাদ না অভিশাপ- কারণ দেখাও

বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার রয়েছে আর এর প্রভাব সুদ–রপ্রসারী। বিজ্ঞান আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান যোগাযোগের মাধ্যমকে উন্নত করেছে। এখন আমরা সহজেই ভ্রমণ করতে পারি, যোগাযোগ করতে পারি অথবা কোনোকিছু সন্ধান করতে পারি। বিজ্ঞান সময় ও দ–রত্বকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে এবং চোখের পলকে বিশ্বের যেকোনো জায়গায় ভ্রমন করা সহজ করে দিয়েছে।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও, সিনেমা, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বকে যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করেছে। আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারি। এছাড়া বিজ্ঞানের এই ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা নিকট ও দ–রবর্তী যেকোন সরাসরি সম্প্রচার করা অনুষ্ঠান দেখতে পারি। এগুলো বিভিন্ন প্রকার বিনোদনও সরবরাহ করে।

অনেক সাম্প্রতিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা ব্যাপক এবং অবিশ্বাস্য উন্নতি দেখতে পাই। চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্তমানে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা অবশ্যই বিদ্যুতের আবিষ্কারকে ভুলতে পারব না যা সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির ম–ল।

অবশ্য, বিজ্ঞানের অপকারিতাও কম নয়। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে যন¿পাতি এবং ইঞ্জিনের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ট্যাংক, মর্টার শেল, কামান, বন্দুক, জীবাণু এবং রাসায়নিক অস¿ প্রভৃতি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের ভয়াবহ আবিষ্কার।

আসলে বিজ্ঞান আমাদেরকে গতি দিয়েছে কিন্তু আবেগ কেড়ে নিয়েছে। এটা আমাদের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে কিন্তু এটাকে ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যা হোক, বিজ্ঞানের দ্বারা সংগঠিত ক্ষতি ও ধ্বংসের জন্য আমরা বিজ্ঞানকে দায়ী করতে পারি না। মানুষই বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য দায়ী। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ অনেক এবং অনস্বীকার্য। সুতরাং বিজ্ঞান হচ্ছে আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়।

৩৪. কম্পিউটার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ
বা, ডিজিটাল বাংলাদেশ

আজ আমাদের জীবন বিজ্ঞানের নানা শাখার দ্বারা নিয়ন্ি¿ত। এক্ষেত্রে কম্পিউটার আবিষ্কার সর্বাধিক প্রভাব বিস্ারকারী ঘটনা। এটি বিশ্বের বুকে এক বৈপ-বিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তন কম্পিউটার-ইন্টারনেট পদ্ধতি ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য প্রযুক্তি বা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বাংলাদেশকেই বলা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা সহজ কিন্তু এই স্বপ্নকে বাস্বায়ন

holycrossrajshahi.com

করা খুবই কষ্টসাধ্য। তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন ল্যান্ড ফোন, মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ই-ম্যাগাজিন, ই-বুক পাঠকবৃন্দ দেশের সর্বত্র সহজপ্রাপ্ত/সহজলভ্য হবে। টিকিটসম–হ, ফলাফল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে অথবা টাকা তুলতে ও জমা দিতে অথবা জিনিসপত্রাদি ক্রয় ও বিক্রয় করতে লোকজনকে আর লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হবে না।

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা খাতকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমরা শিক্ষকদের পাঠদানের বক্তৃতার ভিডিও নিতে পারি এবং তা শিক্ষার্থীদের সামনে সাদা পর্দায় প্রদর্শন করতে পারি। একজন শিক্ষার্থী বাড়িতে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন জগতের জন্ম দিয়েছে। যদি ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায়, অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রস্ে◌াব দিয়ে একজন রোগী চিকিৎসকের সামনে হাজির না হয়েই ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্র পেতে পারে।

কম্পিউটার ইন্টারনেট পদ্ধতিতে সি.সি.টি.ভি. ক্যামেরা লাগিয়ে আমরা প্রশাসনকে গতিশীল, কর্মমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করতে পারি।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যাংকিং খাতকে প–র্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে গতিশীল করে তুলেছে। এখন আর আমাদের দেশের দ–র প্রান্তে◌ ক্যাশ টাকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না।

বলা হয়, "মানুষের বুকে আশা চিরজাগরূক থাকে।" আমরাও আশা করি যে কম্পিউটার ইন্টারনেট পদ্ধতিতে সার্বিক উন্নয়ন আনয়নের মাধ্যমে আমরা এ যুদ্ধ বিধ্বস্ে◌ দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে পারবো।

৩৫. ঐতিহাসিক গুরুত্ব/আকর্ষণপ–র্ণ একটি স্থান পরিদর্শন

আমাদের দেশে অনেক ঐতিহাসিক আকর্ষণপ–র্ণ স্থান রয়েছে। আমি যখনই সময় পাই তখনই স্থানসম–হ ভ্রমণ করতে পছন্দ করি। বিগত শীতকালীন ছুটির সময় আমি বাগেরহাটের পীর খান জাহান আলীর মাজার ও ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার চারজন বন্ধু ও আমি মিলে ২রা জানুয়ারিতে লঞ্চে করে সেখানে গিয়েছিলাম।

খান জাহান আলীর মাজার বাগেরহাটের এক উঁচু স্থানে অবস্থিত। সমাধিটি খন্ড খন্ড পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। সমাধিতে আরবী হরফে লিপি খোদাই করা আছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের প–র্ণিমা রাতে মাজারের পাশে বড় মেলা বসে। এখানে আসা পর্যটকরা সময়টি খুব উপভোগ করে। আমি এবং আমার বন্ধুরাও প্রচুর উপভোগ করেছি।

মাজারের সামনে একটি বড় লেক আকৃতির দীঘি আছে। তাঁর খনন করা বড় দীঘিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এতে কিছু কুমির রয়েছে। কুমিরগুলো যখন আসে, মানুষ তাদের দিকে মোরগ, মুরগী কিংবা ছাগল ছুঁড়ে দেয় এবং তারা সেগুলো গিলে খায়।

আমরা সে' স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলাম আর যা কিছু দেখার মতো সে' সবই দেখেছিলাম। তারপর আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদের উদ্দেশ্যে সে' স্থান ত্যাগ করলাম। এটা মাজার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দ–রে। ষাট গম্বুজ মসজিদ একটি বিরাট ভবন। প্রকৃতপক্ষে এর সাতাত্তরটি গম্বুজ আছে এবং 'ষাটটি নয়'– এর নাম যা ইজ্জাত করে। মসজিদটি ইউনেসকো কর্তৃক 'World Heritage Site' ঘোষিত হয়।

এই দুই ঐতিহাসিক গুরুত্বপ–র্ণ স্থানে প্রায় সাত ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল যেন আমরা পীর খান জাহান আলীর দিনগুলোতেই এসব স্থান দেখতে এসেছি। অতীত ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং আমাদেরকে খুব আবেগপ্রবণ করে তুলছিল। আমরা বিকেলে বাগেরহাটে এসেছিলাম। আমরা আমাদের ভ্রমণের পুরো সময়টা উপভোগ করেছিলাম। এ ভ্রমণ আমার জীবনে এক সত্যিকার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

৩৬. বাংলাদেশে শিশুশ্রম

বাংলাদেশে শিশুশ্রম অতি সচরাচর দৃশ্য। আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক। একজন নাগরিক খুব ছোট এক খন্ড জমির মালিক হয় যা তার টিকে থাকার জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পরিবার চালাতে না পারায় তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শৈশবেই কায়িক শ্রমে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। সত্যিকার অর্থে আমাদের দরিদ্র আর্থ-সামাজিক অবস্থা শিশু শ্রমের অন্যতম প্রধান কারণ।

অধিকাংশ শিশু গৃহভৃত্য ও গৃহপরিচারিকার কাজ করে। কখনও কখনও তাদেরকে বাগান তৈরিতে নিযুক্ত করা হয়। তাদেরকে শস্য ক্ষেত্রের আগাছা তুলতে হয়। প্রায়ই তাদেরকে গবাদি পশু চড়াতে হয়। এটি খুব দুঃখজনক যে, মাঝে মাঝে শিশুদেরকে ঝুঁকিপ–র্ণ কাজে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। অনেক শিশুই ওয়ার্কশপ, হোটেল ও দোকানে কাজ করে। কখনও কখনও তাদেরকে ইট ও পাথর ভাঙতে হয়। এই অল্প বয়সেই তারা কাগজের টুকরো কুড়োয় এবং রিকশা চালায়। তারা চানাচুর, বাদাম ও শাকসবজি বিক্রি করে ফেরিওয়ালার কাজ করে। কখনও কখনও তারা মাথায় করে নির্মাণ সামগ্রী ও ইট বহন করে। তারা রেলস্টেশনের প-াটফর্মে কুলির কাজ করে। এই সকল কাজ যা তারা করে সেগুলো অমানবিক। এই কাজগুলো কোনোভাবেই শিশুদের জন্য উপযুক্ত নয়।

জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিশুদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তোলার অধিকার আছে। আমরা শিশুশ্রমকে অপরাধ না বলে পারি না। নিয়োগকারীরা তাদের অসহায়ত্ব ও কম বয়সের সুযোগ নেয়। গৃহকর্তারা সকাল থেকে শেষ রাত পর্যন্ে◌ কাজ করাতে গৃহভৃত্য ও গৃহপরিচারিকা নিযুক্ত করেন। শিশুদের অবসর কিংবা বিনোদন কোনোটিই নেই।

কারখানা, দোকান ও ওয়ার্কশপে শিশুদের সাথে রূঢ় আচরণ করা হয়। যদিও তারা তুলনাম–লকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে, তারা কম মজুরি পায়। তাদের পাওনা সকল অধিকার থেকে তারা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত। উপরন্তু তারা নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়।

আমাদের সমাজ থেকে এ সমস্যা নিম–ল করতে সকল স্ে◌রের মানুষ ও সরকারকে মিলে আন্ে◌রিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথা, শিশুশ্রম আমাদেরকে চরম অবনমনের দিকে নিয়ে যাবে।

৩৭. বাংলাদেশে খাদ্যাভ্যাস

আমাদের দেশ নানাবিধ খাদ্যে ভরপুর যা আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোকজনের মধ্যে পরিচিত করে। সাধারণত, ভাত, ডাল, মাছ, শাকসবজি ও মাংস আমাদের প্রধান খাদ্য। এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে সাধারণ খাবারের আইটেম। মানুষ এই খাবারগুলো খুব পছন্দ করে।

বাংলাদেশের জনগণ সচরাচর দিনে তিনবার খাবার খায়। শহুরে লোকেরা সকালে রুটি, পরোটা, বিস্কুট, শাকসবজি, মুরগি, চা প্রভৃতি খায়। আর গ্রামের লোকেরা মুড়ি, খই, পিঠা অথবা মরিচ দিয়ে বাসি ভাত খায়। এই খাবারগুলো আসলে আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আবার, জলখাবারে আমরা নিয়মমাফিক পরোটা, সামোচা, সিঙ্গারা, পুরি, ডিম মিশ্রিত ভাজা রুটি, নান, পিঠা, মিষ্টি, দই ও রসমালাই খাই। এগুলো মুখরোচক খাবার এবং বিশেষ করে অল্পবয়স্করা ঐগুলো বেশি পছন্দ করে। খাবার গ্রহণের পর আমরা সচরাচর চা, দুধ ও কোমল পানীয় পান করি। আমাদের অবসর সময়ে আমরা নানাবিধ ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, তরমুজ ইত্যাদি খেয়ে থাকি। আমাদের দেশীয় ফল সুস্বাদু এবং পুষ্টিতে পরিপ–র্ণ।

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আজকাল শ্রমজীবী লোকেরা অল্পম–ল্যে দ্রুত খাবার পাওয়ার জন্য রাস্ে◌ার পাশের খাবার দোকানে ভিড় করে। শহর অঞ্চলে হাজার হাজার রেস্ে◌ারাঁ স্বচ্ছল পরিবার ও ব্যবসায়ী খরিদ্দারদের জন্য চাইনীজ, থাই এবং ভারতীয় খাবার যোগান দেয়। ফাস্টফুড রেস্ে◌ারাঁগুলো প্রধানত যুবক প্রজন্মের জন্য ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসছে। এখন স্যান্ডউইজ,

holycrossrajshahi.com

বার্গার, হটডগ এবং কোমল পানীয় বা কফিও জনপ্রিয় খাবার।

প্রচলিত প্রবাদ আছে, "মাছে ভাতে বাঙ্গালী।" যা হোক, আমাদের দৈনিক খাবারে আমরা সাধারণত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী খাই। আমাদের খাদ্যাভ্যাসগুলো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে খুবই ভিন্নধর্মী। বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে।

৩৮. আমার জীবনের লক্ষ্য

প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রবাদে আছে যে, "লক্ষ্যহীন মানুষ হালবিহীন জাহাজের মত।" হালবিহীন জাহাজ বাতাস এবং স্রোতের টানে ভেসে চলে। একইভাবে, উদ্দেশ্যহীন মানুষ জীবনের স্রোতে ভেসে চলে আর তার কোনো স্থির গন্ত্যব্যস্থল থাকে না। সেজন্য লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় দিক নির্ণয়কারী যন্ত্রের মত। কম্পাস একজন ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখায় যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে যায়। একইভাবে একজন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

আমাদের সমাজের পুরুষ এবং নারীদের বিভিন্ন রকম লক্ষ্য থাকে। কিছু লোক, উদাহরণস্বরূপ, সম্পদের পিছনে দৌড়ায়, কিছু লোক চায় ক্ষমতা ও পদমর্যাদা, কিছু লোক চায় সুনাম ও খ্যাতি আর কিছু লোক চায় জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে।

আমি জীবনে একজন চিকিৎসক হতে চাই কেননা আমি মনে করি আমি এর জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। আমি মনে করি এটি জাতির সেবা করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পেশাগুলোর একটি।

আমার পছন্দের অন্যতম কারণ হল চিকিৎসকের পেশা নিঃসন্দেহে মহৎ। অবশ্যই এটি একটি মানবহিতৈষী কাজ। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগের বেশি লোকজন গ্রামে বাস করে। তারা চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ নিয়ে জীবন কাটায়। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি যা চলতে দেয়া যায় না। অতএব আমি আমার মনে তাগিদ অনুভব করি যে, আমার গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করা আমার পবিত্র দায়িত্ব। চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশুনা শেষ করে ডিগ্রী অর্জন করার পর আমি আমার নিজ গ্রামে ফিরে যাব এবং আমার গ্রামের লোকদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে অসুস্থতার সময় তাদেরকে সাহায্য করব।

অসুস্থ এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সেবা করা সত্যিই মহা আনন্দের ব্যাপার। এই ধরনের লোকদের সেবা করার মাধ্যমে আমি আমার মাতৃভূমিকে সেবা প্রদানে সক্ষম হব।

৩৯. পহেলা বৈশাখ

বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। বাংলাদেশে এই দিনটি উৎসবমুখরভাবে উদযাপিত হয়। এটি হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন। আমাদের জন্য এ দিনটির এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ এটি বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অংশ। সর্বস্তরের জনগণ তাদের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রথাগত অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে। এদিনে গোটা বাংলাদেশ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। দিনটি জনগণকে নতুন আশা ও উদ্দীপনায় জীবন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে।

নতুন বছরের উৎসবগুলো বাংলার গ্রামীণ জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই দিনে সাধারণত সবকিছু ঘষামাজা করে পরিষ্কার করা হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত পণ্য, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, খেলনা, প্রসাধনী এবং বিভিন্ন প্রকারের খাবার ও মিষ্টিদ্রব্য এসব মেলায় বিক্রি করা হয়। মেলায় লোকসঙ্গীত, বাউল, মারফতী, মুর্শিদী এবং ভাটিয়ালী গান গেয়ে বিনোদন পরিবেশন করা হয়। এসব মেলার অন্যান্য আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে পুতুল নাচ ও নাগরদোলা।

যুবতী নারীরা লালপাড় বিশিষ্ট সাদা শাড়ি এবং চুড়ি, ফুল আর টিপ পড়ে নিজেদের সাজিয়ে রাখে। পুরুষেরা সাদা পায়জামা অথবা ধুতি এবং কোর্তা পড়ে। অনেক শহুরে লোকজন নিয়মমাফিক পান্তাভাত, কাঁচামরিচ, পেয়াজ এবং ভাজা ইলিশ মাছের নাস্তা খেয়ে দিন শুরু করে।

সবচেয়ে বর্ণাঢ্যময় নববর্ষের উৎসব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বহুসংখ্যক লোক খুব সকালে রমনা পার্কে বটগাছের নিচে জড়ো হয় যেখানে ছায়ানটের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গেয়ে বৈশাখকে স্বাগত জানিয়ে দিন শুরু করে। নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটেও একই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। রেডিও এবং টেলিভিশনেও বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, পহেলা বৈশাখ হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক এবং জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪০. বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/তৈরি পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক শিল্প। বিগত বিশ বছরে আমাদের দেশে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এছাড়া, এর মাধ্যমে সারা বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

এটা সত্য যে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিল্প টেক্সটাইল পোশাক শিল্প, WTO প্রভৃতির সাথে প্রয়োজনীয় সকল চুক্তি সম্পন্ন করেছে। আমাদের দেশ এই ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে অনেক সুবিধা উপভোগ করে। বিভিন্ন শুল্ক ছাড়, কোটা পদ্ধতি, ভরতুকি প্রদান ইত্যাদি সুবিধা আমাদের গার্মেন্টস শিল্পকে প্রদান করা হয়। এই শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য অনেক বিদেশী রাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। সমসাময়িক সময়ে এই শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে আমাদের সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি ও ব্যক্তিগত সংস্থা নানারকম ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নানাপ্রকার কাজের যোগান দিয়ে এই শিল্প দেশের গরীব মহিলাদের প্রভূত সাহায্য করেছে। ফলে তারা এখন কর্মজীবী এবং স্বাধীন ও আত্ম-বিশ্বাসী মনে করে।

যা হোক, বর্তমানে এই শিল্প বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। ঘনঘন শ্রমিক ধর্মঘট, কর্মবিরতি, বন্ধ ঘোষণা, শৃগুখলাজনিত সমস্যা, আগুন, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। এটা দুঃখের বিষয় যে আমাদের সরকার এবং অন্যান্য কিছু কর্তৃপক্ষের দেখাশোনার অভাবে এবং অবহেলার কারণে কিছু গার্মেন্ট শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। যদি দীর্ঘ সময় যাবত এটি চলতে থাকে, আমাদের দেশ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবে। বহুসংখ্যক লোক তাদের চাকরি হারাবে। তাদেরকে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

যেহেতু বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অবদান এবং সম্ভাবনা অনেক এবং বিদেশী রাষ্ট্রে এই শিল্পের প্রচুর চাহিদা রয়েছে, আমাদের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪১. ছাত্র ও রাজনীতি

বাংলাদেশে ছাত্র ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রচুর বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ভবিষ্যতের জন্য এটি মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।

ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় দলের লোকেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে। তারা তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে কেননা তারা বাগ্মিতার মাধ্যমে এবং শ্লোগান দিয়ে গণমিছিলকে ভালোভাবে সংগঠিত করতে পারে। মাঝে মাঝে সরকারি লোকেরা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করার জন্য উপদেশ দেয়। পক্ষান্তরে, বিরোধী নেতারা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ নিতে উৎসাহিত

holycrossrajshahi.com

করে।

যদি ছাত্ররা রাজনীতিতে মোটেই অংশগ্রহণ না করে তারা যখন বড় হবে রাজনীতি সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞ থেকে যাবে এবং রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সহজেই প্রতারিত হবে। স্কুল ও কলেজে তাদেরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ইতিহাস, লোক প্রশাসন এবং পৌরনীতি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয় পড়ানো হয় এবং সেগুলো তারা বুঝতে পারে। এসব বিষয় সম্পর্কে তাদের কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা দরকার। রাজনীতির সংস্পর্শে এসে ছাত্ররা রাজনীতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারে।

আজকের ছাত্ররাই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতা, যেহেতু রাজনীতি জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্ত্মার করে, ছাত্রদিগকে এ ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী বলে মনে হয়। যাহোক, তাদেরকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বর্তমানে আমরা বিদেশীদের দ্বারা শাসিত নই। আমাদের ছাত্র ও রাজনীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। যেহেতু আজকের ছাত্র আগামীদিনের নেতৃত্ব দিবে, তাকে অবশ্যই একজন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হবে। তাই, তাকে রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে আগ্রহ থাকতে হবে।

৪২. গ্রাম্যমেলা
অথবা, তোমার দেখা একটি গ্রাম্য মেলা

গ্রাম্যমেলা হচ্ছে গ্রামের লোকদের বার্ষিক আনন্দের মেলা। পহেলা বৈশাখে গ্রাম্যমেলা বাংলাদেশে খুবই পরিচিত দৃশ্য। স্থানীয় গুরুত্ব অনুযায়ী এটি অন্য কোনো দিনও অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত মাঠে অথবা পবিত্র কোনো স্থানের আঙ্গিনায়। এটি মাত্র একদিনের জন্য বসে। কখনও কখনও এটি দুই দিন অথবা এক সপ্তাহের জন্য স্থায়ী হয়।

গ্রাম্যমেলা আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপ–র্ণ অংশ। এটা গ্রামবাসীদের জন্য আনন্দ ও বিশ্রামের দিন। জীবনের সর্বস্ত্মরের জনগণ সানন্দে মেলায় যোগদান করে এবং মেলা একটা উৎসবমুখর চেহারা ধারণ করে। গত বছর আমার সুযোগ হয়েছিল একটি গ্রাম্যমেলা দেখার যা বেশ উপভোগ্য ছিল।

মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে। অস্থায়ী ছাউনি স্থাপন করা হয়েছিল। সারি করে দোকান এবং স্টল বসেছিল। মেলায় বর্ণাঢ্য জিনিসপত্র, প্রসাধনী, মিষ্টি, খেলনা, বাঁশি, ঘুড়ি ছিল। সুন্দর সুন্দর মাটির জিনিসপত্র, বাঁশ ও কাঠের তৈরি আসবাবপত্রও মেলায় ছিল।

মেলায় ছোট ছোট বাচ্চা, মেয়ে, নারী ও পুরুষের ভীষণ ভিড় ছিল। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলনা, বাঁশি, ঘুড়ি এবং বেলুন কিনছিল। মেয়েরা ও মহিলারা চুড়ি, ফিতা ও প্রসাধনী স্টলের সামনে ভিড় করেছিল। মিষ্টির দোকানে ভীষণ ভিড় ছিল। গ্রাম্যমেলার বিশেষ আকর্ষণও ছিল। যাত্রা দল, সার্কাস, যাদু, পুতুল নাচ এবং নাগর দোলার আয়োজন করা হয়েছিল। লাঠিখেলা, ঘোড়া এবং বলদ দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

আমি আমার ছোট বোনের জন্য কিছু মাটির ফুলদানি কিনেছিলাম। গ্রাম্য মেলার খারাপ দিকও রয়েছে। আমি দেখলাম গ্রামের সাধারণ লোকেরা তাদের সঞ্চয় দিয়ে জুয়া খেলছে।

সর্বোপরি গ্রাম্য মেলা হচ্ছে গ্রামের লোকদের জন্য একটি ভালো বার্ষিক বিনোদন। এটিও ব্যতিক্রম ছিল না। গ্রাম্যমেলার আনন্দ ও বিনোদন ছিল চমৎকার। এ স্মৃতি আমার মনে সতেজ থাকবে।

৪৩. বাংলাদেশের শীতকাল
অথবা, আমার প্রিয় ঋতু

বাংলাদেশ একটি ষড়ঋতুর দেশ যার প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। শীতকাল এদের মাঝে অন্যতম। পশ্চিমা দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শীতকালে তেমন শীত থাকে না। বাংলা বছরের পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাস নিয়ে শীতকাল হয়।

হেমন্ত্মকালের পর শীতকাল আসে। শীতকালকে বিষণ্ন দেখায়। গাছগুলো পাতাশ–ন্য হয়। দিনগুলো খুব ছোট এবং রাতগুলো খুব লম্বা হয়। জনগণ ঠাণ্ডায় কাঁদতে থাকে। রাতে যখন ঘুমাতে যায় তখন তারা লেপ এবং কম্পল দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে। গ্রামের গরীব লোকেরা সকালে গাছের পাতা এবং খড়কুটো সংগ্রহ করে নিজেদেরকে উষ্ণ করার জন্য আগুন জ্বালায়।

এই ঋতু চলাকালীন আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন এবং শীতল থাকে। দিনের বেশির ভাগ সময় আমরা সকাল বেলায় স–র্যালোক দেখতে পাই না। স্বচ্ছল লোকদের জন্য এই ঋতু খুব আনন্দদায়ক, আকাগ্নিক্ষত আর এই ঋতুকে উপভোগ করার জন্য তারা পরিকল্পনা করে রাখে। কিন্তু দরিদ্র লোকদের জন্য এই ঋতু দুর্দশার মাধ্যমে অভিশাপ ডেকে আনে। তীব্র শীতের কারণে প্রতিদিন অনেক লোকের মৃত্যুসংবাদ শোনা যায়। উষ্ণ বস্ে¡র অভাবে গ্রামের লোকেরা দুর্দশার মধ্যে বাস করে। কখনও কখনও সরকার বস্ি্ত্মতে বসবাসকারী লোকদের মাঝে উষ্ণ বস্ ¡ বিতরণ করে।

প্রকৃতি শীতকালে একটি অপরিচিত রূপ ধারণ করে। সকাল বেলায়, যখন স–র্য উঁকি দেয়, ঘাসের উপর শিশির বিন্দুকে মুক্তার ন্যায় জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য লোকজনকে রোদ পোহাতে দেখা যায়। শীতকালে বেশ মজার মজার খাবার উপভোগ করা যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে গরম ভাপা পিঠা খেতে বেশ মজা। বাজারে নতুন তাজা শাকসব্জি, মাছ, খেজুর রস, আখের গুড়ের প্রচুর সরবরাহ থাকে। রাজধানী ঢাকার লোকজনেরা সাধারণত পিঠা উৎসব উদযাপন করে থাকে। কিছু কিছু স্থানে তীব্র শীতের দেশ থেকে অতিথি পাখিরা এসে ভিড় করে।

দারিদ্র্যপীড়িত লোকজনের জন্য সুমধুর এবং আরামদায়ক শীতের দিন কোনো আনন্দ ডেকে আনতে পারে না। সর্বোপরি, বাংলাদেশে শীতের কিছু আনন্দদায়ক ও হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আন্ত্মরিকভাবে আমাদের এই ঋতুকে স্বাগত জানানো উচিত।

৪৪. ফেসবুকের উপকারিতা ও অপকারিতা

ফেসবুক হচ্ছে আটশ মিলিয়নের অধিক ব্যবহারকারীর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এটা মানুষের জীবনের এত বড় অংশে পরিণত হয়েছে যে এ্যাকাউন্ট দেখেই আমরা তাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জানতে পারি। মানুষের উপর ফেসবুকের বেশ তাৎপর্যপ–র্ণ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব আছে।

ফেসবুক হচ্ছে বহুদ–রে বসবাসকারী তোমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগের এক বিরাট উপায়/ পন্থা। স্টাটাস আপডেট, বার্তা আদান প্রদান, ভিডিও আলাপ, ফটো এবং জীবন বৃত্তান্ত্মের মাধ্যমে এটা আমাদের নিকটজনের ঘটনাবলীর হালনাগাদ ধারণা দেয়।

ফেসবুক নতুন লোকদের সাথে সাক্ষাৎ অতিমাত্রায় সহজ করে কারণ এটা তোমাকে হাজার হাজার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেয় এবং এটা ইন্টারনেটের সামাজিক মিলনস্থল হিসেবে কাজ করে।

ফেইসবুক স্টাটাস আপডেটের মাধ্যমে কাউকে নিজ মনোভাব খুব সাধারণভাবে/সহজে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। সম্মুখ সাক্ষাতের চেয়ে ইন্টারনেটে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই ফেইসবুকের মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করা মানুষের পক্ষে সহজতর।

অপরপক্ষে, ফেসবুকে সাইবার বুলিদের বেঁচে থাকা খুব সহজ। তারা একজন লোককে নাকাল করতে বা তার উপর দল বেঁধে চড়াও হতে পারে। লোকজন একে অন্যকে কী বলে তা পর্যবেক্ষণ করার মত মধ্যস্থ ব্যক্তি নেই। যেকোনো কথা বলা যেতে পারে।

অধিকন্তু, এটা স্পষ্ট যে ম–ল্যবান পড়ার সময় নষ্ট করে ফেসবুকে অধিকতর সময় ব্যয়ের ফলে বিদ্যালয়ের পাঠ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া কিছু কিছু গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে তথাকথিত "অতিমাত্রায় সামাজিক যোগাযোগের" কারণে কিশোরদের ধ–মপান, মদ্যপান, মাদক গ্রহণ, মারামারি করা এবং বহুগামিতার মত বিভিন্ন ঝুঁকিপ–র্ণ আচরণে অভ্যস্ত

holycrossrajshahi.com

হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

সক্রিয় কিন্তু প্রকাশ্য পর্যবেক্ষণ ও খোলাখুলি যোগাযোগের যথাযথ প্রয়োগ এ সকল সমস্যার সমাধান। এ ধরনের সক্রিয় ভূমিকা হতাশা, উৎকণ্ঠা বা আত্মহননের মত মারাত্মক পরিণতিকে প্রতিহত করতে পারে। অনলাইনের মাধ্যমে কিশোর-তরুনদের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রবণতা এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি, ওয়েবসাইট ও অ্যাপি-কেশনগুলো সম্পর্কে মা-বাবাদের জ্ঞাত থাকা গুরুত্বপ–র্ণ।

৪৫. সমাজের উপর কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রভাব

আমাদের জানার আগেই প্রযুক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে যাবে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে এর সম্ভাবনা সীমাহীন।

অদ–র ভবিষ্যতে থামার কোনো সুযোগ না দিয়ে সমাজ দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ইন্টারনেট বিভিন্ন উপায়ে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণভাবে আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের পেশা ও আমাদের বিনোদনকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সামাজিক জীবন এখন আর কেবলমাত্র টেলিফোন ও মেইল দ্বারা যোগাযোগের ব্যবস্থা নয়। অনলাইন এক ন–তন পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পছন্দ করি।

ই-মেইল অন্যদের সাথে যোগাযোগের অন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি/ উপায়। অন-লাইন মেইলবক্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র ম্যাসেজ/ বার্তা টাইপ করে এবং একটি বোতামে চাপ দিয়ে বৈদ্যুতিক উপায়ে অন্যলোকের নিকট সংবাদ/ বার্তা পাঠাতে পারে।

কম্পিউটার একজন গড়পড়তা মানুষ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে গণনা করতে এবং কোনো কিছু খুঁজে বের করতে পারে। এ পদ্ধতি শুধুমাত্র সময় বাঁচায় না, অর্থও বাঁচায়। বর্তমানে ব্যাংকিং ও তোমার অনুমিত অন্য যেকোনো প্রকার ব্যবসাসহ শেয়ার ব্যবসা ইন্টারনেট নির্ভর।

ভবিষ্যতে শত শত বা লক্ষ লক্ষ চাকুরি সৎপরিশ্রমী চাকুরিজীবিদের কাছ থেকে নিয়ে কম্পিউটারকে দেওয়া হবে। আমরা কী পছন্দ করি বা আমরা কোন পরিকল্পনা পরিবর্তন করি সেটা কোন বিষয় নয়। এ সমস্ ফলাফল বাস্ব হতে যাচ্ছে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট নিশ্চিতভাবে আমাদের বিনোদনের পথকে প্রভাবান্বিত করছে। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে তাস খেলা, দাবা খেলা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি। মানুষেরা তাদের নিজের বাড়িতেই এ সমস্ কার্যাবলি আরামে করতে পারে। বিনোদন খোঁজার জন্য ঘোরাঘুরি করতে কোনোপ্রকার অর্থের অপচয় বা সময় ব্যয় হয় না। তাই লোকজন সুখী।

এ মহৎ আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কারণে পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। কম্পিউটার অন-লাইনে থাকার সুযোগ পাওয়ায় তোমার অসাধ্য বলতে প্রায় কিছুই নেই। ইন্টারনেটের এ উলে-খযোগ্য ধারণা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের পথে বিপ-ব ঘটাতে যাচ্ছে।

৪৬. কচুরিপানা

কচুরিপানা হচ্ছে ঘন, চক্চকে, গোলাকার পাতা, ফোলানো পাতার কান্ড এবং খুবই দর্শনীয় ফিকে নীল রঙের সুগন্ধি ফুলবিশিষ্ট এক প্রকার ভাসমান উদ্ভিদ। এটা মাঝেমাঝে কাদায় আটকিয়ে যায় যা মনে হয় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এটাকে কদাচিৎ একক উদ্ভিদ হিসেবে পাওয়া যায়। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায়, কিন্তু তীব্র শীতের কারণে এর বিস্ার সীমিত।

কচুরিপানা জলপথ রুদ্ধ করে নৌকা চালনা, মাছধরা এবং পানিতে সম্পন্ন অন্য সব কার্যাবলী ব্যাহত করে। কচুরিপানার মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহ ভীষণভাবে হ্রাস পায়। কচুরিপানার স্ার সালোক সংশে-ষণ বন্ধ করে পানির গুণ হ্রাস করে। যার ফলে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। এটা পানির নিচের জগৎ যেমন মাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ কমিয়ে এক বিরাট/মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কচুরিপানা জীব-বৈচিত্র্যও হ্রাস করে। ফ্লোরিডায় কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণে বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়।

এ সমস্ মারাত্মক অসুবিধা সত্ত্বেও কচুরিপানার আক্রমণ পরিবেশগত উপকার ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কচুরিপানায় উচ্চমাত্রার কোষপুঞ্জ উপাদান আছে যা তাদেরকে একটা সম্ভাব্য নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসে পরিণত করে। এ উদ্ভিদকে ব্যাগ, মাদুর/ চাটাই এর উপসজ্জা, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি হস্শিল্পের উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কচুরিপানা শিল্প এলাকা ও বাসস্থানের পয়ঃনিষ্কাশন হতে তামা ও সীসার মত ধাতু বিশোষিত করতে পারে। এটা তরল পদার্থে পারদ ও সীসা শুষে নিতে পারে।

যেখানে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা পাওয়া/ দেখা যায়, এটা এমন কোনো সমস্যা নয় যা যেকোনো ম–ল্যে দ–রীভূত করতে হবে। বরং এটা একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে অন্য আরো কিছু ভারসাম্যহীন হচ্ছে। প্রায়ই এটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে পানিতে অনেক বেশি উপাদান আছে যা ভূমিক্ষয়, কৃষিকাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক বা গৃহস্থালি বা শিল্প কারখানার দ–ষণ হতে আসতে পারে।

৪৭. বাংলাদেশে মহিলাদের ক্ষমতায়ন

যেকোনো সমাজে বা দেশে যখনই মানুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বণ্টন হয় তখনই ক্ষমতায়নের প্রয়োজন হয়। এটা মানুষের ক্ষমতা বা ক্ষমতাহীনতার অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়। অতি শৈশব হতেই বাংলাদেশের মহিলারা নানাভাবে পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল। যদিও আমাদের সংবিধানে নারীদের সম অধিকার দিয়েছে তথাপিও তারা বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। এ সমস্ বৈষম্যও সহিংসতা ঘরে, কর্মস্থলে এবং সর্বত্র ঘটছে।

গ্রামীণ বাংলাদেশের মহিলারা কঠোর পরিশ্রমী। তারা সারাদিন কষ্টসাধ্য গৃহস্থালী কাজকর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু পরিবারের আয়ে মহিলাদের অবদান সুচারুরূপে ম–ল্যায়িত হয় না। অশিক্ষা মহিলাদের ক্ষমতায়নের বড় বাধা।

নারীর ক্ষমতায়নের পেছনে অনেক বাধা রয়েছে। আমাদের সমাজ পুরুষ-তান্ত্রিক পরিবারে গঠিত। অনেক পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের মহিলাদের বাড়ির বাহিরে কাজ করা পছন্দ করে না। আবার কৃষি কাজ বা অন্যান্য কাজে নারীরা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। যদিও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু তা বাস্বায়নের ফলাফল সন্তোষজনক নয়।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আমাদের মহিলাদের ক্ষমতায়নে আগ্রহী। বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার স্তরের উন্নতির লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য চার্জ মওকুফ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় সব সরকারি কাজে মহিলাদের জন্য কোটা পদ্ধতি চালু আছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (NGO) গরিব মহিলাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ যোগান দিচ্ছে। এর আমাদের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়নের উপর মারাত্মক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় কঠোর আইন আছে। আমাদের সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন আছে এবং তারা অন্যান্য আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ধারাবাহিকভাবে আমরা তিন মেয়াদে মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। তথাপিও বাংলাদেশে মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবং পুরুষ ও মহিলাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের বহুদ–র যেতে হবে।

৪৮. মহিলাদের কর্মসংস্থান
বা, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মহিলাদের ভূমিকা

আমাদের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পঞ্চাশজন মহিলা। অতীতে আমাদের মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল, কিন্তু দিন দিন এটা বাড়ছে।

প–র্বে মহিলারা তাদের ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যেতে এবং সমাজে কাজে নিয়োজিত হতে পারত না। পরিবারে ও সমাজে তাদের অবস্থা খুবই নীচ/হীন ছিল। মা, স্ত্রী ও গৃহকর্ত্রী হিসেবে কাজ করাই তাদের একমাত্র কাজ ছিল। তারা সন্তান জন্ম দিত ও তাদের লালন পালন করত।

কিন্তু বর্তমানে তারা আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন

holycrossrajshahi.com

করছে। এখন আর তারা তাদের মা-বাবা বা স্বামীর ঘরে আবদ্ধ নয়।

মহিলারা তাদের আয় দ্বারা পরিবারের প্রতি অনেক/প্রভূত অবদান রাখছে। তারা গৃহস্থালি কাজ ও ঘরের বাহিরের কাজ উভয়ই করে। তারা আমাদের অর্থনীতি ও জাতির প্রতি যথেষ্ট অবদান রাখছে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা শিক্ষক, ডাক্তার, সেবিকা, সমাজকর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিমান চালক, প্রকৌশলী প্রভৃতি নানা কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। আমাদের মহিলাদের অনেকেই পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়োগ পাচ্ছে। তারা গ্রাম ও শহরে কাজ করে। শুধু তাই নয় অনেক নারীরা কিছু অগাতানুগতিক কাজ করছে যেমন মিল, কারখানা, নির্মাণ কাজ, ভেষজবিদ্যায় এবং ছোট ব্যবসায় নিয়োজিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। কিন্তু এ শিল্পগুলো প্রধানত মহিলাদের উপর নির্ভরশীল। পোশাক কর্মীদের শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা।

যাহোক তাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখনো অনেক বাধা আছে। তাদের প্রতি অবজ্ঞা, স্বল্প বেতন, অনিরাপত্তা প্রভৃতি বিরাজমান।

সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও তাদের অবদান বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সরকার ও অন্যান্য সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত তাদের কর্মসংস্থানের নানবিধ সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করা।

৪৯. আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান ব্যতীত আমরা আমাদের আধুনিক যুগকে কল্পনা করতে পারি না।

তথ্য প্রযুক্তি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন গতি/মাত্রা যোগ করেছে। ইন্টারনেট, মেইল, টেলেক্স, ফ্যাক্স ইত্যাদি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করেছে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার। এটি ছাড়া সব ধরনের দাপ্তরিক কার্যাবলীর কথা চিন্ত্া/কল্পনা করা যায় না।

মোবাইল ফোন/মুঠোফোন আধুনিক বিজ্ঞানের আরেকটি অতি গুরুত্বপ–র্ণ আবিষ্কার। অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও ছবি দেখা, গান শোনা, গণনা করা, সময় ও তারিখ জানা, অন্ধকারে পথ দেখা প্রভৃতি কাজে এটাকে ব্যবহার করা যায়। ফ্যাক্স এর মাধ্যমে অনেক দ–রে কোনো লেখা, ছবি অথবা ডকুমেন্ট খুব সহজেই পাঠানো যায়।

স্যাটেলাইট চ্যানেল আমাদের বিনোদনে এক নতুন দিগন্ত্র স–চনা করেছে। এটা আমাদেরকে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, আন্ত্র্জাতিক ঘটনাবলী ও ক্রীড়ার সঙ্গে পরিচিত করেছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্যই প্রশংসনীয়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদের কারণে মৃত্যুহার কমেছে এবং মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করতে পারছে।

বাস, ট্রাক ও অন্যান্য সমস্ত্র যানবাহন আবিষ্কার যাতায়াত শাখাকে উন্নত করেছে এবং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে। আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখতে পাই খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণে, বাড়ি নির্মাণে, রাস্ত্রা ও সেতু নির্মাণে। ক্যালকুলেটরে সাহায্যে আমরা খুব কঠিন অংকের সমাধান করতে পারি। কাপড় সেলানো, লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা প্রিন্ট করা এখন খুব কম সময়ের বিষয়।

সবকিছুর মত এরও কিছু দোষ/ত্রুটি আছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার জীবন ও সম্পত্তির প্রভূত ধ্বংস ঘটায়। ইন্টারনেট ও মোবাইলের অপব্যবহার অনেক অন্যায় ও অনৈতিক কাজ ঘটায়।

কিছু দোষ/ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ আধুনিক যুগে আমরা বিজ্ঞানের উপকারী অবদান অস্বীকার করতে পারিনা। এর অনৈতিক ও অসৎ অংশকে সীমাবদ্ধ করা এবং শুধুমাত্র মানবজাতির নৈতিক ও উপকারী কাজে তা ব্যবহার করা উচিত।

৫০. গণতন্ত্র

গণতন্ত্র এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে সকল যোগ্য নাগরিক প্রস্ত্রাবনা, উন্নয়ন ও আইন প্রণয়নে সমানভাবে সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থাকে অন্ত্রর্ভুক্ত করে যা রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের অবাধ ও সমচর্চাকে সহায়তা করে।

গণতন্ত্র দু'ধরনের– প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি দেশের নাগরিকদের সরকারের গঠনে ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রিয় প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার অধিকার থাকে। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র নাগরিকরা সরাসরি প্রার্থী বেছে নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে, সাগরিকরা কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। তখন সরকার গঠনে তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে দলনেতা নির্বাচিত করেন। বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুসরণ করে এবং আমেরিকায় পরোক্ষ নির্বাচন অনুসরণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত রাজনীতিবিদ আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের, জনগণ দ্বারা পরিচালিত ও জনগণের জন্য গঠিত এক সরকার ব্যবস্থা।"

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকা উচিত। জ্ঞানের জগতে তার অবশ্যই প্রবেশাধিকার থাকতে হবে এবং পর্যাপ্ত বেতন অর্জনে তাকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই তাকে কাজ ও বিশ্রামের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এসব কিছুতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষার গুরুত্বপ–র্ণ প্রশ্নটি উঠে আসছে। শিক্ষা অবশ্যই তাদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্ত্রা ও কাজ করতে এবং সাহসের সঙ্গে তাদের মতামত প্রকাশের শিক্ষা দেয়।

উপযুক্ত সংস্থার অভাবে জনগণ নিজেদেরকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। দলীয় নেতাকে অবশ্যই দায়িত্বশীল, সৎ ও সাহসী হতে হবে।

অনুকূল অবস্থা দেওয়া হলে, গণতন্ত্র সবচেয়ে উত্তম সরকার ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত হবে। এটা স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের পুনর্মিলন ঘটায়; নাগরিকদেরকে সর্বোত্তম সুখ দেয়ার লক্ষ্য স্থির করে। গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির অধীনে মানুষের চরিত্র উন্নত হয় এবং প্রত্যেক লোক নিজের সর্বোত্তম সামর্থ্য বুঝতে পারে।

৫১. ২০১৩ সালে বাংলা ওয়াশ/ধোলাই

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজটি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সমস্ত্র লোকজন সিরিজটি দেখার জন্য প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিছু জয় আশা করছিল কিন্তু এরকম জয়, যেখানে প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী, বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমী লোকজনের কাছে আশাতীত ছিল।

তৃতীয় এক দিনের আন্ত্রর্জাতিক (ODI) ম্যাচে বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের ৩০০ প-াস রান করার পর খুব কম লোকই বাংলাদেশ কিউইদেরকে ৩-০ তে ধবল ধোলাই করতে পারবে বলে ভাবতে পেরেছিল। সমষ্টি কত বেশি এবং প্রতিদ্বন্দ্বি কে সেটা বড় কথা নয়, টাইগাররা বিনা যুদ্ধে মাথা নত করে না। সেটা হচ্ছে কীভাবে তারা নিউজিল্যান্ডকে এক নাগাড়ে দুটা বাংলাওয়াশে সমর্থ হয়েছে।

একদিনের আন্ত্রর্জাতিক (ODI) সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে ডেঙ্গু জ্বরের কারণে বাংলাদেশ সুপারস্টার সাকিব আল হাসান খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি। সাকিব ছাড়া বাংলাদেশ এটা পারবে কি তাই ছিল বড় প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে, অতীতে যদি বাংলাদেশি প্রধান খেলোয়ারদের কেউ আহত হত, সে শ–ন্যস্থান প–রণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ত।

কিন্তু বাংলাদেশ দলে জিনিসগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয়। নাঈম আল ইসলাম সাকিবের জায়গা প–রণ করেন। সর্বশেষ ODI তে তামিম ইকবালের অনুপস্থিতিতে দলের কোনো ক্ষতি হয়নি।

উৎসাহের ব্যাপার এই ছিল যে বাংলাদেশ ভয় পাচ্ছিল না। বরং দলটি কৃতকার্যতার সাথে সফল সমাপ্তির দিকে আস্ত্র আস্ত্র এগোচ্ছিল। অতীতে, বাংলাদেশ জিততে জিততে ম্যাচ হেরে গেছে। কিন্তু মনে হয় বাংলাদেশি এ দল জানে কীভাবে স্নায়ু বজায় রাখা যায় যদিও তাদের সত্যিকারের পরীক্ষা তখনো বহুদ–র।

holycrossrajshahi.com

দলপতি/দলনায়ক মুশফিকুর রহীমকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হয় কারণ তিনি এ সমাদৃত পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি তরুণদেরকে আগুনের রেখায় ছুঁড়ে ফেলতে ভয় পাননি এবং পরবর্তীতে পর্যন্ত তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং ম্যাচ জিতেছে।

তরুণ টাইগারদের এটি ছিল ব্যাপক ভয়। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, এই বিজয় তরুণ টাইগারদের পরবর্তী ম্যাচগুলো ভালো খেলতে উৎসাহিত করবে।

৫২. ভিশন ২০২১

ভিশন ২০২১ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা যেটি দেশের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল এবং রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল একটি সমাজের জন্য নাগরিকদের আশা-আকাগুখাকে প্রতিফলিত করে। ভিশনটি ২০২১ সালের মধ্যে ৮টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করে।

এটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিশ্চয়তা দেয় যেখানে লোকজন স্বাধীনভাবে তাদের সরকার নির্বাচন করতে পারে, সেখান থেকে ঝামেলা ছাড়াই সেবা পেতে পারে, অসহিষ্ণুতা ও ভয় থেকে স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক সুবিচার, পারিপার্শ্বিক সুরক্ষা, মানবাধিকার এবং সমান সুযোগের নিশ্চয়তা পায় এবং যেখানে আইনের নিয়মনীতি ও ভালো সরকার সমৃদ্ধি লাভ করে।

আমরা একটি উদারমনা, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি। একইভাবে আমরা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেটি ২০২০/২০২১ সালের মধ্যে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত হবে। যেখানে দারিদ্র্য আকস্মিকভাবে হ্রাস পাবে, যেখানে আমাদের নাগরিকরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে, যেখানে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন হবে।

ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল : সকলের অংশগ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হওয়া, একটি কার্যকর, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ এবং বিকেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা অর্জন করা, একটি দক্ষ ও সৃজনশীল মানবসম্পদ/জনসম্পদে পরিণত হওয়া, বৈশ্বিকভাবে সামগ্রিক আঞ্চলিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া, পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং স্বচ্ছল ও ন্যায়সঙ্গত সমাজে পরিণত হওয়া।

২০০৬ সালে বাংলাদেশের সভ্য সমাজের সার্বিক কার্যক্রম থেকে এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বেরিয়ে এসেছে যখন 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭ : বাংলাদেশ ভিশন ২০২১' শিরোনামে স্থানীয় পর্যায়ে ১৫টি সংলাপ নাগরিক ফোরামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ভিশন ২০২১- এর দলিল প্রধান রাজনৈতিকদলগুলোর নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নাগরিকদের এই পবিত্র আশা-আকাগুক্ষাকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নিরিখে দেখা হয় যেটি গণতন্ত্র, ব্যাপক, ন্যায়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুধ শাসনব্যবস্থার নীতিতে গড়ে উঠবে।

৫৩. আমাদের জীবনে সময়ানুবর্তিতার মূল্য

সময়ানুবর্তিতাকে সর্বোত্তম গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষের চিহ্ন/নিদর্শন। এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে কাজ করার অভ্যাস।

সময়ানুবর্তিতার অন্যতম প্রধান মূল্য হচ্ছে এই যে এটা জীবনে শৃগুখলা আনে। এটা অলসতা দূর করে এবং আমাদের 'টেক-ইট-ইজী' মনোভাব দূর করে। একজন সুশৃগুখল ব্যক্তি সবসময় স্বীকৃতি ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং সময়ানুবর্তিতা আমাদেরকে সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত করে।

সময়ানুবর্তিতার আরেকটি উলে-খযোগ্য গুণ হচ্ছে যে, এটি আমাদের কাজ সঠিক ও যথার্থভাবে করতে ব্যাপক সময় দেয়। দ্রুত বা লক্ষ্যহীনভাবে কাজ করার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটতে পারে। যখন আমরা সময়মত কাজ করি তখন তা ভালো কাজ হিসেবে শেষ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

সময়ানুবর্তিতার গুণকে কৃতকার্যতার চাবিকাঠি বলা হয়। বিশ্বের সে সমস্ত মহান নেতা যাঁরা সুখ্যাতি ও সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের দিকে তাকাও। সময়ানুবর্তিতা ছিল তাঁদের হলমার্ক। ওয়াশিংটন একবার বিলম্বের কারণে তার সচিবকে তিরস্কার করেছিলেন। সচিব দোষটা তার ঘড়ির উপর চাপিয়ে দেয়। ওয়াশিংটন রিপোর্ট করলেন, "মহাশয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা নতুন ঘড়ি আনতে হবে অথবা আমাকে একজন নতুন সচিব নিয়োগ দিতে হবে।"

যখন ব্যক্তি সময়ানুবর্তি না হয় তখন তারা অন্যের জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। লোকজনের তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং তাতে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সময়ানুবর্তিতার অভাব সংস্কৃতির অভাব সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিটিকে সবার নিকট সৌজন্যহীন গড়ে তোলে।

সময়ানুবর্তিতার অভাবে পরাজয় বরণ, রাজত্ব ও সুবর্ণসুযোগ হারানোর মত অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। কথিত আছে যে, নেপোলিয়ন তাঁর একজন সেনাপতির বিলম্বে/দেরিতে আসার কারণে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন।

আমাদের সবাই সময়ানুবর্তিতার গুণ নিয়ে জন্মাইনি। আমাদের কষ্ট করে এটার বিকাশ সাধন করতে হয়। কেবলমাত্র স্থির প্রার্থনা ও অভ্যাস এ গুণকে উপ্ত/গ্রোথিত করতে পারে।

এটি অনেক ত্যাগ চায়, অলসতা সমূলে দূর করার সাহস চায়। এটা একটি সুশৃংখল জীবন দাবি করে। এ কারণে খুব কম সংখ্যক লোকেরই সময়ানুবর্তিতার গুণ আছে।

৫৪. বিজ্ঞানের একটি চমৎকার দান হিসেবে কম্পিউটার বা, কম্পিউটারের উপকার ও অপকার

কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোত্তম আবিষ্কার। কম্পিউটার ছাড়া এখন আমরা এক মুহূর্তও ভাবতে পারি না। এটা নিজে কাজ করে না কিন্তু চালকের আদেশ অনুসারে এটা কাজ করতে পারে।

চার্লস ব্যাবেজকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়। তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম কম্পিউটারের কাঠামো আবিষ্কার করেন। ব্যাবেজের কাঠামো অনুসরণ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম. কোম্পানি যৌথভাবে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কার করেন।

একটি কম্পিউটারের পাঁচটি প্রধান অংশ আছে। সেগুলো হল ইনপুট ইউনিট, আউটপুট ইউনিট, মেমোরি ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং এরিথম্যাটিক ইউনিট।

একটি কম্পিউটার তিনটি কাজ সম্পন্ন করে : (১) এটা ডাটা গ্রহণ করে, (২) ডাটা বিন্যাস করে এবং (৩) ডাটা প্রেরণ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রভূত অবদান রাখে। উন্নত দেশের শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের শিক্ষার উপকরণসহ অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করে। এ কারণেই অতি অল্প সময়ে হাজার হাজার বই ছাপানো সম্ভব হয়েছে।

কম্পিউটার বর্তমানে রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সার্জারীর পরিবর্তে অপারেশনের জন্য একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। এটি সাধারণ রোগের চিকিৎসায় পাথর গলানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম এর বিভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বে যোগাযোগ করা সম্ভব।

বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি চিন্তা করা যায় না। ডকুমেন্ট ও বাজেট তৈরি এবং তথ্য মজুদ করার কাজে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকিং খাতে এটা প্রায় অত্যাবশ্যকীয়। উন্নত দেশগুলোতে কলকারখানা এবং শিল্প চালাতেও এটা ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারের এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অপকারিতা আছে। এটা চালকের দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে।

কম্পিউটার বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই এটা সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার/ প্রয়োজন।

holycrossrajshahi.com

৫৫. যৌতুক প্রথার কুফল
বা, যৌতুক- একটা সামাজিক অভিশাপ

যৌতুক হচ্ছে একটি সামাজিক কুফল যা কনের পিতা কর্তৃক বরকে দেয়া এক ধরনের সামাজিক উপহার। এটা একটি সামাজিক হুমকি যা অনেক বালিকাকে অকালমৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করে।

বর্তমানে যৌতুক দেয়া ছাড়া পিতামাতাগণ তাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। মাঝে মাঝে শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলেদের পিতামাতাগণ নগদ অর্থসহ দ্রব্যসামগ্রী দাবি করে। প্রায়ই ছেলেদের ব্যবসা শুরুর জন্য বরের পিতাগণ প্রারম্ভিক ম–লধন হিসেবে কনের পিতাদের নিকট হতে বিপুল অর্থ দাবি করে। তারা সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্যও যৌতুক দাবি করে।

যৌতুক প্রথা এক প্রকার অভিশাপ যা কনেদেরকে নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মৌখিক চুক্তি অনুসারে যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে বরেরা কনেদেরকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যাচার করে। সামাজিক কুসংস্কার বরদেরকে অন্যায়ভাবে কনের পিতা-মাতাকে শোষণ ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে প্রভাবান্বিত করে। পরিবার ও নারী উভয়কেই অভিশপ্ত যৌতুকের ভুক্তভোগী হতে হয়।

যৌতুক প্রথা লোভ, দুর্নীতি, সন¿াস, বিদ্বেষ/ঘৃণা, অন্যান্য অপকর্ম এবং স্বামীদের মধ্যে মনস্ত্বাত্ত্বিক অস্বাভাবিকত্ব সৃষ্টি করে। যৌতুক দিতে ব্যর্থতার কারণে স্ত্রীদের নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হয় এবং ম–ল্যবান আসবাবপত্র, গাড়ি (যানবাহন), অলঙ্কার ও অধিক পরিমাণে অর্থ আনার জন্য তিরস্কার করা হয়। মাঝে মাঝে স্ত্রীদেরকে পুড়িয়ে এবং শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয়। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে তারা আত্মহত্যা করে।

দরিদ্র পিতামাতার উপর যৌতুক বহন করা ভারী বোঝাস্বরূপ। এই পদ্ধতি নারীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করে যা কেনা বেচা করা যায়। এভাবেই নারীদের সামাজিক মর্যাদায় নিচু করা হয়।

এ সামাজিক অভিশাপ দ–রীকরণের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের উচিত অপরাধ ও বেআইনী প্রথার সঙ্গে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যৌতুক গ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে কঠোর এবং দৃষ্টান্ত ম–লক শাস্তি দিতে হবে/ দেওয়া উচিত।

৫৬. বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানসম–হ

বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হচ্ছে ইউনেস্কো কর্তৃক তালিকাভুক্ত বিশেষ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপ–র্ণ স্থান। প্রত্যেকটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানটি যেখানে অবস্থিত সেটি যদি বৈধ কোনো অঞ্চলের অংশবিশেষ হয়, ইউনেস্কো এটিকে উৎসাহ সহকারে আন্তর্জাতিক কমিউনিটি দ্বারা এর সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশে তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান আছে : ষাট গম্বুজ মসজিদ, সোমপুর বিহার এবং সুন্দরবন।

ষাট গম্বুজ মসজিদ পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি ইসলামী প্রাসাদ/অট্টালিকা। এটা ঢাকা শহরের প্রায় ১৭৫ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে বাগেরহাটের উপকণ্ঠে অবস্থিত। মসজিদটি অনন্য কারণ এর সাতাত্তরটি চমৎকারভাবে খোদাইকৃত গম্বুজ ষাটটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। নিকটেই শহরটির প্রতিষ্ঠাতা খান জাহান আলীর সমাধিসৌধ দেখতে পাওয়া যায়।

ঢাকার ২০০ কিমি উত্তর পশ্চিমে পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধবিহারটি ৭ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ভারত উপমহাদেশে সর্ববৃহৎ একক বৌদ্ধবিহার এবং এটা সোমপুর মহাবিহার নামেও পরিচিত। এটা ৭ম হতে ১৭ দশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র ছিল। এর নকশা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঠিকভাবে খাপ খাওয়ান ছিল। এই ধর্মীয় স্থাপনা সমৃদ্ধ শহরটি এক চমৎকার শৈল্পিক অর্জন যা দ–রবর্তী কম্বোডিয়ায় বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পে প্রভাব ফেলেছে।

সুন্দরবন বিশ্বের উষ্ণমন্ডলীয় বনাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ। এখানে ব্যতিক্রমী জীববৈচিত্রপ–র্ণ এবং লক্ষণীয় প্রায় ৪০০ বাংলা বাঘ আছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, নদী ও খাঁড়ি দ্বারা এর চিরপরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের আকার পরিবর্তন হচ্ছে। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান সুন্দরবনকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ উষ্ণমন্ডলীয় বনাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

যদিও আমাদের দেশটি ছোট, আমাদের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান থাকায় আমরা গর্বিত। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে এদের ঘোষণা দেওয়ায় আশা করা যায় যে এই সুন্দর স্থাপত্যশিল্প সমৃদ্ধ ভাস্কর্য এবং বনাঞ্চল অধিকতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৫৭. আমার প্রিয় খেলা (ফুটবল)
বা, তোমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা

ফুটবল আমার প্রিয় খেলা। আমি এটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি কারণ এটা রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপ–র্ণ। ফুটবল একটি আন্তর্জাতিক খেলা। এটা সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে খেলা হয়েছিল। এখন এটা সারা পৃথিবীতে খেলা হয়। আমাদের দেশে ছাত্র, ছাত্র-বহির্ভূত সবাই এই খেলা প্রবল আগ্রহে এই খেলা দেখে।

ফুটবল একটি আউটডোর খেলা। এটি সারা বিশ্বব্যাপী খেলা হয়।

ফুটবল একটি প্রকাড মাঠে খেলা হয়। মাঠটি ১১০-১২০ গজ লম্বা ও ৭০-৮০ গজ চওড়া। মাঠের প্রত্যেকটি বিপরীত প্রান্তে দুটি করে গোল পোস্ট আছে। পোষ্ট দুটি আট গজ দ–রে এবং এর মাটি হতে আট ফুট উঁচুতে একটি গোল বার আছে।

প্রত্যেক দলে এগারো জন নিয়ে গঠিত দুদলে ফুটবল খেলা হয়। প্রত্যেক দিকে একজন গোলরক্ষক, চারজন ব্যাক, দুজন লিংকসম্যান এবং চারজন ফরোয়ার্ড থাকে। মাঠের মাঝখানে একটি বল রাখা হয়। খেলা শুরু করতে রেফারী বাঁশি বাজানোমাত্র বলে লাথি মারা হয়। যখন বলে লাথি মারা হয় তখন খেলোয়াড়গণ প্রতিপক্ষদলের গোলপোস্টের মধ্য দিয়ে বলকে জালে পাঠাতে চেষ্টা করে। কেবলমাত্র গোলরক্ষকরাই হাত দিয়ে বল স্পর্শ করতে পারে। অন্য খেলোয়াড়রা কেবলমাত্র বলে লাথি মারতে পারে কিন্তু এটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারে না।

ফুটবল খেলাটি অতিমাত্রায় উত্তেজনাপ–র্ণ। উভয় দলই বিপরীত গোলপোস্টের মধ্য দিয়ে বলটিকে পাঠাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে দল বেশি গোল করতে পারে তাদেরকে খেলায় বিজয়ী বলা হয়।

ফুটবল খেলা একটি ভালো ব্যায়াম। এটা আমাদের শরীরকে শক্তিশালী ও কর্মঠ করে। এটা আমাদেরকে শৃগুখলা, ভ্রাতৃত্ব এবং দলগত সাফল্যের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া, আমরা এটা খেলে টাটকা বিনোদন পাই। তাই এটা আমার প্রিয় খেলা।

৫৮. একজন পোশাক কর্মীর জীবন

পোশাক কর্মীরা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাশার ম–ল্যবান উৎস। যদিও তাদের অবদান বড়, তাদেরকে দেওয়া অল্প পরিমাণ বেতন দিয়ে তারা অত্যন্ত করুণ ও দুর্বিষহ জীবন যাপন করে।

তারা দারিদ্র্যের কারণে পোশাক কর্মীর জীবন শুরু করে। যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, তারা নিজেদের ভালো সম্পর্কে অসচেতন।

পোশাক কারখানায় যাবার পথে তাদেরকে খুব সকালে শহরের রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময়েই তাদেরকে ব্যস্ত দেখা যায় কারণ সামান্য বিলম্বের জন্য তাদেরকে খেসারত দিতে হয়। দুপুরের খাবার সময় তাদের কেউ কেউ বাসা থেকে আনা খাবার (টিফিন) খায় এবং কেউ কেউ পাশের দোকান হতে কেনা এক টুকরা রুটি খেয়ে থাকতে পারে। সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদেরকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়।

পোশাক কর্মীরা সকাল ৮টা হতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত কাজ করে। মাঝে মাঝে তাদেরকে সারারাত কাজ করতে হয়। ক্ষুদ্র আয় দ্বারা তাদেরকে পরিবারের ভরণ পোষণ করতে হয়।

এ সমস্ত কারণে তারা পুষ্টিহীনতা ও অন্যান্য রোগে ভোগে। তাছাড়া তারা সামাজিক অবমাননা ও হয়রানির শিকার হয়। এ সমাজের অন্যান্য

holycrossrajshahi.com

সদস্য কর্তৃক তারা ঘৃণিত হয়।

মাঝে মাঝে তারা নানা ধরনের দুর্ঘটনা যেমন- আগুন, ভূমি ভূমিকম্প, ভবনধস ইত্যাদির সম্মুখীন হয় এবং অকালে অনেক প্রাণ হারায়। পোশাক কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন। একারণেই প্রায়ই বিপুল সংখ্যক পোশাক শ্রমিক যথাযথ বিল্ডিং কাঠামো এবং জীবন রক্ষাকারী জিনিসের অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

আমাদের অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা বিবেচনা করে তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা উচিত। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। এটা প্রহেলিকার মত যে তারা আমাদের পোশাকের যোগান দেয় কিন্তু তাদের নিজস্ব পোশাকগুলো ছেঁড়া। তাই যত্নের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সর্বোত্তমটা পেতে পারি।

৫৯. পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

সভ্যতাগুলো পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে একীভূত হয় কিন্তু বাংলাদেশের উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির এরূপ প্রভাব আর কখনো দেখা যায়নি। এর প্রভাব এত প্রবল এবং গভীর যে, আমরা যেখানেই যাই না কেন আমরা কেবল পশ্চিমা চাল-চলন লক্ষ করি এবং আমরা মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয়ে যাই যে, আমরা কি বাংলাদেশে আছি না কোনো পশ্চিমা রাষ্ট্রে আছি।

বাংলাদেশে পশ্চিমা প্রভাব খুঁজে পেতে আমাদের খুব বেশি দ–রে যেতে হবে না। আমাদের খাবার, খাবার অভ্যাস, আমাদের পোশাক, আমাদের নাচ, আমাদের গান, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের জীবন-যাত্রা, রীতি সবই পশ্চিমা ধাঁচের। অবাক করার বিষয় হল, একজন ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারা লোক একজন ইংরেজিতে কথাবার্তা না বলতে পারা লোকের চেয়ে অধিক স্মার্ট বলে বিবেচনা করা হয়।

এটা প্রকাশ করে যে, আমরা যে কেবল পশ্চিমা স্টাইল গ্রহণ করেছি তা নয়, বাংলাদেশি স্টাইল যারা অনুসরণ করে তাদের তুলনায় যারা কেবল পশ্চিমা স্টাইল অনুসরণ করে তাদের প্রশংসা করছি।

আমাদের বাংলাদেশিদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের দেনান্দন জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিহার্য। কিন্তু দু:খের বিষয় আমরা ক্রমান্বয়ে আমাদের আদর্শ ও প্রথা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের যুব সমাজ নিজস্ব সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা অবহেলা করে বিদেশী অনুষ্ঠানমালা প্রবল আগ্রহে উপবোগ করে। শুধুমাত্র তাই নয়, আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার অবহেলা করে যুব সমাজ এবং অন্যান্যরা পশ্চিমা খাবার গ্রহণ করছে।

এতে দেখা যায় যে, আমরা ব্রিটিশদের নিকট থেকে শারীরিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু মানসিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে আমরা স্বাধীনতা পাইনি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আমাদের যুব সমাজ পুরোপুরি ভুলে যাবে এবং সামাজিক দৃঢ়তা বিচূর্ণ হবে।

আমার দৃষ্টিতে, যেকোনো স্থানের ভালোটা গ্রহণ করা ভালো, কিন্তু, আমাদের অবশ্যই আমাদের জন্য কোনটা ভালো তা শিখতে হবে। যদি আমরা তা করতে পারি, তবে অবশ্যই আমরা সবকিছু থেকে ভালোটা গ্রহণ করতে পারবো এবং এটা হল তাই যা বুদ্ধিমান একজন মানুষ বা একটি সমাজে করতে থাকা উচিত।

৬০. বাংলাদেশের দুর্নীতি

বর্তমানে দুর্নীতি এর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অজ্ঞানে একটি সর্বাধিক আলোচনার বিষয়।

কারো কাছ থেকে কোনো সুবিধা সাধারণত কোনো কিছুর বিনিময়ে দেওয়া বা গ্রহণ করাকে দুর্নীতি বলে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্ত্র্যের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি যেমন ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, উপহার প্রদান, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি প্রভৃতিতে জর্জরিত যা আমাদের দেশের উন্নতির জন্য দ–র করা আমাদের প্রয়োজন।

দুর্নীতির অনেক কারণ আছে। লোভ, স্বার্থপরতা, কুমতলব/ অসৎ উদ্দেশ্য, দায়িত্বহীনতা, দেশপ্রেমের অভাব এবং সর্বোপরি আমাদের সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত্র্য লোকদের শাস্ত্র্য না হওয়া বাংলাদেশে দুর্নীতি বিস্ত্র্যারের জন্য দায়ী।

ট্রানসপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্ত্র্য দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি দেশের সকল প্রকার উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য দ–রীকরণের অধিকাংশ অর্থই আত্মসাৎ হচ্ছে এবং জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে। একারণে প্রচুর জাতীয় সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত্র্য বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত।

সাধারণত সমাজের বড় বড় নেতারা, রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিতে জড়িত। ফলে ধনী, উচ্চাবিত্ত ও দরিদ্র, সাধারণ জনগণের দ–রত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং দরিদ্র ও সাধারণ জনগন আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং বর্তমান অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সকল শ্রেণির লোকদের এগিয়ে আসা উচিত। এর বিরুদ্ধে নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনা করা উচিত। দুর্নীতির মামলা দায়ের ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। গুরুত্বপ–র্ণ ব্যক্তি বিশেষ করে সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপ–র্ণ ব্যক্তিদের ধনসম্পদের বিবরণী অবশ্যই হালনাগাদ করতে হবে এবং নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। জনগণের মধ্যে দেশের জন্য গভীর অনুভূতি বৃদ্ধি ও তাদের নৈতিক ম–ল্যবোধ উচ্চতর স্ত্র্যরে উন্নীত করার মাধ্যমে সমাজ থেকে এ রোগ অপসারণ করা যায়।

৬১. লিঙ্গ বৈষম্য

লিঙ্গ বৈষম্য বলতে পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি পক্ষপাতপ–র্ণ আচরণকে বুঝায়। আমাদের সমাজে মহিলারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও অবহেলিত। তারা প্রায়ই শোষণ, নিপীড়ন/ নির্যাতন ও হত্যার শিকার। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেই এসব ঘটে এবং এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারাই দায়ী। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটা অন্যতম প্রধান বাধা।

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে লিঙ্গ বৈষম্যের উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়। মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন স্ত্র্যরে এ বৈষম্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে একটি বালিকার/ মেয়ের জন্মের শুরুতেই এটা আকার ধারণ করে অর্থাৎ একটি বালিকা/ মেয়ের জন্মকে আন্ত্র্যরিকভাবে স্বাগত জানানো হয় না। তাছাড়া, পিতামাতা/বাবা মায়েরা তাদেরকে শিক্ষা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। তাদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরপক্ষে একজন ছেলে শিশুকে উপযুক্ত যত্ন, খাবার ও পুষ্টি দেওয়া হয়। মনে করা হয় যে তারা অর্থনৈতিকভাবে পরিবারকে সহায়তা করবে। আর মেয়ে শিশুকে সময়ের আগেই বিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়াও, মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতি এবং পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। এভাবে তারা আবদ্ধ চার দেয়ালের মাঝে বেড়ে ওঠে। তাদেরকে গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত করা হয়। তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায় না।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে সমাজের পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণ উভয়েই দেশের উন্নতির জন্য সমান গুরুত্বপ–র্ণ। তাদের সম্ভাবনাগুলোর অবম–ল্যায়ন করে প্রকৃতপক্ষে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নম–লক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত। অধিকন্তু, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা হালনাগাদ করতে বাস্ত্র্যবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া

holycrossrajshahi.com

উচিত। এ লক্ষ্যে আমাদের সমাজে মহিলাদের উন্নয়নের পথে যে সকল সামাজিক বাধা আছে তা দ–রীকরণে আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

৬২. শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে ফেল করার কারণসম–হ

বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। প্রতিযোগিতার বিশ্বে টিকে থাকতে হলে ইংরেজিতে দক্ষতা সবচেয়ে বেশি দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ভালো নয়।

ইংরেজিতে ফেল করার প্রধান কারণ হল ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা। শিক্ষার্থীরা এটি শিখতে অনিচ্ছুক। এছাড়া, শিক্ষার্থী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ভয় পায়। অধিকাংশ সময় তারা বিষয় না বুঝে মুখস্থ করে। অধিকন্তু, দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং মানসম্মত শিক্ষার অভাবও এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

অন্য একটি গুরুত্বপ–র্ণ কারণ হচ্ছে যে, বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইসম–হ শিক্ষার্থীদের মানঅনুযায়ী সংগতিপ–র্ণ নয়। আবার ত্রুটিপ–র্ণ প্রশ্নাবলীর ম–ল বিষয়সম–হ শিক্ষার্থীদের তথাকথিত 'টাচ ও পাস' পদ্ধতির পেছনে ছুটতে প্ররোচনা দেয়।

ইংরেজিতে ফেল করার অপমান থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে শীঘ্রই পদক্ষেপ নিতে হবে। ইংরেজিতে দখল থাকতে হলে এটি শেখার আগ্রহ থাকতে হবে আর এই ব্যাপারে প্রশিক্ষিত শিক্ষকেরা গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শেখার পরিবর্তে না বুঝে মুখস্থ করার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ইংরেজি শেখার জন্য গ্রামার শেখা, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করা, লোকজনের সাথে কথা বলা, ইংরেজিতে বিভিন্ন বিষয়াদি শোনা ও পড়া গুরুত্বপ–র্ণ।

শিক্ষকদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা শিক্ষার্থীদের ভয় দ–র করে ইংরেজি শেখার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত রেডিও ও টেলিভিশনে ইংরেজি অনুষ্ঠানগুলো শোনা ও দেখার ওপর জোর প্রদান করতে হবে। এটি তাদের শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করবে এবং ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম করে তুলবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণি উপযোগী পাঠ্যবই চালু করা দরকার। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখার জন্য সদিচ্ছা এবং আন্ত©রিকতা ও আনন্দ সহকারে ইংরেজি শেখানোর প্রতি শিক্ষকের আত্মনিয়োগ ইংরেজিতে অকৃতকার্য হওয়ার এই সমস্যাকে দ–র করতে পারে।

৬৩. দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদান

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্বক্ষেত্রে নারীদের অবদান দিন দিন গুরুত্বপ–র্ণ হয়ে উঠেছে। যেহেতু নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক, তারা জাতি গঠনে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন "বিশ্বে যা কিছু মহান চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" যদি তারা অনুকূল পরিবেশ পায়, তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকারী সেবা প্রদান করতে পারবে। সুতরাং নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

প্রাথমিকভাবে নারীরা গৃহস্থালির কর্মে আবদ্ধ ছিল এবং গৃহস্থালির কাজকর্মে তাদের অবদান খুব একটা ম–ল্যায়ন করা হত না। কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে গুরুত্বপ–র্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তারা প্রশাসক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, ব্যাংকার, শিক্ষক ইত্যাদি হিসেবে নিয়োজিত। তারা এখন শুধু গৃহকর্ম পরিচালনা করছে না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে পারিবারিক আয়েও অবদান রাখছে।

এখন মহিলারা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য নিজেদের তৈরি করছে। এখন তারা তাদের মৌলিক অধিকারসম–হ উপভোগ করছে। কিন্তু এটি অতীব দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মহিলারা সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

যথাযথ শিক্ষা এবং নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তাদেরকে সাফল্য এবং গৌরব এনে দিতে পারে। বিভিন্ন পেশায় যোগদানের মাধ্যমে তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদান বেশ প্রশংসা পেয়েছে। বিশেষভাবে পোশাক শিল্পে তাদের অবদান উলে-খযোগ্য। বর্তমানে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের দেশে দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন অসম্ভব।

সুতরাং কাজের প্রতি তাদেরকে আরো বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তুলতে কাজের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। দেশের মঙ্গলের জন্য লিঙ্গবৈষম্য বিলুপ্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে, দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের নারী ও পুরুষ সদস্যকে অন্ত©র্ভুক্ত করে সরকার এবং সকল শ্রেণির লোকজনকে এগিয়ে আসতে হবে।

৬৪. শৃগুখলা

শৃগুখলা মানে হলো জীবনের কোনো ঘটনা বা ক্ষেত্রে বিশেষ আইন ও নীতিসম–হ মেনে চলা।

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বাস করতে পারে না। তাকে সমাজ এবং রাষ্ট্রে বাস করতে হয়। কেউ তার নিজের পছন্দমত কিছু করতে পারে না। তাকে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। এসব নিয়মনীতি তাকে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

শৃগুখলা হচ্ছে জীবনে সফলতার ম–ল। এটা মানুষকে শান্ি© এবং সুখে থাকতে সাহায্য করে। এটা সকল গুণাবলীর ভিত্তি গঠন করে। শৃগুখলা ব্যতীত জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে না।

প্রকৃতিতে আমরা শৃগুখলা দেখতে পাই। স–র্য, চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র, ছায়াপথ তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। আমরা এদের থেকে শৃংখলাবোধের প্রয়োজনীয়তা শিখতে পারি। এবং অন্য সকল গ্রহ তাদের নিজস্ব কক্ষপথে নিয়মতান্ি¿ক উপায়ে ঘুরছে।

ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্ত©র্জাতিক পর্যায়ে শৃংখলাবোধ প্রয়োজনীয়। একটি শৃংখলাহীন জীবন সমস্যা ও বিশৃংখলায় পরিপ–র্ণ।

ছাত্রজীবন হচ্ছে শৃগুখলার অভ্যাস তৈরির সবচেয়ে ভালো সময়। শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই যথাসময়ে স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে এবং স্কুলের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাদেরকে শিক্ষকের আদেশ মেনে চলতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারে না এবং শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ পড়তে পারে না, যদি না সেখানে কোনো শৃংখলাবোধ থাকে।

খেলার মাঠে শৃগুখলা খুব দরকারী জিনিস। একজন খেলোয়াড়কে রেফারী অথবা আম্পায়ারের সিদ্ধান্ে©র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। সেনাবাহিনীতে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোরভাবে শৃগুখলা অনুসরণ করতে হয়। এটি সেনাবাহিনীতে সফলতার চাবিকাঠি। পরিবারে অবশ্যই শৃগুখলা বজায় রাখতে হয় এবং অনুশীলন করতে হয়। শৈশবে ছেলেমেয়েদের এটি অবশ্যই চর্চা করতে হবে।

শৃগুখলা হচ্ছে জীবনে সফলতার সবচেয়ে গুরুত্বপ–র্ণ শর্ত। এটি জীবনের কর্মকান্ডে বিন্যাস ও রীতি এনে দিয়ে আমাদেরকে সফলতার চূড়ায় পৌঁছে দেয়। শৃগুখলা ব্যতীত কেউ সফলতা লাভ করতে পারে না এবং কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না।

৬৫. শারীরিক ব্যায়াম

ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য শারীরিক ব্যায়াম খুব দরকারী। প্রবাদ আছে যে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ।' এ সম্পদ অর্জন করতে হলে শারীরিক ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক ব্যায়াম মানে হলো আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পদ্ধতিগত এবং নিয়মতান্ি¿ক নড়াচড়া। আমাদেরকে খুব শৈশবের শুরু থেকে শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম রয়েছে। শারীরিক ব্যায়ামের সবচেয়ে পরিচিত রূপগুলো হচ্ছে হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, দাঁড় টানা, ঘোড়ায় চড়া, কুস্ি© খেলা প্রভৃতি। সকল বয়সের লোকদের জন্য সব ধরনের শরীরিক ব্যায়াম উপযুক্ত নয়। এছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, হকি

holycrossrajshahi.com

ইত্যাদি খেলার মত বিভিন্ন ধরনের খেলাও শারীরিক ব্যায়ামের অন্ত্র্গত। যদি আমরা শরীরকে গঠন করতে চাই এবং মনকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর রাখতে চাই আমাদেরকে এসব ব্যায়ামের যেকোনো একটি করতে হবে।

আমাদের সঠিক সময়ে শারীরিক ব্যায়াম গ্রহণ করা উচিত। খাবার গ্রহণের পর কোনো ব্যায়াম করা উচিত নয়। এটি খালি পেটেও করা উচিত নয়। তাই আমাদের এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। শারীরিক ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল-বেলা। কিছু ব্যায়াম সন্ধ্যাবেলায়ও করা যায়।

শারীরিক ব্যায়াম আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাকে ঠিক রাখে। এটি মাংসপেশীকে শক্ত এবং শরীরকে কর্মঠ রাখে। এটি রক্ত সরবরাহে সাহায্য করে এবং খাদ্য হজমে সহায়তা করে। এটি আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এটি আমাদের শক্তির যোগান দেয় এবং আমাদের দুশ্চিন্ত্রামুক্ত রাখে। এটি শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এটি তাকে তার মনোযোগ আনয়নে সহায়তা করে। এটি পরিপ–র্ণ ঘুমের সহায়তা করে।

প্রবাদ আছে যে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাস করে।" সুতরাং, আমাদের শরীরকে ঠিক রাখতে হলে অবশ্যই শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে।

একটি শক্তিশালী এবং পুরুষোচিত দেহ কয়েক বছর অনুশীলনের ফসল। ছাত্রজীবন হচ্ছে সেই সময় যখন এই ব্যাপারে যত্ন নেওয়া হয়। আমাদেরকে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে। যদি আমরা তা করি, আমাদের শরীরের অঙ্গগুলো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। তখন আমরা রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। এভাবে আমরা ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে পারি। এটা আমাদেরকে আনন্দ ও ফুর্তির অনুভূতি প্রদান করে।

৬৬. বাংলাদেশের বন্যা

যদিও বাংলাদেশ হচ্ছে প্রকৃতির প্রিয় সন্ত্রান, প্রতি বছর এটি বার বার প-াবিত হয়। প্রকৃত সত্য এই যে, বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ এবং এটি মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। অধিকন্তু, এটি নিম্নভূমিতে অবস্থিত। এই কারণে প্রায়ই বন্যা ঘটে এবং আমাদের দুর্দশাকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই আমাদের সামান্য উপকারও করে।

আমরা বন্যার কারণ সম্পর্কে জানি। আমাদের দেশে বন্যার প্রধান কারণ হলো প্রচুর বৃষ্টিপাত। বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পানিতে আমাদের নদী ও খাল ভরে যায়। তাই নদী এবং খাল বেশি পানি ধরে রাখতে পারে না। এ কারণেই বন্যা ঘটে। শুধু তাই নয়, সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আকস্মিক বন্যার কারণ হতে পারে। মাঝে মাঝে পর্বতে বরফ গলার কারণে ব্যাপকভাবে পানির নিচু দিকে গমনও বন্যার জন্য দায়ী হতে পারে।

কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, চর্ম রোগ ইত্যাদির মত নানা বিপজ্জনক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর ফলে অনেক লোক অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।

সব জিনিসেরই ভালো এবং মন্দ দিক রয়েছে। একইভাবে, বন্যার কিছু ভালো দিকও রয়েছে। বন্যার সময় নদী প্রচুর পলি বয়ে নিয়ে আসে যা আমাদের জমিকে উর্বর করে। এর ফলে, বন্যার পর আমরা ভালো শস্য পাই। অধিকন্তু, এটি আবর্জনা, ধ–লা ধ–য়ে নিয়ে যায় এবং আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে।

বন্যার মারাত্মক খারাপ প্রভাব রয়েছে। বন্যা আমাদের শস্য, গবাদি পশু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। অনেক গবাদি পশু মারা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। লোকজন এখানে সেখানে যেতে নৌকা ব্যবহার করে।

বন্যার প্রভাব বর্ণনা করা যায় না। লোকজন তাদের পোষা প্রাণীদের খাওয়াতে পারে না। কখনও কখনও মহামারি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকজন বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে ভোগে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।

বন্যা আমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটি বন্ধ করার জন্য আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরকে জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

৬৭. বাংলাদেশের ঋতু

বাংলাদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত্র, শীত ও বসন্ত্র এ ছয়টি ঋতু রয়েছে। এ ঋতুগুলো একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে আসে। প্রত্যেক ঋতুর নিজস্ব কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা বাংলাদেশকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত করেছে।

গ্রীষ্ম হচ্ছে বছরের প্রথম ঋতু। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে এই ঋতু। এই সময় রাত থেকে দিন বড় হয়। এটি বছরের সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু। বিভিন্ন ধরনের ও আকারের ফল যেমন আম, লিচু ও কাঁঠাল এই ঋতুতে পেকে থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত্র কিছুকে ভিজিয়ে দিতে গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আগমন ঘটে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নিয়ে এ ঋতু। ভারী ও অনবরত বর্ষণের ফলে নদী, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদি কানায় কানায় পরিপ–র্ণ হয়। এই ঋতুতে আমরা প্রচুর মাছ পেয়ে থাকি। শস্য, গাছপালা দ্রুত বেড়ে ওঠে।

বর্ষা ঋতুর পরপরই শরৎ ঋতুর আগমন ঘটে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে এ ঋতু। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং জোছনা তার পরিপ–র্ণ স্নিগ্ধতা নিয়ে হাজির হয়।

তারপর শিশির নিয়ে হেমন্ত্র ঋতু আসে। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে এ ঋতু। এটি ফসল সংগ্রহের ঋতু। এটি গরমও নয় ঠান্ডাও নয়।

শীত তার কুয়াশা ও ঠান্ডা নিয়ে আসে। পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে এ ঋতু। আকাশ এ সময় মেঘমুক্ত থাকে এবং নীল দেখায়। এই সময়ে আমরা নানা ধরনের শাক-সবজি পাই এবং এটি হচ্ছে নানা ধরনের পিঠা, খেজুর রসের ঋতু।

অবশেষে আসে বসন্ত্র। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে এ ঋতু গঠিত হয়। এই ঋতুতে নানা রকমের অগণিত ফুল ফোটে এবং সমগ্র পরিবেশকে তাদের মিষ্টি ঘ্রাণ দিয়ে আনন্দময় করে তোলে।

প্রত্যেক ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষ শস্য, শাক-সবজি, ফুল ও ফল রয়েছে। এসব ঋতু আমাদের মাতৃভূমিকে এক অসাধারণ সৌন্দর্য ও নতুনত্ব প্রদান করে।

৬৮. বাংলাদেশের নিরক্ষরতার সমস্যা

নিরক্ষরতা বলতে পড়তে ও লিখতে পারার অক্ষমতাকে বুঝায়। এই নিরক্ষরতা সামাজিক অভিশাপ। এটি অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পশ্চাদপদতার ম–ল।

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতাম–লক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জনসংখ্যার ৬৮% লোক ন–্যনতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আমাদের জাতীয় জীবন অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত ও স্থবির এসব সমস্যা নিরক্ষরতা ও কুসংস্কারের ফলে সৃষ্ট। দারিদ্র্যপীড়িত লোকজন তাদের সন্ত্রানদের শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে বরং তারা তাদেরকে উপার্জনের কাজে নিযুক্ত রাখে। যেহেতু আমাদের কৃষকেরা অশিক্ষিত, তারা ভালো উৎপাদন করতে পারে না কারণ তারা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই নয় মিল, কারখানাগুলোতে আমরা অশিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমিকের জন্য ভালো ফল পাই না। এটি ক্ষীণকায় স্বাস্থ্য ও দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য দায়ী।

শিক্ষার শক্তি নিরক্ষরতার অভিশাপ সম–লে ধ্বংস করতে সাহায্য করতে পারে। তৃণম–ল পর্যায় থেকে নিরক্ষরতা দ–র করা প্রত্যেক সরকারের দায়িত্ব।

বর্তমানে প্রাথমিক স্ত্রারে শিক্ষাকে বাধ্যতাম–লক করা হয়েছে। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না কারণ তাদেরকে তাদের পরিবারের জন্য কাজ করতে হয়। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়েরা বিনাম–ল্যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাই তারা যা শিখেছে তা খুব দ্রুতই ভুলে যায়।

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। তদুপরি এই ক্ষেত্রে রেডিও ও টিভি গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন

holycrossrajshahi.com

করতে পারে। ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, যুবতী এবং সমাজের অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষাদানের স্বেচ্ছাসেবাম–লক কাজ করতে পারে এবং তাদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করাতে পারে।

পরিশেষে, নিরক্ষরতা আমাদের দেশের একটি মৌলিক সমস্যা। উন্নয়নের প্রকল্পকে স্থায়ী আকার প্রদানে এই সমস্যার ম–লোৎপাটন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

৬৯. অবসর যাপনের উপকারিতা

অবসর বলতে দৈনন্দিন কাজের চাপ থেকে মুক্ত সময়কে বুঝায়। এটা এমন একটা সময় যখন কারো কোনো কাজ থাকে না। দিনের কিছু ঘণ্টা অথবা সপ্তাহের কিছু সময় আমরা অবসর পেয়ে থাকি। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উপায়ে অবসর কাটিয়ে থাকে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক সু-স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে অবসর যাপনের উপকারিতা ব্যাপক। অবসর ছাড়া জীবন নীরস ও একঘেয়েমিপ–র্ণ হয়ে ওঠে।

আমরা সকলে কাজের গুরুত্বকে বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্রামহীন কাজ কাজের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এটি মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। অবসরযাপন প্রকৃতপক্ষে একটি আনন্দদায়ক মুক্তি বয়ে আনে। এটি আমাদের মনকে সজীবতা প্রদান করে এবং আমাদের কর্মশক্তিকে উজ্জীবিত করে।

কাজ করা ভালো, এটি বাধ্যতাম–লকও কারণ কোনো মানুষই বেঁচে থাকার জন্য কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। অতিরিক্ত কাজ আসলেই ক্ষতিকারক। একটি প্রবাদ আছে, 'বিশ্রামবিহীন নিরন্তর কাজ মানুষকে নির্বোধ করে তোলে।'

অবসরযাপন কোনো শ্রমবিমুখতা নয়, বরং এটি কাজের অনুকূলে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অধিকতর গুরুত্বপ–র্ণ বিষয় হচ্ছে প্রত্যেককে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানতে হবে। একজন ব্যস্ত মানুষ ব্যস্তময় কাজের পরিবেশ থেকে মুক্ত বাতাসে পলায়নের পথ খোঁজে। তার বাগান করা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালানো, খেলা করা, রং করা অথবা গান শোনার মত একটি আনন্দকর শখ থাকতে পারে।

গ্রামে ও শহরে বসবাসকারী লোকজন ভিন্নভিন্ন ভাবে তাদের অবসর উদযাপন করতে পারে। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ সদস্য চায়ের দোকানে একে অপরের সাথে কথা বলে তাদের অবসর যাপন করে। মহিলা সদস্যরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলে। কিন্তু শহরে, লোকজন সাধারণত টিবি দেখে। তারা চিড়িয়াখানা, পার্ক এবং অন্যান্য উলে-খযোগ্য স্থান পরিদর্শন করে।

যাহোক অবসরবিহীন জীবন একটি আনন্দহীন জীবন। একজন ব্যক্তি যে নিজের জন্য একদিনের ছুটির ব্যবস্থা করতে পারে না অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্য অবলোকনের সামর্থ্য বহন করতে পারে না তার জীবন নিশ্চিতরূপে দুর্ভাগ্যজনক। তাই অবসর যাপন কাজে লাগানো উচিত এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও সুখের জন্য আমাদের অবসর যাপনের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

৭০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১ শে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা দিবস। এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এটি যখন ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি পায়, তখন এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়। এটি বিশ্ব সংস্কৃতিতে একটি স্মরণীয় দিবসে পরিণত হয়েছে।

দিনটির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্ণর মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ কার্জন হলে বলেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণা প–র্ব পাকিস্তানের লোকজন ও ছাত্রদের মধ্যে প্রতিবাদের এক তীব্র ঝড় তোলে। এটি পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্ম দেয়।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মরিয়া হয়ে উঠা বাঙ্গালী অথবা বাংলাদেশীরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গুলি ও লাঠিচার্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান। এই আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক ও জব্বার জাতির স্বার্থে তাদের ম–ল্যবান জীবন উৎসর্গ করেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বাংলাকে তৎকালীন প–র্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বাঙালি বা বাংলাদেশিদের আলাদা ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এই দিনে জাতীয় পতাকা সর্বত্র অর্ধনমিত রাখা হয়। লোকজন শহিদ মিনারের বেদীতে ফুলের মালা প্রদান করে। লোকজন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে যেখানে তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান জানায় এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতা, রাস্তায় আলপনা আঁকা, অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া করা এবং অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" গানটি গায়। শহিদ মিনারের সামনে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকজন ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করে, বক্তৃতা প্রদান করে থাকে। টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ওশেনিয়া ইত্যাদি সহ সারাবিশ্বে পালন করা হয়।

এই মহৎ ও বিশ্বব্যাপী ঘোষণার জন্য আমরা বাংলাদেশিরা ইউনেস্কোর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৭১. পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ উপহার। সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসা পরিমাপ বা তুলনা কোনোটিই করা যায় না। তাই তাদের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পবিত্র এবং সৃষ্টিকর্তার পরই।

পিতামাতা হচ্ছে একমাত্র মানুষ যাদের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর আলো দেখতে পাই। তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম যত্ন ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে তোলেন। তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন আমাদের ভালো ও কল্যাণ কামনা করেন। তাঁরা আমাদের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত এমনকি তাঁরা আমাদের জন্য নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। তাই তাঁদেরকে মান্য করা ও সম্মান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাঁরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তাদেরকে সুখী করতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। শৈশবকালে আমাদের তাঁদেরকে মান্য করা উচিত। এটি তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করবে। যদি আমরা অবাধ্য হই তাহলে তাঁরা দুঃখ পাবে। যখন আমরা বড় হয়ে উঠি আমাদের উচিত তাঁদের উপদেশ মেনে চলা, কারণ তাঁরা আমাদের সর্বাত্মক শুভ কামনাকারী। তাঁরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান আমাদের উচিত তাঁদের দেখাশোনা করা এবং তাঁদের ভালো খাবার, পোশাক ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া। তাদের শেষ দিনগুলোতে তাদের দেখাশোনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তারা আর আয় করতে পারে না। সুতরাং তাদের সম্পদ কী? সন্তানেরা অবশ্যই তাদের সম্পদ এবং তাদের থেকে তারা কিছু সহায়তা পেতেই পারে। তারা তাদের যত্নের ব্যাপারে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করবে এবং তাদের সেবা করবে। যদি তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাহলে মহান আল-াহতায়ালাও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ছোট বালক বায়েজিদ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের জীবনী থেকে আমরা মাতাপিতার প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতার উদাহরণ পেতে পারি।

পিতা-মাতার প্রতি আমাদের ঋণের ন–ন্যতম পরিমাণও আমরা পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু তাঁদের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব, ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে তাঁদেরকে খুব সহজেই সুখী করতে পারি। যদি পৃথিবীর সমস্ত সন্তানেরা তাদের পিতামাতাকে সম্মান করে, আমি মনে

holycrossrajshahi.com

করি পৃথিবী একটি সুখের স্বর্গে পরিণত হবে।

৭২. যে টেলিভিশন অনুষ্ঠান আমি সবেচেয়ে বেশি পছন্দ করি

আমার পছন্দের অনেক টেলিভিশন অনুষ্ঠান রয়েছে। তাদের মধ্যে আমি "ইত্যাদি" খুব পছন্দ করি। "ইত্যাদি" বিটিভিতে সম্প্রচারিত হয়। এর স্থিতিকাল এক ঘণ্টাব্যাপী। এটি একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এটি ম–লত বিনোদনের পাশাপাশি একটি সামাজিক ব্যাঙ্গাত্মক অনুষ্ঠান।

"ইত্যাদি" ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান অনুষ্ঠানের অন্যতম। এটি বাংলাদেশ ও তার বাইরে সব ধরনের লোকদের কাছে এর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে। হানিফ সংকেত "ইত্যাদি" এর পরিকল্পনাকারী, পরিচালক ও উপস্থাপক। তিনি তার অনুষ্ঠানে নাটিকা, গান, নাচ, কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্য চিত্র প্রতিবেদন, দর্শকদের কাছ থেকে চিঠি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি দেখিয়ে থাকেন।

বিশ্বায়নের কারণে সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনের যুগে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি তুলে ধরতেও "ইত্যাদি" সাহায্য করে। এটি গান, নাটক অথবা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক মেধাবী লোকদেরকেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে।

হানিফ সংকেত সমাজের বিভিন্ন অন্যায় ও অবিচার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। হানিফ প্রকৃতপক্ষে সমাজের খারাপ লোকদের হালকা থাপ্পড় দিয়ে থাকেন। তাই "ইত্যাদি" জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচারিত অনুষ্ঠান। হানিফ সংকেত দেশের কিছু নির্বাচিত লোকদের অসাধারণ কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন দেখিয়ে থাকেন। "ইত্যাদি"-তে যেসব লোকদের মেধা আছে কিন্তু দারিদ্র্য কিংবা সঠিক সুযোগের অভাবে নিজেদের বিকশিত করতে পারে না তারা তাদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পান। বিদেশী ও বিদেশীদের ঐতিহাসিক স্থানের উপর প্রতিবেদন বাস্ত্রবিকপক্ষেই চমৎকার। হানিফ সংকেত ইংরেজি ছবির কিছু অংশে বাংলা কথোপকথন প্রদান করেন যা হাস্যরসাত্মক ও বিনোদনম–লক। তাছাড়া তিনি ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিখ্যাত স্থান দর্শকদের কাছে পরিচিত করান যা খুবই উপভোগ্য ও তথ্যবহুল।

প্রকৃতপক্ষে "ইত্যাদি" নানা কারণে জনপ্রিয়। এটি দর্শকদের জন্য স্পষ্ট এবং শিক্ষাম–লক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। "ইত্যাদির" প্রতিটি পরিবেশনার পিছনে রয়েছে। একটি বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের অন্য যেকোনো টিভি অনুষ্ঠানের চেয়ে "ইত্যাদি" সবসময় ভিন্নতর কিছু দেখায়। তাই "ইত্যাদি" আমার প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান।

৭৩. ছাত্র-জীবনে সময়ানুবর্তিতা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা জরুরী। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বড় আশির্বাদ। এটি সম্প–র্ণরূপে নিয়মানুবর্তিতার সদৃশ যা বলতে বুঝায়, নিয়ম, নীতি ও সময়ানুযায়ী কাজ করা।

সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস একদিনে গড়ে ওঠে না। এটি শিখনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস শৈশবকাল থেকে গড়ে তুলতে হবে। তাই পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস তৈরি করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া। প্রত্যেক ভালো অভ্যাস সঠিক সময়ে অনুশীলনই পৃথিবীকে মহিমান্বিত করতে একজনকে সক্ষম করে তোলে।

সময়ানুবর্তিতা সব শ্রেণির লোকদের জন্যই দরকারী। সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে তোলার উপযুক্ত সময় হচ্ছে ছাত্র জীবন। একজন সময়নিষ্ঠ ছাত্র তার পাঠ যথাসময়ে শিখতে পারে এবং তাই পরীক্ষার সময় তার কোনো অসুবিধা হয় না। সে শ্রেণিতে কখনো পিছিয়ে পড়ে না। শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারে না এবং ছাত্ররাও তাদের পাঠ সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারে না যদি সেখানে সময়ানুবর্তিতা না থাকে। হাসপাতালে সময়ানুবর্তিতা জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

সময়ানুবর্তিতা সময়ের অযথা অপচয়কে দ–রীভূত করে। সময় আমাদের জন্য খুবই ম–ল্যবান। শুধুমাত্র সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমেই আমরা সময় বাঁচাতে পারি। সময় সম্পর্কে সচেতন থেকে এ পর্যন্ত তুমি কখনো সমস্যার মুখোমুখি হওনি। তোমার সাথে যারা কাজ করে তুমি তাদের থেকে সম্মান ও প্রশংসা পাও এবং তুমি একটি সম্পদ। প্রত্যেকেই এরকম চমৎকার লোকের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে। অন্যদিকে একজন সময়জ্ঞানহীন মানুষ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও অসম্প–র্ণ কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজে পায় এবং এভাবে সে হতাশায় নিপতিত হয়। সে সাধারণত অন্যের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ সময় জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়।

সময়ানুবর্তিতা আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করে। এটি অন্য কথায় অর্থও বাঁচায়। একটি কথা আছে "সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়।" তাই আমরা যদি সময়মত খাবার খাই, আমরা কখনোও অসুস্থ হয়ে পড়ব না আর তাই ডাক্তার ও ঔষধের উপর আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

জীবনের সফলতা ও সমৃদ্ধির গোপন রহস্য হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা। এটি ব্যক্তির উন্নত ব্যক্তিত্বের চিহ্নও বহন করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের এই গুণাবলী গড়ে তোলার জন্য অনুশীলন করা উচিত।

৭৪. শ্রমের মর্যাদা

শ্রমের মর্যাদা, যা কাজের মর্যাদা হিসেবেও পরিচিত তা হলো একটি দর্শন যেখানে সব ধরনের কাজ সমানভাবে সম্মানিত এবং কোনো কাজকেই শ্রেয়তরভাবে দেখা হয় না। শ্রম বলতে কোনো কিছু সম্পাদন করতে শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টাকে বুঝায়। এটি জগতে কারো সাফল্য ও সুনামের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও জীবিকার জন্য কারো পেশা তার শারীরিক কর্ম অথবা মানসিক পরিশ্রমের সাথে জড়িত, এখানে ম–লত কর্মের সাথে মর্যাদার ব্যাপার রয়েছে যা শরীরের চেয়ে বুদ্ধির সাথেই অধিক তুলনীয়। যদি আমরা শ্রমের প্রতি সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শন করি, তাহলে আমরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারব।

শ্রম দুই প্রকার– শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক শ্রম হস্তচালিত শ্রম নামে পরিচিত। এই ধরনের শ্রম শ্রমের সবচেয়ে কঠিন ধাপ। মানসিক শ্রম বলতে আমাদের বুদ্ধি ও মানসিক কার্যক্রম দ্বারা সম্পন্ন কাজকে বুঝায়। এটি সবচেয়ে ম–ল্যবান শ্রম।

উপযুক্ত শ্রম, পরিকল্পনা ও কর্ম সম্পাদনের উপর ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি নির্ভর করে। বাস্তবিকপক্ষে, কঠোর পরিশ্রমের উপর গুরুত্ব ব্যতিরেকে কেউ উন্নতি করতে পারে না।

কেউ কেউ ভাবেন যে শারীরিক/ কায়িক পরিশ্রম লজ্জাজনক। কিন্তু এটা তাদের ভুল। সবারই মনে রাখা দরকার যে কোনো কাজেই ঘৃণ্য কিছু নেই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বের সকল মহান ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রমের ফলে জীবনে কৃতকার্য হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন, এরিস্টটল, পে-টো, আলেকজান্ডার, হযরত মোহাম্মদ (সা)- সবারই তাদের কাজে কোনো অবহেলা ছিল না। তাই তারা জীবনে সফল হয়েছিলেন।

বিদেশে শিক্ষার্থীদেরকেও হোটেল, কারখানা, কল প্রভৃতিতে খন্ডকালীন কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে তারা তাদের লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজের জন্য অতিরিক্ত আয় করতে পারে। ঐ সমস্ত দেশে কুলিদেরকে কদাচিৎ রেল স্টেশনে দেখা যায়। জনগণ/ লোকজন নিজেরাই কুলির কাজ করে থাকে।

শ্রম একজনকে বিশ্বাসী/ প্রত্যয়ী করে এবং সম্পদ আনয়ন করে। যারা যথাযথভাবে এটা অতিক্রম করে, শ্রম তাদেরকে মহৎ করে তোলে। জীবনে উন্নতি করার জন্য আমাদের সকলেরই শ্রমের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার।

৭৫. ইভ্ টীজিং (নারী উত্যক্তকরণ)

নারী উত্যক্তকরণ একটি সাধারণ সামাজিক অপরাধ। অধুনা নারী উত্যক্তকরণ সমাজের আগে থেকে চালু বহুল প্রচলিত শব্দ। সংক্ষেপে নারী উত্যক্তকরণ শব্দটি বলতে মহিলাদের উপর যৌন হয়রানি বুঝায়। ব্যাপক অর্থে এ শব্দটি নারী সম্প্রদায়ের উপর সব ধরনের হয়রানিকে বুঝায়।

holycrossrajshahi.com

নারী উত্যক্তকরণের সমস্যাটি সুদ–র ১৯৬০ শতকে জনগণ ও প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলোতে এটি উপমহাদেশে এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

ম–লত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েরা, এমনকি মহিলা চাকুরিজীবীরা নারী উত্যক্তকরণের শিকার। যেহেতু অনেক অনেক মহিলা আস্ে আস্ে স্বাধীনভাবে কলেজ ও কর্মক্ষেত্রে যাওয়া শুরু করেছে তাই নিপীড়ন ও মনস্ত্ত্বিক অত্যাচারের মাত্রা/হার উচ্চতর হচ্ছে/বেড়ে যাচ্ছে।

অনেকে ধারণা করেন যে, মহিলাদের পোশাক এই অমার্জিত আচরণের প্রকাশ ঘটায় কিন্তু দু:খজনক সত্য এই যে এমনকি রক্ষণশীলভাবে পোশাক পরিহিতা মুসলিম মহিলাগণ যারা শুধুমাত্র চোখ এবং চরণযুগল দৃশ্যমান রেখে সমস্ত কাপড়ের উপর একটি বোরকা পরে থাকেন তারাও এর শিকার হন।

নারী উত্যক্তকরণের পেছনে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। উলে-খযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক ম–ল্যবোধের অবক্ষয়। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব এবং তাদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাই নারী উত্যক্তকরণ ঘটানোর নিয়ামক। মহিলারা ত্রুটিমুক্ত নয়। তাদের অশালীন পোষাক ব্যবহার, নিষিদ্ধ সময়ে সর্বত্র অসাবধানে ঘোরাফেরা করা তাদের শিকারে পরিণত করে।

সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসম–হ নারী উত্যক্তকরণ দ–রীকরণে এগিয়ে আসতে পারে। মার্জিত সংস্কৃতি ও নৈতিক ম–ল্যবোধের অভাব এবং বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সমাজ থেকে নারী উত্যক্তকরণ

দ–র করতে পারে। যেসব পরিবারে যুবক বালক বালিকা আছে তারা এক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক/ উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। একটি সুশৃগুখল ও নিরাপদ সমাজ গঠনে আমাদের সকলেরই এ বদ/ বাজে অভ্যাস প্রতিহত করতে চেষ্টা করা উচিত। এটি দ–র করতে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৭৬. বৈশ্বিক উষ্ণতা

বিশ্ব আজ যে সকল বড় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার অন্যতম এই যে, আমাদের কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস জলবায়ুর উপর তাপ দিচ্ছে এবং এটি মানবজীবনের জন্য খুবই মারাত্মক হতে পারে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমন্ডল ও পরিবেশের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বুঝায়। পৃথিবী জুড়ে এটি খুব গুরুত্বপ–র্ণ একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা থেকে অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। এর ফলে মিশর, নেদারল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মত উপকূলবর্তী নিচু এলাকা ও শহরগুলো তলিয়ে যেতে পারে। এমনকি কিছু দেশ পুরোপুরিভাবে হারিয়ে যাবে।

গত শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১৮° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণে বিংশ শতাব্দী থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের বিভিন্ন কাজ যেমন ফসিল পোড়ানো, বৃক্ষ নিধন ইত্যাদির ফলে এই গ্যাসগুলি প্রধানত সৃষ্ট হয়। আর্দ্র ভূমি থেকে মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ একটি প্রাকৃতিক কারণ।

অধিক জনসংখ্যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির আরেকটি মানবসৃষ্ট প্রধান কারণ। অধিক জনসংখ্যা মানে অধিক খাবার এবং অধিক যানবাহন। এর মানে হল অধিক ফসিল পোড়ানোর ফলে এবং অধিক কৃষিকাজের কারণে অধিক কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি উৎপন্ন হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলাফলগুলোর মধ্যে রয়েছে সুমেরু অঞ্চলের সংকোচন, সুমেরু অঞ্চলে মিথেন নির্গমন, বিশ্বে কার্বনের নির্গমন, মিথেনের নির্গমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এর ফলে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটে এবং বিভিন্ন অঞ্চল প-াবিত হয়, খরা হয়, জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী ঘটে এবং জলবায়ুর ধরনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

কিছু অঞ্চল এবং এলাকা এর ফলে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নিম্নভূমি এবং কম উন্নত দেশগুলি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য সতর্কতার সংবাদ এই যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে, দেশের দক্ষিণাঞ্চল একদিন পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে, আমরা যেভাবে বাস করছি, এখন যদি তা থেকে একটু পরিবর্তন আনয়ন করি, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে বিশাল পরিবর্তন এড়িয়ে যেতে পারি। এই হুমকি মোকাবেলায় সকল বিজ্ঞানী, সরকার ও ব্যক্তিকে অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।

৭৭. নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আধুনিক যুগে একটি গুরুত্বপ–র্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিকদের কী কী অধিকার রয়েছে তা জানার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। যেহেতু অধিকার কর্তব্যকে স–চিত করে, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। নাগরিকেরা কিছু অধিকার ভোগ করে থাকে আর একই সাথে আশা করা হয় যে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে।

নাগরিক হল সেই ব্যক্তি জন্মস–ত্রে একটি দেশের সদস্য হিসেবে যার সকল অধিকার রয়েছে অথবা একটি রাষ্ট্র কর্তৃক এসব অধিকার প্রদত্ত হয়। এটি হচ্ছে সম্মানজনক একটি মর্যাদা যা একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কিছু অধিকার নিশ্চিত করে। এসব অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে পরিচিত।

একজন নাগরিকের কথা বলার স্বাধীনতা এবং সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতা রয়েছে। সুতরাং সে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যেকোনো সংগঠন গড়ে তুলতে পারে বা সংগঠনে যোগ দিতে পারে।

নাগরিক রাষ্ট্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করবে এবং একই সাথে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করবে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাকে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তার সুনাগরিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। দেশের কল্যাণার্থে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। উপযুক্ত বিচার-বিবেচনায় তার অধিকারগুলো চর্চা করা উচিত এবং রাস্ত্রার ও অন্যান্য আইনের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা উচিত। তার স্বদেশপ্রেম এবং বন্ধুমনোভাবাপন্ন মনোভাব থাকা উচিত। সংবিধান অনুযায়ী ধার্যকৃত কর প্রদানে তাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

সুনাগরিক হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পদ। কিন্তু কিছু নাগরিক রয়েছে যারা স্বার্থপর। তারা শুধু তাদের নিজেদের কথা বিবেচনা করে। যদি সকল নাগরিকেরা তাদের জাতি গঠনে এগিয়ে এসে অবদান রাখতে না পারে, দেশের দরিদ্র অবস্থার উন্নয়ন করা অসম্ভব। সুতরাং একটি আদর্শ জাতি গঠণে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসা উচিত।

৭৮. ফিফা বিশ্বকাপ-২০১৪

ফিফা বিশ্বকাপ ২০১৪ হচ্ছে ২০তম ফিফা বিশ্বকাপ। এটা ব্রাজিলে খেলা হয়। দেশের ১২টি ভেন্যুতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাজিল দ্বিতীয় দফায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে।

২০১৪ সালের ১২ জুন সাও পাওলোর ব্রাসিলিয়া স্টেডিয়ামে চমৎকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল। ১৩ জুলাই রিও ডি জেনেরিও এর মারাকানা স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলার মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। জার্মানি ফাইনাল খেলায় ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টটি জিতে যায়। স্বাগতিক দেশ ব্রাজিল চতুর্থ স্থান লাভ করে।

৩১ টি জাতীয় ফুটবল দল ২০১১ সালের জুন মাসে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে আসে স্বাগতিক দেশ ব্রাজিলের সাথে ফাইনাল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য। ব্রাজিলের ১২টি নগরে ৬৪টি ম্যাচ খেলা হয়। প্রথমবারের মত বিশ্বকাপ ফাইনালে, ম্যাচ কর্তৃপক্ষ গোল লাইন প্রযুক্তি

এবং ফ্রি কিকের জন্য ভ্যানিশিং ফোম ব্যবহার করে।

১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপ হতে সকল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল- ব্রাজিল, জার্মানি, ইতালি, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, উরুগুয়ে এবং স্পেন এই প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়। গতবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেনসহ, প–র্ববর্তী বিজয়ী ইংল্যান্ড এবং ইতালী গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ে যায়। জার্মানি হচ্ছে প্রথম ইউরোপীয় দল যা ল্যাটিন আমেরিকায় বিশ্বকাপ জয় করে। এই প্রথম কোনো মহাদেশ পর পর তিনবার বিশ্বকাপ জয় করে (২০০৬ সালে ইতালি আর স্পেন ২০১০ সালে)।

টুর্নামেন্টে মোট ১৭১টি গোল হয় (প্রতি ম্যাচে গড়ে ২.৬৭)। জেমস রডরিগেজ, একজন কলম্বিয়ান তারকা সর্বাধিক ৬টি গোল করেন। আর্জেন্টাইন নায়ক লিওনেল মেসি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। ফ্রান্সের উদীয়মান তারকা পল পগবা সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। জার্মান খেলোয়াড় ম্যানুয়েল নয়্যার সেরা গোলরক্ষক হিসাবে গোল্ডেন গ-াভস জয় করেন।

২০১৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ চলাকালে আয়োজক শহরগুলোতে 'ফিফা ফ্যান ফ্যাস্ট' নামের একটি সংগঠন ৫ মিলিয়ন লোককে অভ্যর্থনা জানায় এবং দেশটি (ব্রাজিল) ২০২টি দেশ থেকে আগত ১ মিলিয়ন বিদেশিকে বরণ করে নেয়।

৭৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নের অন্ত্রায়

যদিও জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ, অধিক জনসংখ্যা একটি অভিশাপ। প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ কিন্তু এর জনসংখ্যা ১৫ কোটির চেয়ে বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৮% আর ঘনত্ব ১০৪০ প্রতি বর্গ কি.মি.। সুতরাং, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে আর তিন ভাগের এক ভাগ বাস করে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। এই হার এত বেশি যে এর সাথে তাল মিলিয়ে কোন উন্নয়ন চলতে পারে না। জনসংখ্যার ভয়ানক বৃদ্ধির কারণে আমাদের সীমিত জমি খন্ডিত এবং পুনঃখন্ডিত হচ্ছে। নতুন বাড়ীঘর নির্মাণের ফলে আমাদের চাষাবাদের জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের কৃষিপণ্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। সুতরাং, একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের কর্মসংস্থান যথেষ্ট নয়। সুতরাং বেকার লোকের সংখ্যা বাড়ছে। এটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই কারণে জনগণের জীবনধারণের মান নিচে নেমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অতিরিক্ত লোকজনকে অতিরিক্ত জিনিসপত্রাদি সরবরাহ করতে পারে না। বর্তমান জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি যদি অনিয়ন্ি¡ত অবস্থায় চলতে থাকে তাহলে অবস্থা আরো খারাপের পর্যায়ে চলে যাবে। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ি¡ণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই কমাতে হবে।

সরকার দেশের দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা দেশগুলো বিভিন্নভাবে দারিদ্র বিমোচন কর্মস–চী চালাচ্ছে। কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এসব কর্মস–চী বাস্ত্রবায়নে বিঘ্ন ঘটছে। সুতরাং দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদের উচিত জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ন্ি¡ণ করা।

৮০. আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের অবদান

আমরা আধুনিক সভ্যতায় বাস করি। যেসব উপকরণ আমাদের সভ্যতাকে আধুনিক করেছে সেসব বিজ্ঞানের আবিষ্কার। সুতরাং আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি যে আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে বিজ্ঞানের অবদান। আধুনিক লোকজন বৈজ্ঞানিক উপকরণ এবং যন্ি¡পাতি ছাড়া একদিনও চলতে পারে না।

সকাল থেকে রাতে ঘুমাতে যাবার প–র্ব পর্যন্ত্র আমরা যা কিছু করি, সবকিছুতে বৈজ্ঞানিক যন্ি¡পাতি ব্যবহার করি। বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে সহজ এবং আরামপ্রদ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি যোগ করেছে। ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্স প্রভৃতি আমাদের যোগাযোগকে সহজতর করেছে। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলোর মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম। কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য, ফাইল সংরক্ষণ করা যায়, খসড়া তৈরি করা যায়, ছবি ছাপানো যায়, ছবি এবং টেলিভিশন দেখা যায়। এতে ম–ল্যবান নথি এবং অগণিত অফিস সংক্রান্ত্র তথ্য ও প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা যায়।

মোবাইল ফোন আধুনিক বিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপ–র্ণ আবিষ্কার। অপরের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াও এটির সাহায্যে ছবি দেখা যায়, গান উপভোগ করা যায়, হিসাব করা যায়, সময় এবং তারিখ ইত্যাদি জানা যায়। কোনো তারের সংযোগ না থাকায় এবং ছোট আকৃতির জন্য এটিকে খুব সহজে বহন করা যায়। এছাড়া, স্যাটেলাইট চ্যানেল আমাদেরকে বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি, আন্ত্রর্জাতিক ঘটনাবলী এবং খেলাধুলার সাথে পরিচিত করেছে।

উড়োজাহাজ, বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন আবিস্কারের ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। এর ফলে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে। অধিকন্তু, বিজ্ঞানের আশীর্বাদের কারণে মৃত্যুহার কমেছে, মানুষ নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারছে।

সবকিছুর মত এর কিছু অপকারিতাও রয়েছে। প্রাণঘাতী অস্ত্রে¿র আবিষ্কার এবং যুদ্ধ ও রণক্ষেত্রে এদের ব্যবহারের ফলে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। ইন্টারনেট এবং মোবাইলের অপব্যবহারের ফলে অনেক আইনবিরোধী এবং অনৈতিক কর্মকান্ড ঘটে।

কিছু অপকারিতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উপকারী ভূমিকার কথা অস্বীকার করতে পারি না। যদি আমরা বিজ্ঞানকে ভালোভাবে ব্যবহার করি, আমাদের আধুনিক সভ্যতার জন্য এটি হবে একটি বড় আশীর্বাদ।

৮১. গ্রামের জীবন শহুরে জীবনের চেয়ে উত্তম

আমি এই বক্তব্যের সাথে সম্প–র্ণ একমত যে গ্রামের জীবন শহরের জীবনের চেয়ে ভাল। এটা সত্য যে গ্রামের জীবন আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেখানে যোগাযোগের কোন সহজ মাধ্যম নেই, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল নেই। এসব অসুবিধাসম–হ থাকা সত্ত্বেও আমি শহুরে জীবনের চেয়ে গ্রামের জীবন পছন্দ করি।

গ্রামের অথবা গ্রাম্য জীবন প্রকৃতির দান। সেখানে রয়েছে সবুজ শস্য ক্ষেত, ফুল এবং চারদিকে গাছপালা। সেখানে রয়েছে ছোট ছোট নদী, খাল, বিল, হাওড় এবং পুকুর। গ্রামের লোকেরা খুব বন্ধুসুলভ, সাহায্য পরায়ণ, সরল মনবিশিষ্ট এবং খোলাখুলি স্বভাবের। তারা উদার মনোভাবাপন্ন এবং অতিথি পরায়ণ। তারা অপরের সাথে তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করে। বিপদে পড়লে একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত কিন্তু তারা সরলভাবে এবং সততার সাথে জীবন যাপন করে।

নগর জীবন খুবই ব্যস্ত্রতাপ–র্ণ এবং প্রতিযোগিতাপ–র্ণ। লোকজন দ–ষিত পরিবেশে বাস করে। তারা প্রচুর ভোগান্ত্রিতে পড়ে। অপরদিকে, গ্রামের পরিবেশ খুবই সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর। সেখানকার লোকজন উদার। নগরে লোকজন বড় বড় দালানে কৃত্রিম জীবন যাপন করে। কিন্তু গ্রামে, লোকেরা প্রকৃতির কোলে সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। লোকজন বিশুদ্ধ পানি, তাজা ফল এবং শাকসব্জি, মাছ, দুধ প্রভৃতি সহজেই পায়। গ্রামের জীবন কোলাহল মুক্ত। শহরের চেয়ে গ্রামে দ–ষণ অনেক কম। সেখানে থাকে অনাবিল শান্ত্রি আর নীরবতা।

গ্রাম্যজীবনে এখনও সামাজিক ম–ল্যবোধ বিরাজ করে। বড়রা ছোটদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ দেখায় আর ছোটরা বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। গ্রামে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান যেমন নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব,

holycrossrajshahi.com

হালখাতা, মেলা ইত্যাদি উদযাপন করা হয়। শীতকালে আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। শহুরে জীবন এবং গ্রাম্য জীবন একটি আরেকটি থেকে সম্প–র্ণ আলাদা। এসব কিছু বিবেচনা করে, আমি মনে করি গ্রামের জীবন শহরের জীবনের চেয়ে ভাল।

৮২. মেয়েদের জন্য সমান অধিকার

নারীরা তাদের জীবনের সকলক্ষেত্রে নিজেদের জন্য সমান অধিকার দাবি করেছে। যেমন- ভোটের ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে এমনকি বাড়ীতেও।

পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারীদের অবজ্ঞা ও বঞ্চিত করা মানে হচ্ছে, জনসংখ্যার অর্ধেককে অবজ্ঞা ও বঞ্চিত করা। নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া জাতির উন্নয়ন অসম্ভব। এজন্য আমি মনে করি নারীদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার দেয়া উচিত।

আজকাল, আমরা দেখি যে নারীরা অতীতের শৃগুখল থেকে বেরিয়ে এসেছে। অধিকাংশ সচেতন নারীরা রান্নাঘরে নিজেদেরকে আর আবদ্ধ করে রাখেনি, তারা সাধারণত বাইরে অথবা কোনো নান্দনিক জায়গায় নিজেদের মেলে ধরছে। আমরা যদি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফল করে। জ্ঞানের সকল শাখায় নারীরা শিক্ষালাভ করছে। প্রতিরক্ষা এবং পুলিশের চাকরিসহ সকল পেশায় তারা অংশগ্রহণ করছে। তারা সংবাদ প্রতিনিধি এবং টিভি/রেডিও প্রতিবেদক, অভিনেত্রী, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি হিসেবে কাজ করছে।

পরিবারে, কর্মস্থলে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা সমানভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন যেমন নির্মাণ কাজ, শিল্প কারখানা, কৃষি খামার এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। নারীরা ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। তারা পরিবারের আয়ের উপর অবদান রাখছে। তারা সঠিক ও ভুলের মাঝে পার্থক্য নিরূপনে সক্ষম হয়ে উঠছে। তারা বুঝতে পারছে কোনটি তাদের জন্য ভালো আর কোনটি তাদের জন্য খারাপ। তারা ছেলেমেয়েদের লালন-পালনে এবং পরিবার দেখাশোনায় গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এসবকিছু সত্ত্বেও, আমাদের সমাজে নারীদের সমান অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তাদেরকে সাধারণত কম মজুরি দেয়া হয়। তাদেরকে কখনো কখনো পুরুষদের অর্ধেকের সমান বলে ধরা হয়। কিন্তু এই বৈষম্য দ–র হওয়া উচিত। অন্যথায়, জনসংখ্যার অর্ধেক অন্ধকারে ডুবে থাকবে এবং জাতির উন্নয়ন ভালভাবে হবে না।

৮৩. স্যাটেলাইট চ্যানেল আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতি খুব সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের সংস্কৃতি স্যাটেলাইট চ্যানেলের কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরু করে। তার আগে প্রায় ২৮ বছর যাবৎ বিটিভ ছিল প্রধান মাধ্যম এবং এর ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা। নিঃসন্দেহে, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো বিনোদনের বড় উৎস আর এসব চ্যানেলগুলো আমাদের যুব সম্প্রদায়কে খুব আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে আমরা ক্রমশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। সুতরাং, আমি মনে করি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো কেবল বিনোদনের উৎস না হয়ে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, একটি দেশের সংস্কৃতি প্রাদেশিক গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। স্যাটেলাইট চ্যানেল এর কারণে এক দেশের লোকজন খুব সহজেই অন্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু নিজ সংস্কৃতি ভুলে অন্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হওয়া বিপদের কারণ হতে পারে কেননা সংস্কৃতি মানে হচ্ছে একটি জাতি ও দেশের জন্মের ইতিহাস।

আমাদের বাংলাদেশের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা ক্রমশ আমাদের আদর্শ ও প্রথা হারিয়ে ফেলছি। সত্যিই এটি লজ্জাজনক ব্যাপার। আর এর কারণ হচ্ছে বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাব। আমাদের যুব সম্প্রদায় আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চেয়ে বিদেশী অনুষ্ঠানগুলো বেশি উপভোগ করে থাকে। এছাড়া তারা বিদেশী জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যা সত্যিকার অর্থে আমাদের সামাজিক আদর্শ ও ম–ল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপ–র্ণ।

অন্য সংস্কৃতি গ্রহন করা খারাপ নয় যদি আমরা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হই, এটি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম ধ্বংস ডেকে আনবে। সুতরাং, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ম–ল্যবোধের জন্য বড় হুমকিস্বরূপ।

৮৪. শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত নয়

সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে বয়স্করা শিশুদের কিছু শেখানোর জন্য শাস্তি দিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়ার ম–ল উদ্দেশ্য তাদের আচরণের পরিবর্তন আনা। ছেলেমেয়েরা যাতে সঠিকভাবে আচরণ করে সেজন্য বয়স্করা বিভিন্নভাবে তাদের শাস্তি প্রদান করে। এই কারণে, বয়স্করা প্রায়ই তাদের শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে যাতে ব্যথা অনুভূত হয়।

আমি মনে করি, শিশুদের শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়া একটি মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমত, শিশুদের শাস্তি দেয়া এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করার মাঝে খুব স–ক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়স্করা ছেলেমেয়েদের সাথে দুর্ব্যবহারের সমাপ্তি ঘটিয়ে তাদের সংশোধন করতে চায়। কখনো কখনো তাদের সাথে শত্রুদের মত আচরণ করা হয়।

যেসব ছেলেমেয়েদের সঠিক পথে আনার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয় তাদের মনে আবেগজনিত ক্ষত থাকে। অনেক অপরাধীর অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে কারণ হচ্ছে শৈশবে তারা খারাপ আচরণের শিকার হয়েছে। তারা অপরের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং শারীরিক শাস্তি প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষকে অপরাধী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। যেহেতু এটি নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই, শিশুদের শাস্তি দেয়ার জন্য আমরা অন্যান্য উপায় অনুসরণ করতে পারি। সন্তানের প্রতি যত্নশীল বাবা মা, তাদের সন্তানকে আঘাত না করে বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টেলিভিশনে তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত রেখে, অথবা নির্দিষ্ট সময় ধরে মাটিতে শুইয়ে রেখে অথবা খেলাধুলা থেকে বিরত রেখে ইত্যাদি।

যেসব পিতামাতা সত্যিকারভাবে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে তারা তাদেরকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে চায় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শারীরিক শাস্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা উৎসাহ এবং প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করছে। কীভাবে শিশুদের বেড়ে উঠা উচিত এ ব্যাপারে বাবা-মাকে তাদের কিছু ধারনা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে হবে। বাসায় শারীরিক শাস্তির প্রয়োগ এড়ানো সম্ভব। এটা আমাদের সমাজ থেকে সন্ত্রাস/হিংস্রতা নির্মূলে সাহায্য করবে। সুতরাং, আমার মত এই যে বয়স্করা শারীরিক শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে শাস্তি দেয়ার অন্যান্য পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারে।

৮৫. কোচিং সেন্টার অপ্রয়োজনীয়

কোচিং সেন্টার আমাদের দেশের একটি পরিচিত দৃশ্য। যেসব কেন্দ্রে অথবা বাসায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষ কোচিং দেওয়া হয় তাদের কোচিং সেন্টার বলে। এটা হাস্যকর যে একজন শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারে একই শিক্ষকের নিকট সেই বিষয় শিখতে যায় যা শিক্ষক স্কুল/কলেজে পড়ান। সাধারণত একজন শিক্ষার্থীকে কোচিং এর জন্য

holycrossrajshahi.com

অনেক টাকা প্রদান করতে হয়। অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী টাকা প্রদান করতে সক্ষম নয়। যেহেতু স্কুল/কলেজে তাদের যথাযথভাবে দেখাশুনা করা হয় না এবং কোচিং ক্লাসে তারা যেতে পারে না, তারা পরীক্ষায় ভাল করতে পারে না।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে গৃহশিক্ষকদের উপর নির্ভর করার প্রবণতা রয়েছে। তারা শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী থাকে এবং পড়াশুনার জন্য কোচিং সেন্টার এর উপর নির্ভর করে। তারা নিজেরা কোন সমস্যা সমাধানের কথা চিন্ত্রা করতে পারে না। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য তাদেরকে গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় পাস করার জন্য সাজেশনের উপর নির্ভর করতে হয়। স্কুল/কলেজের শিক্ষকেরা তাদের কোচিং সেন্টারে সাজেশন প্রদান করেন। তাই, শিক্ষার্থীরা সাজেশন্সের জন্য কোচিং সেন্টারে যায়।

কখনো কখনো কোচিং সেন্টারগুলো দেখা যায় জনাকীর্ণ, মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই এবং কোলাহলপ–র্ণ। কোনো কোনো শিক্ষার্থী এমনকি লেখার টেবিল পর্যন্ত্র পায় না। এক হাতে তার বই রাখতে হয় আর অন্য হাতে লিখতে হয়। যেসব শিক্ষকেরা এসব কোচিং সেন্টারে পড়ান তারা দক্ষ, নিঃসন্দেহে। যদি কোচিং সেন্টারে একজন শিক্ষক দক্ষ হয়, তাকে স্কুল/কলেজেও সেরকম হওয়া উচিত। কিন্তু নিজ প্রয়োজনের তাগিদে, তিনি শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ সহকারে পড়ান না যা তিনি ব্যক্তিগত পড়াশোনার ক্ষেত্রে করেন।

কোচিং সেন্টারের এই বদ অভ্যাস বন্ধ করতে হলে, শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে হবে এবং তাদেরকে ভালো বেতন দিতে হবে। সরকারকে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট শিক্ষক এবং সাজেশন্সের চেয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

৮৬. শিক্ষাকে বাধ্যতাম–লক করা উচিত

শিক্ষা হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। নিচে উলে-খিত কারণগুলোর জন্য আমি এই মত সমর্থন করি যে, শিক্ষাকে বাধ্যতাম–লক করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে আলোকিত করে তার সক্ষমতাকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দেওয়া। একে আলোর সাথে তুলনা করা হয় যেখানে অজ্ঞতাকে তুলনা করা হয় অন্ধকারের সাথে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কোনকিছু হতে জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম। শিক্ষা আমাদেরকে সঠিক এবং ভুল, ভালো এবং মন্দ, সুন্দর এবং অসুন্দরের মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করে।

শিক্ষা মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। লোকজন তাদের কাজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকার পেতে পারে। কৃষকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং চাষের জন্য উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করতে পারে।

শিক্ষা নারীজাতির জন্য প্রয়োজন। একজন ভালো মা একজন ভালো নাগরিক তৈরি করতে পারে। ভালো নাগরিক পেতে হলে, নারী শিক্ষা আবশ্যক। মোট জনসংখ্যার অর্ধেককে অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। নারীদের উন্নয়ন ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন মোটেও সম্ভব নয়। আবার, শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির উন্নয়ন হতে পারে না। সুতরাং নারীদের সব ধরনের শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা এগিয়ে আসতে পারে এবং পুরুষদের সাথে সকল উন্নয়নম–লক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে।

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। এটি হচ্ছে একজন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাপকাঠি। যখন একটি দেশের লোকজন শিক্ষিত হয়, তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান দেশের উপকারে আসে। শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতাম–লক করা প্রত্যেক সরকারের দায়িত্ব। টাকার অভাবে গরীব লোকজন তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না। সুতরাং একটি দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সকল অঞ্চল, সম্প্রদায়, পেশা এবং ধর্মের সকল পুরুষ ও নারীদের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতাম–লক করতে হবে।

৮৭. টেলিভিশন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে

টেলিভিশন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়গুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি হচ্ছে বিনোদনের সবচেয়ে আধুনিক উপায়। এটি শব্দ ও চিত্র উভয়ই প্রদান করে। পল নেপকভ নামক একজন জার্মান বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর জন এল বেয়ারড এটি আধুনিকীকরণ করেন।

টেলিভিশন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশনের মাধ্যমে দ–রবর্তী শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষাম–লক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ ডিসট্যান্স এডুকেশন (BIDE) চমৎকার কাজ করছে।

টেলিভিশন গণ অশিক্ষা দ–র করতে গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেসব লোকজন বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম নয়, তারা এগুলো দেখতে পারে এবং শিক্ষিত হতে পারে। টেলিভিশন নারী শিক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। টেলিভিশনে যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষণীয় অবদান রাখতে পারে। বিতর্কের মত শিক্ষা বহির্ভূত অনুষ্ঠানও টিভিতে দেখানো হয়।

টিভি চ্যানেল হতে আমরা বিভিন্ন রকম তথ্য পাই। টিভি আমাদেরকে সারাক্ষণ সংবাদ প্রদান করে থাকে এবং বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে তা আমরা অবগত হই। ডিসকভারি চ্যানেল এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের মত কিছু চ্যানেল নতুন নতুন আবিষ্কার, প্রাণীজগৎ, আবহাওয়া, কৃষি এবং পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী স্থান এর উপর প্রতিবেদন প্রচার করে। অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পের উপর প্রতিবেদন এবং বিশে-ষণম–লক তথ্য সম্প্রচার করে।

শিক্ষা প্রচার, যৌতুকের নেতিবাচক প্রভাব, ধর্ম ও রাজনৈতিক গোঁড়ামির অপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসম–হ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসব অনুষ্ঠান দর্শকদের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানে অনেক অবদান রাখে।

অনেক টিভি চ্যানেল ধর্মীয় শিক্ষার উপর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। প্রায় সকল বাংলাদেশী চ্যানেলসম–হ মুসলমান, হিন্দু এমনকি খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। ইসলামিক টিভি চ্যানেল সারাবিশ্বের মুসলমানদের নৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। টেলিভিশন হচ্ছে একটি বিস্ময়কর উপকরণ যা মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের উপদেশ প্রদান করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সকল টিভি অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শিক্ষণীয় অবদান রয়েছে।

৮৮. বাংলাদেশে গণশিক্ষা খুব গুরুত্বপ–র্ণ

'গণশিক্ষা' মানে হচ্ছে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকজনকে শিক্ষা দেওয়া। গণশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশিক্ষিত লোকজনকে অক্ষর জ্ঞান প্রদান করা, তাদেরকে লিখতে ও পড়তে সক্ষম করে তোলা। গণশিক্ষা মানুষকে তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলে, তাদেরকে সচেতন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম করে তোলে।

গণশিক্ষা আমাদের কৃষকদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। অধিকাংশ কৃষক কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবিত সর্বশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে পরিচিত নয়। যদি আমাদের কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আমাদের জনগণকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে গণশিক্ষা প্রয়োজন। আমাদের জনসংখ্যার অনেকেই বিশেষত

holycrossrajshahi.com

অশিক্ষিত লোকেরা বিশাল জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বেশি জানে না। আমরা যদি আমাদের জনগণকে বিশাল জনসংখ্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করতে না পারি, আমরা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। যদি আমরা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, কোন উন্নয়ন হবে না। গণশিক্ষা নারী জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আমাদের মহিলাদের অনেকেই বিশেষত গ্রামের দরিদ্র মহিলারা অশিক্ষিত। তারা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন নয়। একজন অশিক্ষিত মহিলা সহজেই অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ এবং অন্যায়ের শিকার হয়। সে নীরবে তার উপর আরোপিত সকল অপমান এবং নির্যাতন সহ্য করে নেয়। যদি নারীরা শিক্ষিত হয়, পরিবারে এবং সমাজে নারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ বন্ধ হবে।

গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতিবাচক কোন প্রশ্ন নেই। জাতীয় তথ্য মিডিয়া গণশিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বর্তমান সরকার এর জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। তারপরও গণশিক্ষা কর্মসূচী আরও জোরদার করতে হবে। অশিক্ষিত লোকজনকে শিক্ষিত করতে সকল শিক্ষিত জনগণের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত।

৮৯. আমাদের দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদান রয়েছে

পোষাক দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং সামাজিক কর্মকাণ্ডে পোষাক অংশগ্রহণ ব্যতীত আমাদের জাতি সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

গার্মেন্টস শিল্প আমাদের দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। আমাদের গার্মেন্টস কর্মীদের ৭০ শতাংশের বেশি হচ্ছে নারী। নারীরা হাঁস-মুরগির খামারে কাজ করছে। নারীদের অংশগ্রহনের ফলে আমাদের দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের নারীদের বেশকিছু সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে এবং আজকাল বিভিন্ন অফিসে কাজ করছে। তারা অফিসে, ব্যাংকে, কারখানায়, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেনাবাহিনীতে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে কাজ করছে। তারা প্রশাসনেও অংশগ্রহণ করছে। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও মহিলা। মহিলারাও সামাজিক কর্মী হিসেবে কাজ করছে। তারা আমাদের দেশের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। দেশের উন্নয়নে হস্তশিল্পে নারীদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, পরিবারের ব্যবস্থাপনা, এমনকি কেনাকাটা ও বাজার করা মহিলাদের উপর নির্ভর করে। নারীদের প্রতি আমাদের সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে মনে করা হতো নারীরা শুধু রান্নাঘর ও গৃহস্থালী কাজের জন্য উপযুক্ত। আজকাল, সর্বক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকার নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করছে। নারীদেরকে এখন আমাদের দেশের সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশের উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা ব্যাপক। তথাপি আমি মনে করি নারীদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়। যেহেতু আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, আরো বেশি সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের কোনো সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধা আরোপ করা উচিত নয়। যদি দেশ নারীদের কাজের জন্য ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে, তারা আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে।

৯০. নগরে বসবাস করলে ট্রাফিক জ্যাম থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব

ট্রাফিক জ্যাম মানে হচ্ছে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের দীর্ঘ সারি। এটি বাংলাদেশের শহর এবং নগরের একটি পরিচিত দৃশ্য।

ট্রাফিক জ্যামের কিছু কারণ রয়েছে। অনেক চালকেরা গাড়ী চালানোর আইন কানুন সম্পর্কে অবগত নয় আবার অনেকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে আগ্রহী নয়। বিভিন্ন গতির যানবাহন একই রাস্তার উপর চলাচল করে এবং এটা যানবাহনের গতিকে শ-থ করে দেয়। ইচ্ছেমতো গাড়ি চালানো এবং অবৈধভাবে গাড়ি রাখার ফলে কখনও কখনও ট্রাফিক জ্যাম ঘটে থাকে। এছাড়া, আমাদের নগরে পর্যাপ্ত সংখ্যক রাস্তা নেই আর রাস্তাগুলোও প্রশস্ত নয় যা ট্রাফিক জ্যামের অন্যতম কারণ।

ট্রাফিক জ্যাম ঢাকার মত বড় নগরগুলোর একটি সাধারণ সমস্যা। সমস্যাটি ব্যাপক আর সমাধান খুব কঠিন। কিন্তু আমি মনে করি, ট্রাফিক জ্যাম থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আমরা সহজেই ট্রাফিক জ্যাম থেকে মুক্ত হতে পারি। ফুটপাতের উপর গড়ে ওঠা অননুমোদিত অবকাঠামো এবং হকারদের উচ্ছেদ করতে হবে যাতে লোকজন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। রাস্তার উপর যানবাহন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রাখতে অথবা পার্ক করে রাখতে দেয়া যাবে না। নির্দিষ্ট বাস স্টপ ছাড়া যেখানে সেখানে লোকজন উঠা-নামা করার জন্য বাস থামানো যাবে না। জনগণকে রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে দেয়া যাবে না, যেকোনো সময় যেকোনো দিক দিয়ে রাস্তা পার হতে দেয়া যাবে না। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাদেরকে ফুট ওভার ব্রীজ ব্যবহার করতে বাধ্য করতে হবে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে যানবাহনের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক আইন, সিগন্যাল ও নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে। রিক্সা, ঠেলাগাড়ী এবং অন্যান্য মোটরবিহীন যানবাহনের জন্য আলাদা আলাদা লেন তৈরি করতে হবে। নির্মাণ সামগ্রী যেমন- ইট, বালি, বাঁশ এবং রড রাস্তার উপরে রাখা যাবে না। পঁচা, ময়লা আবর্জনা রাস্তার উপর ফেলে স্তুপ দেয়া যাবে না। ঢাকার মত ব্যস্ত নগরের জন্য ফ্লাইওভার, বাইপাস এবং আন্ডারপাস একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এসব প্রয়োজনীয় স্থাপনার সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং রাস্তা পার হওয়ার বড় বড় পয়েন্টগুলোতে বেশি সংখ্যক ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে। দুইটি রাস্তার সংযোগের ক্ষেত্রে বাইপাস সড়ক নির্মাণ করতে হবে যাতে জনগণকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে অনেক দূর ভ্রমণ করতে না হয়। রাস্তা পার হওয়ার জন্য অধিকসংখ্যক আন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে এবং এগুলোকে দখলমুক্ত রাখতে হবে।

যদি উপরে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় ট্রাফিক জ্যাম নিশ্চিতভাবে কমে যাবে। কিন্তু সর্বোপরি, আমাদের সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তাদের কর্তব্য পালনে কঠোর হতে হবে।

৯১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা : সম্ভাবনা না সমস্যা

কিছু অনুন্নত দেশে, সস্তা শ্রম এবং পর্যাপ্ত শ্রমিক সরবরাহের মাধ্যমে জনসংখ্যা অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। এটি বাজারকে প্রসারিত করতে পারে যা কার্যকর চাহিদাকে অপরিহার্য করে তোলে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এটি বড় বাধা। কিন্তু জন্মহার কম বেশি স্থির রয়েছে। একটি উচ্চ জন্মহারের সাথে মৃত্যুর নিম্নহার জনসংখ্যাকে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ দিতে পারে না।

- বাংলাদেশে, খাদ্য সরবরাহ অপর্যাপ্ত, আর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পর্যাপ্ত খাবার পায় না।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিস্ফোরণতুল্য হার বাংলাদেশের বেকার সমস্যার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। বেকার সমস্যা এবং অপর্যাপ্ত লোকের কর্মসংস্থান গ্রাম ও শহরের অর্থনীতির পরিকল্পনাকারীদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকার লোকজন উৎপাদন খাতে কোনো অবদান রাখতে পারে না। কিন্তু সব সময় তাদেরকে খাবার দিতে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় না।
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটি সুদূরপ্রসারী পরিণতি এই যে এটি দেশের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে হ্রাস করে। জনগণের বার্ষিক আয় খুব কম। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে যায়। জাতীয় আয়ে

holycrossrajshahi.com

সঞ্চয়ের কোন সীমারেখা থাকে না।

- ❒ উৎপাদন খাতে অবদান রাখতে পারছে না এমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ ছিল ভোক্তা যা উৎপাদন খাতে কোন অবদান রাখেনি। ১৯৯১ সালে এই হার ৬২.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
- ❒ জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনগণের বসবাসের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ন–্যনতম আয়ের চেয়ে কম উপার্জন করে।
- ❒ বাংলাদেশের মহিলারা উৎপাদনশীল কাজ থেকে দীর্ঘমেয়াদে বিরত থাকে ঘন ঘন সন্তান প্রসবের কারণে।

সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জনগণের চাপ বেকার সমস্যাকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যায়, জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় এবং দেশের জাতীয় আয়কে কমিয়ে আনে, খাদ্যশস্য সরবরাহে অবনতি ঘটায় এবং ম–লধন তৈরির বিপক্ষে কাজ করে।

৯২. নগর জীবনের সুবিধা এবং অসুবিধাসম–হ

নগর জীবনের নিজস্ব চাকচিক্য রয়েছে যা কম উন্নত এলাকা থেকে লোকজনকে আকর্ষণ করে। যদিও এর আরাম-আয়েশ এবং এর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধাসম–হ সব শ্রেণির লোকজনকে আকর্ষণ করে, এর কিছু ত্রুটি রয়েছে।

নগর জীবনে রয়েছে সমৃদ্ধ নাগরিক সুবিধাসম–হ যা আধুনিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক শহর ও নগরের যাতায়াত ব্যবস্থা বেশ উন্নত। দ্রুত এবং আরামদায়ক যাতায়াতের জন্য আমাদের রয়েছে ট্রাম, বাস, মোটরকার। এটি এর অধিবাসীদের নিকট পাইপ লাইন এবং বিদ্যুতের মাধ্যমে পানযোগ্য পানি সরবরাহ করে। পরিত্যক্ত পানির জন্য পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষ রয়েছে। অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। অসুস্থ লোকের দেখাশোনার জন্য সাধারণত স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে রয়েছে দক্ষ ডাক্তার। শিক্ষার জন্য রয়েছে ভালো ভালো বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়। লাইব্রেরির সুবিধাসম–হসহ শিক্ষাম–লক এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব ধরনের শারীরিক আরাম আমাদের নাগালে। গরমের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক পাখা, কুলার এবং শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারি।

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নগর জীবনের অসুবিধাও রয়েছে। অনেক রাস্তা ময়লা এবং কোলাহল, ধোঁয়া এবং ধুলিতে পরিপ–র্ণ থাকে। শহুরে অঞ্চলে লোকজনের ঘনত্ব অনেক বেশি। নগর সাধারণভাবে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে অনেক লোক বাস করে এবং আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। বাস, মোটর গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন এর শব্দ সবসময় আমাদের অসুবিধা করে। জনাকীর্ণ নগরগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপ–র্ণ। ধোঁয়া এবং ধুলিতে বাতাস পরিপ–র্ণ থাকে। সুতরাং, সতেজ খাবার এবং সতেজ বাতাসের অভাবে শহুরে জীবন থাকে অস্বাস্থ্যকর। নগরের বিশালতায় আমরা সাধারণ মানবিক স্পর্শ হারিয়ে ফেলি।

আজকাল গভীর আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মস–চি হাতে নেয়া হয়েছে, তথাপি আধুনিক নগরের সুবিধাসম–হ গ্রামীণ অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।